উপনিষদ্

([illegible])

"গীতায় ঈশ্বরবাদ" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্‌ এ, বি এল্ প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

৬৩ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে
হোইট লোটাস পাবলিসিং কোম্পানি কর্তৃক
প্রকাশিত।

৭১।১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস।

প্রিণ্টার—শ্রী[illegible] দাস।

১৩২৩

মূল্য ১।০ টাকা।

ভূমিকা।

উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব) প্রচারিত হইল। এ গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বৈদিক-সাহিত্যে উপনিষদের স্থান ও কালনির্ণয় এবং সাধারণভাবে উপনিষদের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আর্য্য ঋষিরা ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল তত্ত্ব-রত্ন উপনিষদের খনিতে নিহিত রাখিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মতত্ত্বে প্রধানতঃ তাহারই আলোচনা করিয়াছি। বিগত ১৫।১৬ বৎসরে সাময়িক পত্রিকায় উপনিষদ্-আলোচনার ফল-স্বরূপ নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে সেই সকল প্রবন্ধের অংশবিশেষ সংকলিত হইয়াছে।

উপনিষদের ঋষিরা ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত জড়-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্ব বিষয়েও নানা উপদেশ নিবদ্ধ করিয়াছেন। তদ্‌বিষয়ে আলোচনা না করিলে উপনিষদের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। সেই জন্য গ্রন্থান্তরে উপনিষদুক্ত জড ও জীব-তত্ত্ব বিবৃত করিবার ইচ্ছা আছে। কতদিনে এই ইচ্ছা ফলবতী হইবে, বলিতে পারি না।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮

* * *

উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্বের) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণে গ্রন্থ স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

উপনিষদের জড়তত্ত্ব রচিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সমগ্রভাবে জীবতত্ত্ব এখনও রচিত হয় নাই। আশা আছে, দুই এক বৎসরের মধ্যে জীবতত্ত্ব সম্পূর্ণ করিয়া উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত করিতে পারিব। ঐ খণ্ডে জীবতত্ত্বের সহিত জড়তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হইবে।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

উপক্রমণিকা।

ব্রহ্মতত্ত্ব।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

উপনিষদ্।

উপক্রমণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

চতুর্ব্বেদ।

"বেদাশ্চত্বারঃ"—এ দেশের প্রচলিত ধারণা এই যে, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, অথর্ব্ববেদ বেদই নহে। তাঁহাদের মতে অথর্ব্ববেদ অন্য তিন বেদ অপেক্ষা অনেক অর্ব্বাচীন। অতএব চারি বেদ নহে, তিন বেদ। যুক্তিস্থলে তাঁহারা বলেন যে, বেদের অপর একটী নাম ত্রয়ী। ত্রয়ী বলিলে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদকে বুঝায়। অথর্ব্ববেদ তাহার অন্তর্গত নহে। অতএব যখন বেদের 'ত্রয়ী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, তখনও অথর্ব্ববেদ বেদের উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এ মত সমীচীন মনে হয় না। কারণ, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের স্থানে স্থানে অন্য তিন বেদের সহিত অথর্ব্ববেদেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ স্বীয় অধীতবিদ্যার পরিচয়স্থলে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থম্।—ছা, ৭।১।২

'আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি এবং চতুর্থ অথর্ব্ববেদও অধ্যয়ন করিয়াছি।' ছান্দোগ্যের অন্যত্রও অথর্ব্ববেদের প্রসঙ্গ আছে।

অথর্ব্বাঙ্গিরস এব মধুকৃতঃ।—ছান্দোগ্য, ৩।৪।১

এতেঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ এতদ্ ইতিহাসপুরাণম্।—ছান্দোগ্য, ৩।৪।২

এইরূপ তৈত্তিরীয় এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ও অথর্ব্ববেদের উল্লেখ করিয়াছেন।

অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃপুরাণম্।—বৃহ, ২।৪।১০, ৪।১।২ ও ৪।৫।১১

অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।—তৈত্তিরীয়, ২।৩।১

এইরূপ প্রশ্ন ও মুণ্ডক উপনিষদেও অথর্ব্ববেদের প্রসঙ্গ আছে।

ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি—প্রশ্ন, ২।৮

ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ।—মুণ্ডক, ১।১।৫

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 'ত্রয়ী' শব্দের উপর নির্ভর করিয়া যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত নহে। প্রাচীন মতে যজ্ঞই বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য।

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ"—জৈমিনি-সূত্র, ১।২।১

যে তিন বেদের যজ্ঞে প্রয়োগ, যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগেরই সংহতি-সংজ্ঞা 'ত্রয়ী'। অথর্ব্ববেদের যজ্ঞে ব্যবহার নাই। সেইজন্য ত্রয়ী মধ্যে তাহার গণনা করা হয় নাই। ইহার দ্বারা অথর্ব্ববেদের অনস্তিত্ব বা অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না।

পুরাণাদিতে বেদ-সঙ্কলনের যে বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সমকালে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তদানীং প্রচলিত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব-মন্ত্র-সমূহ সংহিতার আকারে সঙ্কলিত করেন। বিষ্ণুপুরাণে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তং প্রচক্রমে।

অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্।—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৪।৭

'ব্রহ্মার আদেশক্রমে ব্যাস বেদ-সমূহের সংকলনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বেদপারগ চারিজন শিষ্যকে (ঐ কার্য্যে) নিযুক্ত করিলেন।'

এই শিষ্য-চতুষ্টয়ের নাম পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত। পৈল ঋগ্বেদের সংকলন বিষয়ে গুরুর সহায়তা করিলেন; বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদের, জৈমিনি সামবেদের এবং সুমন্ত অথর্ব্ববেদের। বেদব্যাসের পূর্ব্ব হইতেই ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব-মন্ত্রসমূহ প্রচলিত ছিল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া ঐ সমস্ত মন্ত্র আর্য্যসমাজে প্রচারিত করিয়াছিলেন। বেদব্যাস শিষ্যদিগের সাহায্যে সেই সমস্ত মন্ত্রই একত্র সংকলিত করিলেন। তিনি বেদচতুষ্টয়ের ব্যাস (compiler) মাত্র, কর্ত্তা বা রচয়িতা নহেন।

এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

> ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
> যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
> রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
> কারয়ামাস মৈত্রেয়। ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৪।১৩-১৪

"পরে ব্যাস ঋক্সমূহের উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদ সংকলন করিলেন; যজুঃ-সমূহের উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদ এবং সামসমূহের উদ্ধার করিয়া সামবেদ সংকলন করিলেন এবং তিনি অথর্ব্ববেদ দ্বারা যথাবিধানে ব্রহ্মত্ব-স্থাপন এবং রাজার সমুদয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করাইলেন"।

ইহা হইতে জানা গেল যে, বেদ-সংহিতায় সংকলিত মন্ত্রসমূহ পূর্ব্ব হইতেই বিক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান ছিল। এ কথা সপ্রমাণ করা কঠিন নহে। কারণ, ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত হইতেই জানা যায় যে, "ঋচঃ যজূংষি সামানি ও ছন্দাংসি" পূর্ব্বাবধিই ঋষি-সমাজে প্রচলিত ছিল।

---

* যেমন বঙ্গদেশে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কবিওয়ালাদিগের গীত-সমূহের সংকলন করিয়াছিলেন, অথবা যেমন ইংলণ্ডে বিসপ পার্শি প্রাচীন গাথাসমূহ (ballads) সংগৃহীত করিয়াছিলেন।

তস্মাদ্‌ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাদ্‌ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥

অর্থাৎ সেই মহা পুরুষ-যজ্ঞ হইতেই ঋক্‌, যজুঃ, সাম এবং ছন্দঃ সমূহ উৎপন্ন হইল ।

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ ।—অথর্ব্ব ১১।৭।২৪

এই 'ছন্দস্‌' সমূহই পরে অথর্ব্ববেদ-সংহিতায় সংগৃহীত হইয়াছিল । *
অতএব বেদ-গণনায় অথর্ব্ববেদের গণনা না করা অসঙ্গত ।

* এ ছন্দস্‌, অনুষ্টুভ্‌, ত্রিষ্টুভ্‌ প্রভৃতি ছন্দঃ (metre) নহে । এই ছন্দসই পারসিকদিগের মধ্যে জেন্দের (Zend) আকার ধারণ করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দ অবেস্তায় রক্ষিত হইয়াছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বেদ কি ?

বেদ বলিতে কি বুঝায় ? পাশ্চাত্য মতে মন্ত্রই বেদ। অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদের যে সংহিতা-অংশ (যাহাতে মন্ত্রসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে), মাত্র সেই অংশই বেদ। এ দেশের মত ভিন্নরূপ। এ দেশের প্রাচীন মত এই যে, প্রত্যেক বেদের দুই ভাগ—কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড-বেদের লক্ষ্য, জীবকে অভ্যুদয়ের ভাগী করা ; এবং জ্ঞানকাণ্ড-বেদের উদ্দেশ্য জীবকে নিশ্রেয়সের অধিকারী করা। কর্ম্মকাণ্ডের ফল স্বর্গ, জ্ঞানকাণ্ডের ফল অপবর্গ। বেদের যে অংশ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদন করিতেছে, তাহার নাম সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ; এবং যে অংশ জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদন করিতেছে, তাহার নাম আরণ্যক ও উপনিষদ্। অতএব এ মতে বেদের চারি বিভাগ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ লইয়া কর্ম্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ লইয়া জ্ঞানকাণ্ড। সুতরাং এ দেশের প্রাচীন ধারণা এই যে, বৈদিকযুগের সূত্রপাত হইতেই ভারতীয় ঋষি-সমাজে কর্ম্ম-কাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ড,—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সহিত আরণ্যক ও উপনিষদ্ প্রচলিত ছিল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বৈদিকযুগের উষাকালে কেবলমাত্র বেদমন্ত্রই প্রচলিত ছিল। পরে পৌরোহিত্য-প্রধান কৃত্রিমতার যুগে প্রথমে ব্রাহ্মণ, তাহার পর আরণ্যক এবং সর্ব্বশেষে উপনিষৎসমূহ বিরচিত হইয়াছিল।

বস্তুতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বৈদিক-সাহিত্যকে চারিটী বিভিন্ন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। ছন্দঃ-যুগ, মন্ত্র-যুগ, ব্রাহ্মণ-যুগ ও সূত্র-যুগ। তাঁহারা বলেন যে, ছন্দঃ-যুগে মন্ত্রসমূহ রচিত হইয়াছিল; মন্ত্রযুগ তাহাদের সংকলন-কাল। ব্রাহ্মণ-যুগের প্রথমাংশে ব্রাহ্মণসমূহ ও শেষাংশে আরণ্যক ও উপনিষৎসমূহ বিরচিত হইয়াছিল। সূত্র-যুগে কল্প, গৃহ্য, শ্রৌত প্রভৃতি সূত্র সকল গ্রথিত হয়। ইহাই বৈদিক-যুগের অপরাহ্ণ। এ মত একেবারে অমূলক নহে। কিন্তু ইহাতে সত্যাংশ অপেক্ষা ভ্রমাংশই অধিক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গদ্য উপনিষদের পূর্ব্বকালে বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, যে সকল উপনিষদ্‌কে তাঁহারা প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইতেই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও বৈদিক-সাহিত্য বহু বিস্তৃত ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭ম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে এইরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়। কোন সময়ে নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে বিদ্যা যাচ্ঞা করেন; তাহাতে সনৎকুমার নারদকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, তুমি কি কি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার পরিচয় বল; তদুপরে যাহা শিক্ষণীয় তাহা শিক্ষা দিব। তদুত্তরে নারদ বলিলেন—

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভগবোঽধ্যেমি।

—ছান্দোগ্য ৭।১।২

---

* There are in the Vedic age four distinct periods which can be established with sufficient evidence. They may be called the Chhandas period, Mantra period, Brahmana period and Sutra period. —Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature—page 70.

"আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি ; চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, তাহাও অধ্যয়ন করিয়াছি। পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি ; পিত্র্য (পিতৃবিদ্যা), রাশি (গণিত), দৈব (Science of portents), নিধি (জ্যোতিষ), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেব-বিদ্যা, ব্রহ্ম-বিদ্যা, ভূত-বিদ্যা, ক্ষত্র-বিদ্যা (ধনুর্ব্বেদ), নক্ষত্র-বিদ্যা, সর্প-বিদ্যা, দেবজন-বিদ্যা (নৃত্য-গীত-বাদ্য শিল্পাদি-বিজ্ঞানানি—শঙ্কর)—এ সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছি।" এই তালিকা হইতে বৈদিক-যুগে বিদ্যার পরিমাণ, প্রকার ও ভেদ কতকাংশে বুঝিতে পারা যায়।

বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ঃ—

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি।—বৃহদারণ্যক, ২।৪।১০

অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি সেই পরমাত্মারই নিশ্বাস। সমস্ত বিদ্যার তাঁহা হইতেই প্রবৃত্তি ; তিনিই তাহাদিগের আধার ও আশ্রয়। বৃহদারণ্যকের প্রদত্ত তালিকা হইতে নিম্নলিখিত বিদ্যাসমূহের নাম পাওয়া গেল। যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, * উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যান। এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, বৃহদারণ্যক রচনারও পূর্ব্বকালে ইতিহাস এবং পুরাণ, শ্লোক এবং সূত্র বর্ত্তমান ছিল। এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, এই সকল প্রাচীন সূত্রই সংকলিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, পরে পাণিনির ব্যাকরণ-সূত্রে, বৌধায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতির গৃহ্যাদি সূত্রে এবং ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন সূত্রে পরিণত হইয়াছিল। শ্লোক সাহিত্যের

---

* বিদ্যা—দেবজনবিদ্যা (fine arts)—শঙ্কর-ভাষ্য।

অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবসর নাই; কারণ ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদের স্থানে স্থানে প্রমাণস্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়।* এই সকল উপনিষদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে এই মন্ত্রটি দৃষ্ট হয়।

স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষম্ ঐতিহ্যম্ অনুমানশ্চতুষ্টয়ম্।
এতৈরাদিত্য-মণ্ডলং সর্ব্বৈরেব বিধাস্যতে।—১।২

মাধবাচার্য্য 'ঐতিহ্য' অর্থে ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থ বুঝিয়াছেন। তাহা অসঙ্গত নহে। পরন্তু এই বচনে আমরা 'স্মৃতি'রও উল্লেখ পাইলাম। অতএব বৈদিক-যুগে যে স্মৃতিগ্রন্থেরও প্রচার ছিল, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

এই সকল উপনিষদ্‌ ও আরণ্যকের অপেক্ষাও প্রাচীনতর শতপথ ব্রাহ্মণের একাদশ ও চতুর্দ্দশ কাণ্ডে চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, নারাশংস এবং গাথার উল্লেখ আছে এবং তাহাদিগের স্বাধ্যায় (subjects of study) করিবার কথা আছে। ঐ ব্রাহ্মণেরই ১২শ কাণ্ডে আখ্যান, অন্বাখ্যান ও উপাখ্যানের প্রসঙ্গ আছে এবং ১৩শ কাণ্ডে অনেকগুলি গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সকল গাথায় অনেক স্থলে সুপ্রাচীন বৈদিক আকার রক্ষিত দেখা যায়।† এইরূপ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অথর্ব্বাঙ্গিরস, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা ও নারাশংসকে স্বাধ্যায়ের বিষয় বলা হইয়াছে। আর ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণে আখ্যানজ্ঞ লোকের (আখ্যানবিদঃ) উল্লেখ দেখা যায় এবং অনেকগুলি

---

* এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য ৫।২।৯, ৫।১০।৮, ২।২১।৩, ৭।২৬।২; বৃহদারণ্যক ১।৫।১, ২।২।৩, ৩।৩।১১, ৪।৪।৭-২১ ও তৈত্তিরীয় ২।৮ দ্রষ্টব্য।

† **These verses repeatedly contain very old Vedic forms. The words arhat, Shramana, Mahabrahmana and pratibuddha occur but not in the Buddhistic sense.—Weber.** ইহার কারণ এই যে, তখনও বৌদ্ধযুগ অনেক দূরবর্ত্তী।

অভিযজ্ঞ গাথা উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে বৈদিক-যুগের সাহিত্যের বিস্তৃতি ও বিভাগের কতক আভাস পাওয়া যায়; এবং বৈদিক-যুগে যে বেদ ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত, উপনিষদ্, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, বেদাঙ্গ প্রভৃতি নানা আধ্যাত্মিক ও লৌকিক বিদ্যার প্রচার ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

বেদ-সঙ্কলন।

বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ হইতে আমরা জানিয়াছি যে, মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত এই শিষ্যচতুষ্টয়ের সহায়তায় চারিবেদ সঙ্কলন করিয়া চিরদিনের জন্য আর্য্যজাতির বরণীয় হইয়াছিলেন এবং 'বেদব্যাস' এই সার্থক উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে বেদব্যাসের এই চারি শিষ্যের নাম সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। আশ্বলায়ন তাঁহার গৃহ্যসূত্রে ইঁহাদিগের তর্পণের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন;—

সুমন্তু জৈমিনি বৈশম্পায়ন পৈল সূত্র ভাষ্য ভারত ধর্ম্মাচার্য্যাঃ যে চান্যে আচার্য্যাস্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তু।—আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৩।৪

ইঁহাদিগেরই শিষ্যপ্রশিষ্যেরা এক এক বেদকে বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত করিয়া বেদকাননের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে পৈলের দুই শিষ্য, বাস্কল ও ইন্দ্রপ্রমতি। বাস্কলের আবার চার শিষ্য। ইঁহারা প্রত্যেকে এক এক শাখা অধ্যয়ন করেন। পরে বাস্কল আর তিন শিষ্যকে অপর তিন শাখা অধ্যাপনা করেন। এইরূপে বাস্কল হইতেই সাতটী প্রশাখার উৎপত্তি হয়।* এই বাস্কল-শাখার ঋগ্বেদ-সংহিতা এখনও খণ্ডিত আকারে বিদ্যমান আছে। ইন্দ্রপ্রমতি

---

* এই সাতজন শিষ্যের নাম—যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, কাশায়নি, গর্গ ও কথাজব।

গুরুর নিকট হইতে যে ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রাপ্ত হন, তাহারই কিয়দংশ তিনি স্বীয় পুত্র মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। পরে তিনি তাঁহার দুই শিষ্য বেদমিত্র ও শাকপূর্ণিকে ঐ সংহিতা গ্রহণ করান। শাকপূর্ণির তিন শিষ্য ক্রোঞ্চ, বেতালিক ও বলাক; আর মুদ্গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির এই পাঁচ জন বেদমিত্রের শিষ্য। প্রত্যেকেই ঋগ্বেদের এক এক প্রশাখার প্রবর্ত্তক। যে ঋগ্বেদ-সংহিতা মুদ্রিত হইয়া এখন সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা শৈশিরীয় শাখার অন্তর্গত। *

বৈশম্পায়ন যে যজুর্ব্বেদ সংকলন করেন, তাহা তৈত্তিরীয়-সংহিতা নামে পরিচিত। ইহার অপর নাম কৃষ্ণযজুঃ। ইহার ২৭ শাখাভেদ। বিষ্ণুপুরাণে এই সকল শাখাপ্রবর্ত্তক শিষ্যদিগের নাম রক্ষিত হয় নাই।

বৈশম্পায়নের প্রধান শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর সহিত বিরোধ করিয়া নূতন যজুর্ব্বেদ সংকলন করেন; তাহার নাম বাজসনেয়-সংহিতা বা শুক্লযজুঃ। ইহারও কাণ্ব প্রভৃতি পঞ্চদশ শাখাভেদ। এখন কিন্তু কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন নামে দুইটী মাত্র শাখা প্রচলিত আছে। †

সামবেদের সংকলয়িতা জৈমিনির দুই শিষ্য ছিল; সুমন্তু ও সুকর্ম্মা। সুকর্ম্মার দুই শিষ্য; হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জি। হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃতি। ইঁহা হইতে চব্বিশটি শাখার প্রচার হয়। কৃতি ব্যতীত

---

* The extant recension of the Rigveda, is that of the Sakalas and belongs specially to that branch of this school which bears the name of Shaishiriya. Of another recension, that of the Baskalas, we have but occasional notices.—Weber, page 32

† The white Yajus is extant in both recensions, Kanwa Madhyándina.—Weber.

হিরণ্যনাভের ১৫ জন প্রাচ্য সামগ ও ১৫ জন উদীচ্য সামগ শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক এক সামশাখার প্রবর্ত্তক। পৌষ্পিঞ্জির চার শিষ্য; লোকাক্ষি, কুথুমী, কুশীদি ও লাঙ্গলি। এই কৌথুমশাখা এখনও গুজরাট প্রদেশে প্রচলিত রহিয়াছে।

অথর্ব্ববেদের সংকলন-কর্ত্তা সুমন্তুর শিষ্যের নাম কবন্ধ। কবন্ধের দুই শিষ্য; দেবদর্শ ও পথ্য। জাজলি, কুমুদাদি ও সৌনক, পথ্যের এই শিষ্যত্রয়। প্রত্যেকে এক এক শাখার প্রবর্ত্তক। অথর্ব্ববেদের যে শাখা এখন প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা সৌনকের শাখা। দেবদর্শের শিষ্যচতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতম পিপ্পলাদ। ইঁহার প্রবর্ত্তিত শাখা এখনও কাশ্মীরে রক্ষিত আছে। †

কালবশে বেদের অনেক শাখাই বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি সম্ভবতঃ এখনও কীটদষ্ট পুঁথি-স্তূপের মধ্যে অনাবিষ্কৃত অনেক বেদসংহিতা লুক্কায়িত রহিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রাচীন পুঁথি যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই বিষ্ণুপুরাণোক্ত বেদসংকলন ও শাখাবিভাগের বিবরণের সত্যতা সমর্থিত হইতেছে।

বেদের সঙ্কলনকাল যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাশ্চাত্য

---

* ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছান্দোগ্য উপনিষদের যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় (৪ পৃঃ) তিনি সামবেদের তিনটী শাখার উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কৌথুমশাখা গুজরাটে, জৈমিনীয়শাখা কর্ণাটে এবং রাণায়ণীয়শাখা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত।

† The extant Samhita of the Atharva Veda, seems to belong to the Saunakas, while the Pippalada Samhita has come down to us in a second recension still preserved in Kashmere.—Weber, page 146

পণ্ডিতেরাও ভিন্ন প্রণালীতে আলোচনা করিয়া ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই এ সম্বন্ধে একমত যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও বেদসঙ্কলন সমসাময়িক ঘটনা।

কোন কোন ব্রাহ্মণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমকালবর্ত্তী বা অচির-পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পারাশর্য্য (বেদ-ব্যাস) ও তৎ-শিষ্য বৈশম্পায়নের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে পারিক্ষিত জনমেজয়ের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে জনমেজয় ও তাঁহার তিন ভ্রাতা ভীমসেন, উগ্রসেন ও শ্রুতসেনের কথা যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে তাঁহারা, ঐ ব্রাহ্মণ সংকলনের অল্পকাল পূর্ব্বেই গতায়ু হইয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, শতপথব্রাহ্মণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দুই পুরুষ পরে সংকলিত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অল্পদিন পরেই পরিক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি ৮০ বৎসর বয়সে ভবলীলা সংবরণ করেন। তখনও জনমেজয় কিশোর-বয়স্ক। জনমেজয়ের অন্তর্দ্ধানের পর যখন শতপথব্রাহ্মণ সংকলিত হইয়াছিল, তখন শতপথ ও ভারত যুদ্ধের মধ্যে ১৫০ বৎসর ব্যবধান ধরিলে অসঙ্গত হইবে না।

---

* According to all scholars the great war and the compilation of the Vedas belong to the same period—(Macdonell, Sanskrit Literature, pages 174-175 and 285; Hopkin's Religions of India p. p. 177-9; R. C. Dutt's Civilisation in ancient India vol. I, p. p. 10-11.)

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক।

বেদের সংহিতা-ভাগ সঙ্কলিত হইবার সমকালে অথবা অচিরপরে ব্রাহ্মণসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছিল। সংহিতা প্রধানতঃ মন্ত্রাত্মক। কেবল তৈত্তিরীয়সংহিতায় মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মিশ্রিত দেখা যায়। মন্ত্র, ছন্দে নিবদ্ধ পদ্য; ব্রাহ্মণ, গদ্যে রচিত। তবে ব্রাহ্মণের স্থানে স্থানে প্রাচীনতর শ্লোক ও গাথা উদ্ধৃত দেখা যায়। মন্ত্রের প্রয়োগ—যজ্ঞে; ব্রাহ্মণে—যজ্ঞের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা। ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ। যেমন ঋগ্বেদের ঐতরেয় ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ, সামবেদের ছান্দোগ্য ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ এবং অথর্ব্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণ।

এ দেশের শিক্ষা এই যে, যজ্ঞই বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য।

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ—জৈমিনিসূত্র।

পূর্ব্বাপর যজ্ঞের প্রচলন আছে। যজ্ঞে প্রয়োগের জন্যই মন্ত্রের প্রকাশ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আদি আর্য্যযুগের শিশু মানব প্রাকৃতিক ব্যাপারে বিমোহিত ও বিচলিত হইয়া কবিতার উচ্ছ্বাসে মনোভাব উৎসারিত করিয়াছিল। ইহাই বেদমন্ত্র। পরবর্ত্তীকালে কৃত্রিমতার যুগে, পৌরোহিত্যের প্রভাবে, যজ্ঞের উৎপত্তি হইল এবং যজ্ঞের সমর্থনের জন্যই ব্রাহ্মণের ন্যায় কৃত্রিম গ্রন্থের আবির্ভাব হইয়াছিল। এ মত যে অসার, তাহা ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণিত

হইয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, আর্য্যজাতির শাখা-বিভাগেরও পূর্ব্বতন কালে, আর্য্যজাতির সেই "প্রস্থ ওকঃ" আদিম বাসভূমি উত্তর-কুরুতেও যজ্ঞের প্রচলন ছিল।* যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্ত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়েরই প্রয়োজন। দেবতার উদ্দেশ্তে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ। শুধু দেবতার স্তুতি দ্বারা সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। যজ্ঞের প্রণালী, পদ্ধতি, উপকরণ প্রভৃতির পরিচয় জানা আবশ্তক। নতুবা যজ্ঞ-সম্পাদন সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণ হইতেই সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অতএব ব্রাহ্মণও মন্ত্রের স্থায় প্রাচীন। পাশ্চাত্যদিগের ধারণা এই যে, বেদসঙ্কলনের পর ব্রাহ্মণসমূহ রচিত হইয়াছিল। এ ধারণা অমূলক। কারণ অনেকস্থলে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ কাহারও স্বরচিত গ্রন্থ নহে, পূর্ব্বপ্রচলিত গ্রন্থাংশের সঙ্কলন মাত্র। এই সঙ্কলন-কার্য্য মন্ত্রসঙ্কলনের সমকালে অথবা অচিরপরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণজাতীয় গ্রন্থের প্রচলন ছিল না। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর কয়েকটী সার কথা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।† এতদ্দ্বারা এ দেশীয় মতই সমর্থিত হইতেছে।

---

* Indo-European etymological equations have established the fact that sacrifices or rather the system of making offerings to the Gods for various purposes existed from the primeval period.—

Tilak's Artic Home in the Vedas p. 150, citing as footnote Schrader's Pre-historic Antiquities of the Aryan pepole, Part IV, Chapter XIII, translated by Jevons, p. 421. of San Yaj, Zend Yaz, Greek Azomai, agios.—See Orion Ch. II.

† It would be a mistake to call Yagnavalka the author, in our sense of the word, of the Vajasaneya samhita and Shatapatha Brahmana. But we have no reason to doubt that it was Yagnavalka who brought the ancient Mantras and Brahmanas into their present form.—Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature, p. [illegible]

প্রাচীন আর্য্য-সমাজে মানবজীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। প্রথম ব্রহ্মচর্য্য, তাহার পর গার্হস্থ্য, পরে বানপ্রস্থ এবং সর্ব্বশেষে সন্ন্যাস।

ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।—জাবাল, ৪

ব্রহ্মচারী অবস্থায় আর্য্য-বালককে বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ "স্বাধ্যায়" করিতে হইত। "স্বাধ্যায়" অর্থে সু-আবৃত্তি। অধ্যয়ন সমাপন করিয়া শিষ্য যখন গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেন, গুরু তখন তাঁহাকে বলিয়া দিতেন—

সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যং * * স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্—তৈত্তি, ১।১১।১

'সত্য হইতে প্রচলিত হইও না। স্বাধ্যায়-প্রবচন হইতে প্রচলিত হইও না।' এরূপ উপদেশের অর্থ এই যে, তখনও বেদ-শাস্ত্র 'শ্রুতি' ছিল। গুরুর মুখে শ্রবণ করিয়া শিষ্যের স্মৃতিতে ইহাকে মুদ্রিত রাখা হইত। তখনও বেদ লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই।

অধ্যয়ন সমাপন করিয়া আর্য্য যুবক গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। এই আশ্রমে বিবাহিত হইয়া পত্নীর সহিত তাঁহাকে বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত। গৃহস্থ কিন্তু চিরদিন সংসারী থাকিতেন না। নিজের শরীরে বলিপলিত লক্ষ্য করিলেই তিনি পুত্রের উপর সংসারের ভার ন্যস্ত করিয়া অরণ্যে গমন করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত 'আরণ্যক'। ইহাই বানপ্রস্থ আশ্রম। আরণ্যকের পক্ষে দ্রব্য সহকারে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন বা সম্ভাবনা থাকিত না। তিনি যজ্ঞাঙ্গসমূহের রূপক-ভাবনা ও প্রতীক-উপাসনা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতেন। যেমন অগ্নিহোত্রযাগ। গৃহস্থ, দ্রব্য সহকারে ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন; কিন্তু যিনি আরণ্যক, তিনি দেহের মধ্যে প্রাণের প্রক্রিয়ায় ঐ যজ্ঞের অঙ্গসমূহের ভাবনা করিতেন। যে সকল গ্রন্থে আরণ্যকের অনুষ্ঠেয় এইরূপ রূপক-ভাবনায় ও প্রতীক-উপাসনায় উপদেশ আছে সেই

গ্রন্থের নাম আরণ্যক। * শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

অরণ্যে অনুচ্যমানত্বাৎ আরণ্যকম্।—বৃহদারণ্যক ভূমিকা।

ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণের ভিন্ন ভিন্ন আরণ্যক। যেমন ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঐতরেয় আরণ্যক, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৈত্তিরীয় আরণ্যক, শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের বৃহদ্ আরণ্যক ইত্যাদি।

বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস। ইহাই চরম আশ্রম। আরণ্যক বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া 'অধিকারী' হইলে, এই চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। তখন তাঁহার নাম হইত ভিক্ষু। তাঁহারই উপযোগী গ্রন্থ উপনিষদ্। ইহা আরণ্যক গ্রন্থের চরম ভাগ। চতুর্থাশ্রমী এই গ্রন্থ হইতে ব্রহ্ম-জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হইয়া মানবজীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতের সুগঠিত জীবন-সোপানের প্রতিস্তরে আর্য্যমানব সেই সেই আশ্রমের উপযোগী গ্রন্থের সহায়তা লাভ করিতেন। মানবজীবন যেমন চারি আশ্রমে সুবিন্যস্ত ছিল, বৈদিক-সাহিত্যও তেমনি চারি পর্য্যায়ে সুবিভক্ত ছিল। ব্রহ্মচারীর জন্য সংহিতা, গৃহীর জন্য ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থের জন্য আরণ্যক এবং সন্ন্যাসীর জন্য উপনিষদ্।

---

* India more than any other country is the land of symbols. As early as the period of the Brahmanas, the separate acts of the ritual were frequently regarded as symbols, whose allegorical meaning embraced a wider range. But the Aranyakas were the peculiar arena of these allegorical expositions. In harmony with their prevailing purpose to offer to the Vanaprastha an equivalent for the sacrificial observances, for the most part no longer practicable, they indulge in mystical interpretations of these, which are then followed up in the oldest Upanishads.—Deussen's Philosophy of the Upanishads, p. 130.

পঞ্চম অধ্যায়।

উপনিষদ্—বেদান্ত।

উপনিষদের একটী নাম বেদান্ত। বেদান্ত অর্থে বেদের অন্ত।

বেদান্তে পরমং গুহ্যং—শ্বেত, ৬।২২

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ—মুণ্ডক, ৩।২।৬

উপনিষদ্‌কে কেন বেদান্ত বলে? ইহার দ্বিবিধ উত্তর। প্রথম, বেদের যে চরম জ্ঞান, চরম উপদেশ, চরম শিক্ষা তাহাই উপনিষদ্-সমূহে নিবদ্ধ হইয়াছে; অতএব উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলা অসঙ্গত নহে। পুনশ্চ, উপনিষদ্ বৈদিক-সাহিত্যের শেষ অংশ বা চরম বিভাগ। আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক বৈদিকশাখার স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ ছিল। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সহিত তাহার আরণ্যক সংযুক্ত থাকিত। যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সহিত সংযুক্ত ঐতরেয় আরণ্যক, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের সহিত সংযুক্ত তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ইত্যাদি। উপনিষদ্ এই সকল আরণ্যকেরই শেষ অংশ। অতএব এভাবেও উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলা অসঙ্গত নহে।

এখন অনেক ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকই বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি যে কয়খানি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতেই এই মতের সত্যতা অবধারণ করা যায়। ঐতরেয় উপনিষদ্ ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ পাঁচ অধ্যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষ তিন অধ্যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায়। 'কেন' উপনিষদ্ তলবকার ব্রাহ্মণের শেষ বা নবম অধ্যায়। এ জন্ত

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের অনেক স্থলে কোন্ উপনিষদ্ কোন্ ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের চরম ভাগ তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * এ সম্বন্ধে প্রমাণস্বরূপ শঙ্করভাষ্যের কয়েক স্থল উদ্ধৃত করিলাম। 'কেন' উপনিষদের ভাষ্যের ভূমিকায় শঙ্কর এইরূপ লিখিয়াছেন :—

কেনেষিতম্ ইত্যাদ্যা উপনিষৎ পরব্রহ্মবিষয়া বক্তব্যা ইতি নবমস্যাধ্যায়স্যারম্ভঃ। প্রাগ্ এতস্মাৎ কর্ম্মাণি অশেষতঃ পরিসমাপিতানি, সমস্তকর্ম্মাশ্রয়ভূতস্য চ প্রাণস্য উপসনানি উক্তানি কর্ম্মাঙ্গসামবিষয়াণি চ। অনন্তরং চ গায়ত্রসামবিষয়ং দর্শনং বংশান্তম্ উক্তম্।

অর্থাৎ, 'অতঃপর পরব্রহ্ম বিষয়ের আলোচনা হইবে। ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড আলোচিত হইয়াছে। সেই জন্য নবম অধ্যায়ের আরম্ভ।'

এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদের ভূমিকায় শঙ্কর লিখিয়াছেন,—

ওঁ ইত্যেতদ্ অক্ষরম্ ইতি অষ্টাধ্যায়ী ছান্দোগ্যোপনিষৎ। * * তত্র সম্বন্ধঃ। সমস্তঃ কর্ম্মাধিগতং প্রাণাদিদেবতা-বিজ্ঞানসহিতম্ অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মপ্রতিপত্তিকারণং। কেবলঞ্চ ধূমাদিমার্গেণ চন্দ্রলোকপ্রতিপত্তিকারণম্।

অর্থাৎ, "ওঁ ইত্যাদি অষ্টাধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের আরম্ভ। ইতিপূর্ব্বে কেবল কর্ম্ম ও দেবতাজ্ঞান-সহকৃত কর্ম্ম, উভয়ের ফল আলোচিত হইয়াছে। এখন উপনিষদের আরম্ভ হইবে"। এইরূপ শঙ্কর তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভূমিকায় বলিতেছেন,—

নিত্যানি অধিগতানি কর্ম্মাণি উপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থানি কাম্যাণি চ ফলার্থিনাং পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে। ইদানীং কর্ম্মোপাদানহেতুপরিহারায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তূয়তে।

---

* Sankara looks upon the greater number of them (Upanishads) as still forming the concluding chapters of their respective Brahmanas, to which therefore he is accustomed to refer at the commencement of the Upanishad commentary.—Deussen p. 31.

'পূর্ব্ব গ্রন্থে নিত্য ও কাম্য কর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন কর্ম্মের বিরোধী ব্রহ্মবিদ্যার আরম্ভ হইতেছে।' এইরূপ ঐতরেয় উপনিষদের ভূমিকায় শঙ্কর লিখিয়াছেন,—

পরিসমাপ্তং কর্ম্ম সহাপরব্রহ্মবিষয়বিজ্ঞানেন। সৈষা কর্ম্মণো জ্ঞানসহিতস্য পরা গতিঃ উক্থবিজ্ঞানদ্বারেণ উপসংহৃতা * * উত্তরং কেবলাত্মজ্ঞানবিধানার্থম্ 'আত্মা বা ইদম্' ইত্যাদি আহ।

'পূর্ব্ব গ্রন্থে কর্ম্ম ও অপরব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর কেবল আত্মজ্ঞান উপদেশের জন্য উপনিষদের আরম্ভ হইতেছে।' এইরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভূমিকায় শঙ্কর লিখিয়াছেন :—

'উষা বা অশ্বস্য' ইত্যেবমাদ্যা বাজসনেয়িব্রাহ্মণোপনিষৎ। * * সেয়ং ষড়ধ্যায়ী অরণ্যেঽনূচ্যমানত্বাদ্ আরণ্যকম্ * * তস্যাস্য কর্ম্মকাণ্ডেন সম্বন্ধোঽভিধীয়তে।

অর্থাৎ, 'এই ষডধ্যায় উপনিষদ্ বাজসনেয় ব্রাহ্মণের উপনিষদ্। ইহার সহিত কর্ম্মকাণ্ডের (অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে) সম্বন্ধ উক্ত হইতেছে।' এইরূপ ঈশ উপনিষদের প্রারম্ভে শঙ্কর লিখিয়াছেন :—

'ঈশা বাস্যম্' ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ কর্ম্মসু অবিনিযুক্তাঃ তেষাম্ অকর্ম্মশেষস্যাত্মনো যাথাত্ম্যপ্রকাশকত্বাৎ। * * তচ্চ কর্ম্মণা বিরুধ্যেত ইতি যুক্ত এবৈষাং কর্ম্মসু অবিনিয়োগঃ।

'কর্ম্মের সহিত আত্মজ্ঞানের বিরোধ। অতএব এই উপনিষদুক্ত মন্ত্রসমূহের কর্ম্মে প্রয়োগ নাই'। অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ের বিনিয়োগ কর্ম্ম সম্বন্ধে, এ অধ্যায়ের বিনিয়োগ জ্ঞান সম্বন্ধে।

এই সকল উদাহরণ হইতে বুঝা যায়, কেন উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলে। উপনিষদ্ বেদের অন্ত বা চরম ভাগ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বেদের সংকলন-কাল।

আমরা দেখিয়াছি যে, বেদ-সংকলন ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমসাময়িক ঘটনা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদিগের এদেশীয় শিষ্যেরা কতকগুলি অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৩০০ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার দৃঢ়তা সহকারে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১১৯৪ বৎসরকেই ঐ যুদ্ধের কালরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব, তাঁহাদের মতে বেদের সংকলন-কাল খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ১৪শ শতাব্দী। এ নির্ণয় সঠিক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু এ প্রত্নতত্ত্বের দুর্ভেদ্য অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় এ নহে। বেদের সংকলন-কাল নির্ণয়কল্পে অভিজ্ঞ জ্যোতিষিগণ যে সকল জ্যোতিষিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে সংক্ষেপে তাহারই মাত্র উল্লেখ করিব।

জ্যোতির্বিদেরা সূর্য্যের বার্ষিক গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আকাশ-মার্গকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদিগের নাম রাশি। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন —এই ১২ রাশি মিলিয়া রাশিচক্র। রাশিচক্রের আর একরূপ বিভাগ আছে, তাহার নাম নাক্ষত্রিক বিভাগ। এ বিভাগের জন্য আকাশমার্গকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের নাম নক্ষত্র— অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ইত্যাদি।

১২ রাশিতে যখন ২৭ নক্ষত্র, তখন প্রত্যেক রাশিতে ২।০ নক্ষত্র। জ্যোতিষজ্ঞ পাঠক অবশ্যই অয়নচলন (precession of the Equinoxes) ব্যাপারের সহিত পরিচিত আছেন। বিষুবন্‌ (Vernal Equinox) একস্থলে স্থির থাকে না। উহা বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা করিয়া সরিয়া যায় এবং ২৫৮৬৮ বৎসরে ৩৬০ অংশ ঘুরিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে। বিষুবন্‌ এক্ষণে মীনরাশিস্থ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে আছে। ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে উহা মেষে ছিল, ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে উহা বৃষে ছিল।* বিষুবন্‌ যে নক্ষত্রে থাকে, সেই নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত (Vernal Equinox) ধরা হয়। এই অয়নচলনের সাহায্যে বৈদিকযুগের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে।

কয়েক বৎসর হইল বেদবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক 'ওরায়ন' (Orion) নামে অশেষগবেষণাপূর্ণ এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, ঋগ্বেদের কয়েকটি ঋকে এইরূপ আভাষ পাওয়া যায় যে, ঐ সকল ঋকের রচনাকালে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত (vernal equinox) সংঘটিত হইত। এখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হয় উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে। উত্তরভাদ্রপদ হইতে পুনর্ব্বসুর দূরত্ব ৮ নক্ষত্রেরও অধিক। এক এক নক্ষত্র $\frac{৩৬০}{২৭} \times ৬০ \times ৬০$ $= ৪৮০০০$ বিকলা। অতএব ৮ নক্ষত্রের দূরত্ব ৩৮৪০০০ বিকলা।

---

* The vernal equinox falls at present in the constellation Pisces (মীন) near the end, and will soon pass into Acquarius (কুম্ভ) * * At the beginning of our (i. e. Christian) era, the equinox occurred in the first degree of the Ram (মেষ) ; 2150 years previously it coincided with the first stars of the Bull (বৃষ) which had been the equinoctial sign since the year 4700 B. C.—Flammarion.

বৎসরে বিষুবন্ যখন ৫০ বিকলা মাত্র অতিক্রম করে, তখন এই দূরত্ব অতিক্রম করিতে অন্ততঃ ৭৬০০ বৎসরের প্রয়োজন। অতএব যে সময় ঐ সকল ঋক্ রচিত হইয়াছিল, তাহা এখন হইতে অন্যূন ৭৬০০ বৎসর প্রাচীন।

পুনর্ব্বসুতে ক্রান্তিপাতের কথা আর এক প্রণালীতে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বৈদিকসাহিত্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈদিকযুগে বসন্তঋতু হইতে বৎসর গণনা করা হইত।

মুখং বা এতদ্ ঋতূনাং যদ্ বসন্তঃ।—তৈ ব্রাঃ—১।১।২।৬

চৈত্র ও বৈশাখ মাসকে বসন্তঋতু ধরা হইত।

মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতু।—তৈ সংহিতা

"মধু (চৈত্র) ও মাধব (বৈশাখ)—এই দুই বসন্তঋতু।" ঐ সময় চৈত্র বৎসরের প্রথম মাস ছিল এবং চৈত্রমাসের পূর্ণিমাতিথি হইতে বৎসরের আরম্ভ গণিত হইত। সম্ভবতঃ তৈত্তিরীয় সংহিতা নিম্নোক্ত বচনে ঐ সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন।

মুখং বা এতৎ সংবৎসরস্য যচ্চিত্রা পূর্ণমাসঃ—তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৭।৪।৮

অর্থাৎ "চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাতিথি বৎসরের প্রারম্ভ।"

এখন যেমন বিষুব-সংক্রান্তিতে (vernal equinoxএ) বর্ষ প্রবেশ ধরা হয়, তখন উত্তরায়ণ বিন্দুতে (autumnal equinoxএ) বর্ষ প্রবেশ ধরা হইত।* চিত্রা নক্ষত্রে যখন পূর্ণিমা হয়, তখন সূর্য্য তাহার ১৮০

* ইহার স্পষ্ট প্রমাণ তৈত্তিরীয় সংহিতার এক স্থলে পাওয়া গিয়াছে। যজ্ঞকর্ম্মের দীক্ষাকাল উপদেশ করিতে ঋষি বলিতেছেন, "ফল্গুনী পূর্ণমাসে দীক্ষেরন্ মুখং বা এতৎ সংবৎসরস্য যৎ ফল্গুনী পূর্ণমাসো মুখত এব সংবৎসরমারভ্য দীক্ষন্তে।" 'ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দীক্ষা গ্রহণ করিবে। কারণ, ঐ দিন বৎসরের প্রারম্ভ।' কিন্তু এইরূপ উপদেশ দিয়া ঋষি ঐ দিন দীক্ষা গ্রহণের পক্ষে একটী দোষ আবিষ্কার করিতেছেন।

অংশ দূরে অশ্বিনীর প্রারম্ভে থাকেন। অতএব যে সময় চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাতে বৎসরের আরম্ভ ধরা হইত, তখন উত্তরায়ণ অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রারম্ভে হইত। সুতরাং বাসন্তিক ক্রান্তিপাত তখন অবশ্যই ঐ নক্ষত্র হইতে সপ্তম নক্ষত্র পুনর্ব্বসুতে ঘটিত। † তিলক 'ওরায়ন' গ্রন্থে এই কথাই বলিয়াছেন। সে এখন হইতে ৭৩০০ বৎসরের কথা।

তৈত্তিরীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, এক সময়ে ফাল্গুনী পূর্ণিমাকেই বৎসরের প্রথম রাত্রি বলা হইত।

এষাহ সম্বৎসরস্ত প্রথমা রাত্রির্যৎ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী—শতপথ, ৬।২

এষা বৈ প্রথমা রাত্রিঃ সংবৎসরস্ত যদুত্তরফাল্গুনী—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, প্র ১।২।৮

সে কত দিনের কথা ?

আমরা দেখিয়াছি যে, ঐ সময় উত্তরায়ণে বর্ষপ্রবেশ ধরা হইত। শতপথ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের বচনে আমরা যে কালের উল্লেখ পাইলাম, ঐ সময় ফাল্গুনমাসে উত্তরায়ণ হইত। ফল্গুনী নক্ষত্রে যখন উত্তরায়ণ বিন্দু থাকিত, তখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অবশ্যই ঐ নক্ষত্র হইতে ৯০ অংশ দূরে মৃগশিরায় হইত। সে প্রায় ৬২০০ বৎসরের কথা। পরে

তস্ত একৈব নির্য্যা যৎসাংমেঘ্যে বিষুবান্ সম্পদ্যতে। অর্থাৎ—"ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে যদি যজ্ঞ আরম্ভ করা যায়, তবে এই দোষ হয় যে, বিষুবান্ ঘোর বর্ষায় (সংমেঘ্যে) পড়িবে।" বিষুবান্ অর্থে বৎসরের মধ্যদিন, যে দিন বর্ষকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করে।

তথা হি বিষুবানিতি সংবৎসরস্ত মধ্যবর্ত্তী মুখ্যোঽহর্বিশেষঃ ততঃ পূর্ব্বে ষন্মাসা উত্তরে চ ষন্মাসাঃ। তয়োরুভয়োর্ম্মাসষট্কয়োর্ম্মধ্যে সোঽহর্বিশেষঃ কর্ত্তব্যঃ।—সায়নভাষ্য।

ইহা হইতে জানা যায় যে, বৎসরের আরম্ভের ৬ মাস পরে ঘোর বর্ষাকাল পড়িত। উত্তরায়ণ ভিন্ন আর কোন্ সময়ে বর্ষ প্রবেশ ধরিলে এরূপ ঘটিতে পারে ? অতএব নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বৈদিকযুগের প্রথমে উত্তরায়ণে বর্ষারম্ভ হইত।

† শ্রীযুত রাজকুমার সেন কৃত হিন্দু জ্যোতিষ।

কালক্রমে বিষুবন্ অয়নচলনের ফলে মৃগশিরা হইতে প্রথমতঃ রোহিণীতে, পরে কৃত্তিকায় সরিয়া আসিল। তখন বৈদিক ঋষিরা কৃত্তিকাকে প্রথম নক্ষত্র বলিয়া প্রচার করিলেন। * এই সময়ের কথা আমরা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই।

কৃত্তিকাসু অগ্নিমাদধীত মুখং বা এতৎ নক্ষত্রাণাং যৎ কৃত্তিকাঃ—তৈ ব্রা, ১।১।২।১

বস্তুতঃ শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ঐ ব্রাহ্মণের সময় কৃত্তিকা ঠিক্ পূর্ব্ব দিকে উদিত হইত।

এতা বৈ (কৃত্তিকাঃ) প্রাচ্যৈ দিশোন চ্যবন্তে। সর্ব্বাণি বা অন্যানি নক্ষত্রাণি প্রাচ্যৈ দিশশ্চ্যবন্তে—শতপথ ২।১।২-৩

অর্থাৎ "কৃত্তিকা (যে নক্ষত্র-পুঞ্জ ঐ দৃষ্ট হইতেছে তাহা) পূর্ব্বদিক্ হইতে স্খলিত হয় না।" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শতপথ ব্রাহ্মণের সংকলন সময়ে কৃত্তিকা তারাপুঞ্জ বিষুবৎ বৃত্তে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ তখন কৃত্তিকা নক্ষত্র-পুঞ্জে বিষুবন্ থাকিত। সে কতদিনের কথা? এ গণনা কঠিন নহে।

এখন বিষুবন্ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে রহিয়াছে। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ হইতে উত্তরভাদ্রপদের দূরত্ব প্রায় ৬০ অংশ। অর্থাৎ তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত বিষুবন্ প্রায় ৬০ অংশ (degree) সরিয়া আসিয়াছে। ৬০ অংশে ৬০ × ৬০ × ৬০ = ২১৬০০০ বিকলা। বিষুবন্ যখন প্রতি বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা সরিয়া যায়, তখন মোটামুটী ধরিতে গেলে ইতিমধ্যে ৪৪০০ বৎসর কাল অতীত হইয়াছে।

---

* নক্ষত্রগণনায় কৃত্তিকা আদি হইল কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, তৎকালে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিষুবন্ থাকিত বলিয়া, কৃত্তিকা নক্ষত্র নক্ষত্রের আদিস্বরূপ গণ্য হইত।—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ প্রণীত 'আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী' ১৫১ পৃষ্ঠা।

ইহা হইতে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, শতপথব্রাহ্মণ রচনার সময় প্রায় খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর। *

---

* তিলকের 'উত্তর কুরুতে বৈদিক আর্য্যনিবাস' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

The axis of the earth has a small motion round the pole of the ecliptic, giving rise to what is known as the precession of the equinoxes (অয়ন চলন), and causing a change only in the celestial, and not in the terrestrial poles. Thus the polar star 7000 years ago was different from what it is at present, but the terrestrial pole has always remained the same. This motion of the earth's axis producing the precession of the equinoxes, is important from an antiquarian point of view, in as much as it causes change in the times when different seasons of the year begin, and it was mainly by utilising this chronometer that I showed in my Orion or Researches in the Antiquity of the Vedas that the Vernal equinox was in Orion when some of the Rig-vedic traditions were formed, and that the Vedic literature contained enough clear evidence of the successive changes of the position of the vernal equinox up to the present time. Thus the vernal equinox was in the Krittikas in the time of the Taittiriya Samhita and Brahmana and the express text stating that "the Krittikas never swerve from the due east, all other Nakshatras do" (Shat. Bra. 11. 1, 2, 3) recently published by the late Mr. S. B. Dixit, serves to remove whatever doubts there might be regarding the interpretation of other passages.—Tilak's Arctic Home, page 44.

In my Orion or Researches in the Antiquity of the Vedas, I have shown that while the Taittiriya Samhita and the Brahmana begin

শতপথব্রাহ্মণের রচনাকাল যদি খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর অর্থাৎ এখন হইতে ৪৪০০ বৎসর হয়, তাহা হইলে বেদের সংকলনকাল যে ৫০০০ বৎসরের সমীপবর্ত্তী, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। বেদের সংকলনকাল যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, তখন কিরূপে* আমরা পাশ্চাত্য মতের প্রতিধ্বনি করিয়া তাহাকে খৃষ্টের ১৩০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বলি? বরঞ্চ, জ্যোতিষিক প্রমাণে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তদ্দ্বারা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ প্রায় ৫০০০ বৎসরের প্রাচীন ব্যাপার দাঁড়াইতেছে। এদেশের প্রচলিত মতও তাহাই। কলিযুগের বয়স এখন ৫০১১ বৎসর। কলি আরম্ভ হইবার কয়েক বর্ষ পরেই কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব বেদের সংকলনকালের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা এ যুদ্ধ বিষয়ে এদেশের প্রচলিত মতের সত্যতা অবগত হইলাম।

---

the Nakshatras with the Krittikas or the Pleiades showing that the vernal equinox then coincided with the aforesaid asterism (2500 B. C.) the Vedic literature contains traces of Mriga or Orion being once the first of Nakshatras and the hymns of the Rig-veda or at least many of them, which are undoubtedly older than the Taittiriya Samhita, contain reference to this period, that is about 4500 B. C approximately. It is also pointed out that there are faint traces of the same equinox being once in the constellation of Punarvasu, presided over by Aditi which was possible in about 6000 B. C. I have in my later researches tried to push back this limit by searching for the older Zodiacal positions of the vernal equinox in the Vedic literature, but I have not found any evidence of the same. (Ibid, p. p. 419-420).

সপ্তম অধ্যায়।

উপনিষদের প্রাচীনতা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উপনিষদ্‌কে বৈদিকযুগের চরম সময়ের সাহিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* তাঁহাদের মতে বেদের সংহিতা-ভাগই যখন খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৩০০ কিংবা ১৪০০ শতাব্দীতে সংকলিত হইয়াছিল এবং শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের সংকলনকাল যখন তাহার পরবর্ত্তী এবং উপনিষদ্ যখন ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও অর্ব্বাচীন গ্রন্থ, তখন উপনিষদের রচনা-কাল যে নিতান্ত অপ্রাচীন হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাঁহাদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন উপনিষদ্‌ও খৃষ্ট-পূর্ব্ব একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষা প্রাচীন নহে। * ষষ্ঠ অধ্যায়ে বেদের সংকলনকালের আলোচনা উপলক্ষে আমরা এ মতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রাহ্মণের সংকলন-কাল অন্ততঃ ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্বে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, ঐ সংকলনকালের বহুপূর্ব্ব হইতেই শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণে সংকলিত গ্রন্থাংশ বিক্ষিপ্ত আকারে ভারতীয় ঋষিসমাজে প্রচলিত ছিল। অতএব পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উপনিষদ্‌কে যে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, সে মত যুক্তিসহ নহে।

---

* **We may therefore suppose these (Brahmanas) to have been composed in the 13th and 12th centuries B. C. and the Upanishads which mark the close of the Brahmana literature were composed bout the 11th century B. C.—R. C. Dutt's Ancient India.**

পাশ্চাত্যদিগের আর একটী সিদ্ধান্ত এই যে, বেদের সংহিতা বা মন্ত্রভাগ যখন রচিত হয় তখনও ভারতীয় ঋষিসমাজে, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রস্ফুটিত হয় নাই। উপনিষদ্ যখন আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত গ্রন্থ, তখন যে ইহা সংহিতাযুগের অনেক পরবর্ত্তী, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? বিচার করিয়া দেখিলে পাশ্চাত্যদিগের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হইবে না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, বৈদিকযুগের প্রারম্ভ হইতেই এদেশে আধ্যাত্মবিদ্যার প্রচলন ছিল। সত্য বটে, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও প্রাচীনতম উপনিষৎ-সমূহে যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের প্রচারক ব্যাসের পূর্ব্বোল্লিখিত শিষ্য প্রশিষ্যগণ। কিন্তু তাঁহারাই যে ঐ সকল তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা, এরূপ ধারণা সঙ্গত নহে। কারণ, পাশ্চাত্যেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, যেরূপ বিকশিত আকারে আমরা ঐ সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই, তাহা দীর্ঘকালব্যাপী পূর্ব্ব গবেষণার ফল। * দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল গ্রন্থেই পূর্ব্বাচার্য্য ও ঋষিগণের সম্প্রদায়-পরম্পরার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐরূপ পরম্পরা-ক্রমেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচলন ছিল। বেদব্যাস ও তাঁহার শিষ্যগণ উহারই সংগ্রহ করিয়াছিলেন মাত্র।

এইরূপ পরম্পরার উল্লেখ উপনিষদের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়।

---

* This rich mental life may not improbably have lasted for centuries and the fundamental thoughts of the doctrine of the Atman have attained an ever completer development by means of the reflection of individual thinkers * * The oldest Upanisads preserved to us are to be regarded as the final result of this mental process.—Deussen's Upanishads p. 22.

এ সম্পর্কে বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ ভাগে যে বংশ-তালিকা বা গুরু-পরম্পরার বিবরণ আছে তাহা দ্রষ্টব্য। বাস্তবিক ঋষিদিগের মতে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা বা কল্পনার ফল নহে। ইহার আদি প্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান্। তিনি প্রথমে ঐ বিদ্যা ব্রহ্মাকে দান করেন। ব্রহ্মা হইতে ইহা পরম্পরা-ক্রমে ঋষি-সমাজে প্রচলিত হয়। *

ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, স্থানে স্থানে বিবৃত তত্ত্বের সমর্থনের জন্য শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। † ঐ সকল শ্লোকের ভাষা অনেক স্থলে সংহিতার ভাষার ন্যায় প্রাচীন,—অর্থাৎ আর্ষবৈদিক সংস্কৃতে রচিত। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ উপনিষদের পূর্ব্বেও অধ্যাত্মবিদ্যা-বিষয়ক নানা শ্লোকাবলী ঋষি-সমাজে প্রচলিত ছিল। ঐ সকল শ্লোক হইতে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকালেই ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদান্ত ঐরূপ শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল।

আরও দেখা যায় যে, উপনিষদের ঋষি শিষ্যের সমীপে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিতেছেন। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মের প্রমাণ নির্দ্দেশ উপলক্ষে বলা হইয়াছে—

তদেষাঽভ্যুক্তা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

---

* এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা 'উপনিষদে ক্ষত্রিয় প্রভাব' অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। সেইজন্য এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

† কৌতূহলী পাঠক ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫।২।৮, ৫।১০।৮, ২।১১।৩ এবং ৭।২৬।২ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১।৫।১, ২।২।৩, ৪।৩।১১ ও ৪।৪।৭-৮ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৮।৩ দেখিতে পারেন।

'এইরূপ উক্তি আছে যে, ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত'। এইরূপ বৃহদারণ্যকের ঋষি এই প্রাচীন প্রার্থনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

'অসৎ হইতে সতে, তমঃ হইতে জ্যোতিতে এবং মৃত্যু হইতে অমৃতে আমাকে লইয়া যাও।'

আরও দেখা যায় যে, উপনিষদের দুই এক স্থলে ঋষি স্বমত সমর্থনের জন্য "নিবিদ্" উদ্ধৃত করিতেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য দেবতত্ত্বের মীমাংসার জন্য আমন্ত্রিত হইলে,

কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি। স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে। যাবন্তো বৈশ্বদেবস্য নিবিদি উচ্যন্তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি। বৃহ, ৩।৯।১

এই নিবিদ্ উদ্ধৃত করিয়া সে প্রশ্নের সদুত্তর দিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, বেদ-সংহিতায় সংকলিত মন্ত্র অপেক্ষাও "নিবিদ্" প্রাচীনতর। উপনিষদে আলোচিত অধ্যাত্মতত্ত্বের সমর্থনের জন্য যখন ঐরূপ নিবিদ্ উদ্ধৃত দেখা যাইতেছে, তখন এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে, সেই অতি প্রাচীন নিবিদের যুগেও ঋষি-সমাজে আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব ছিল না।

আর এক কথা। উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, স্থানে স্থানে সূত্রের আকারে রক্ষিত কয়েকটা প্রাচীন রহস্য-উপদেশ উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা ;—

সত্যস্য সত্যম্, নেতি নেতি, তজ্জলান্, তদ্বন, বামনী, ভামনী, সংযদ্বাম ইত্যাদি।

এইরূপ সূত্রকে প্রাচীনকালে উপনিষদ্ বলিত। * সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যখন কোন বিদ্যার বহুদিন ধরিয়া আলোচনা দ্বারা

* এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা 'উপনিষদ্ শব্দের নিরুক্ত' অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে পুনরুক্তি না করিয়া ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

বিশেষ উন্নতির অবস্থা হয়, তখনই তাহার তত্ত্বসমূহ সূত্রের (formula) আকারে রক্ষিত হয়। যে দেশে অঙ্কশাস্ত্রের বহুদিন আলোচনা হইয়াছে, সেখানেই বীজগণিতের উদ্ভব সম্ভবপর। অতএব আমরা যখন প্রাচীনতম উপনিষদে প্রাচীনতর সূত্রাকারে নিবদ্ধ তজ্জলান্ প্রভৃতি formulaর সাক্ষাৎ পাইতেছি, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই ঋষি-সমাজে অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা চলিতেছিল এবং সেই আলোচনার পরিণত ফলস্বরূপ এই সকল সূত্র-উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল .এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরায় রক্ষিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্ত্যেরা ভাষার প্রাচীন আকারের উপর নির্ভর করিয়া স্ব সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সফল হয় নাই। সংহিতা-ভাগ প্রধানতঃ মন্ত্রাত্মক ; ঐ সকলমন্ত্র যজ্ঞীয় দেবতার উদ্দেশে রচিত ও যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। বৈদিকমন্ত্র স্বর ও বর্ণাত্মক, পর্য্যায়-নিবদ্ধ শব্দাবলী। ঋষিদিগের মতে সে স্বর বা বর্ণের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিলে আর মন্ত্রের মন্ত্রত্ব থাকে না। সেইজন্য যখন যে বৈদিক-মন্ত্র রচিত হইয়াছে, পরবর্ত্তীকালেও তাহার ভাষা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সেইজন্য তাহার আর্ষ-সংস্কৃত অক্ষুণ্ণ আছে। গুরুশিষ্য পরম্পরা ক্রমে যে সকল বাচনিক উপদেশ প্রাচীন ঋষি-সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে সংকলিত ও তদানীং প্রচলিত ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে। অনেক বৈদিকমন্ত্র তাহার অনেক পূর্ব্বে রচিত, সেইজন্য তাহাদের ভাষা প্রাচীনতর। কিন্তু তাহাতে এরূপ প্রমাণিত হয় না যে, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে গ্রথিত তত্ত্বাবলী বৈদিকযুগের পরকালবর্ত্তী ; বিশেষতঃ যখন ঐ সকল গ্রন্থেই আর্ষ-বৈদিক ভাষায় লিখিত অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক শ্লোকাবলী উদ্ধৃত দেখা যাইতেছে। অতএব সন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মত ভিত্তিহীন।

অষ্টম অধ্যায়।

উপনিষদের সংখ্যা ও বিভাগ।

আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ছিল এবং প্রত্যেক শাখার স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ ছিল এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সংসৃষ্ট স্বতন্ত্র আরণ্যক ছিল। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, উপনিষদ্ আরণ্যকেরই চরমাংশ। আরুণেয়ী উপনিষদে সন্ন্যাসীকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে :—

সর্ব্বেষু বেদেষ্বারণ্যকমাবর্ত্তয়েদুপনিষদমাবর্ত্তয়েদুপনিষদমাবর্ত্তয়েদিতি।

'সন্ন্যাসী সমস্ত বেদের আরণ্যক ও উপনিষদ্ আবৃত্তি করিবেন।'

কালবশে বেদের অনেক শাখাই বিলুপ্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই শাখার ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদেরও বিলোপ ঘটিয়াছে। বহুকাল পর্য্যন্ত উপনিষদ্, 'শ্রুতি'রূপে গুরুশিষ্যপরম্পরায় মৌখিক উপদেশে রক্ষিত ছিল। এই মৌখিক উপদেশ পরবর্ত্তীকালে, গদ্য অথবা পদ্যের আকারে নিবদ্ধ হইল। * কিন্তু তখনও উহা গুরুমুখী বিদ্যারূপে শিষ্যের স্বাধ্যায় দ্বারা রক্ষিত হইতে লাগিল। অতএব কালবশে যে অনেক উপনিষদই বিলুপ্ত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। এ অবস্থায় উপনিষদের সংখ্যা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে।

---

* In the course of centuries the originally extemporal instruction crystalised into fixed texts in prose which were committed to memory verbatim by the pupil.—Deussen's Philosophy of the Upanishads p. 6.

তবে অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন মুক্তিকোপনিষদে তদানীং প্রচলিত ১০৮ উপনিষদের গণনা ও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মুক্তিকোপনিষদে ঐ ১০৮ উপনিষদের নামাবলী যে কারিকাতে নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ঈশকেন কঠপ্রশ্ন মুণ্ডমাণ্ডূক্য তিত্তিরিঃ।
ঐতরেয়ঞ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা।
ব্রহ্ম কৈবল্য জাবাল শ্বেতাশ্বো হংস আরুণিঃ।
গর্ভো নারায়ণো হংসো বিন্দুনাদ শিরঃশিখা।
মৈত্রায়ণী কৌষীতকী বৃহজ্জাবাল তাপনী।
কালাগ্নিরুদ্র মৈত্রেয়ী সুবাল ক্ষুরি মন্ত্রিকা।
সর্ব্বসারং নিরালম্বং রহস্যং বজ্রসূচিকং।
তেজো নাদ ধ্যান বিদ্যা যোগতত্ত্বাত্মবোধকম্‌।
পরিব্রাট্‌ ত্রিশিখী সীতা চূড়া নির্ব্বাণ মণ্ডলম্‌।
দক্ষিণা শরভং স্কন্দং মহানারায়ণাদ্বয়ম্‌।
রহস্যং রামতপনং বাসুদেবং চ মুদ্গলম্‌।
শাণ্ডিল্যং পৈঙ্গলং ভিক্ষু মহচ্ছারীরকং শিখা।
তুরীয়াতীত সন্ন্যাস পরিব্রাজাক্ষমালিকা।
অব্যক্তৈকাক্ষরং পূর্ণাসূর্য্যাক্ষ্যধ্যাত্ম কুণ্ডিকা।
সাবিত্র্যাত্মা পাশুপতং পরব্রহ্মাবধূতকম্‌।
ত্রিপুরাতপনং দেবী ত্রিপুরা কঠ ভাবনা।
হৃদয়ং কুণ্ডলী ভস্ম রুদ্রাক্ষ গণদর্শনম্‌।
তারাসারমহাবাক্যপঞ্চব্রহ্মাগ্নিহোত্রকম্‌।
গোপালতপনং কৃষ্ণং যাজ্ঞবল্ক্যং বরাহকং।
শাট্যায়নীহয়গ্রীবং দত্তাত্রেয়ঞ্চ গারুড়ম্‌।
কলি জাবালিসৌভাগ্যং রহস্যং ঋচ মুক্তিকা।

মুক্তিকোপনিষদ্‌—১।৩০-৩৯

অতএব মুক্তিকোপনিষদের গণনায় উপনিষদের সংখ্যা অষ্টোত্তরশত অর্থাৎ ১০৮ এবং তাহাদিগের নাম—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তিত্তিরি, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ব্রহ্ম, কৈবল্য, জাবাল, শ্বেতাশ্বতর, হংস, আরুণি, গর্ভ, নারায়ণ, (পরম) হংস, (অমৃত) বিন্দু, (অমৃত) নাদ, (অথর্ব্ব) শিরঃ, (অথর্ব্ব) শিখা, মৈত্রায়ণী, কৌষীতকী, বৃহৎ জাবাল, (নৃসিংহ) তাপনী, কালাগ্নিরুদ্র, মৈত্রেয়ী, সুবাল, ক্ষুরিক, মন্ত্রিক, সর্ব্বসার, নিরালম্ব, (শুক) রহস্য, বজ্রসূচিক, তেজোবিন্দু, নাদবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, (ব্রহ্ম) বিদ্যা, যোগতত্ত্ব, আত্মবোধ, (নারদ) পরিব্রাট্, ত্রিশিখী, সীতা, (যোগ) চূড়া, নির্ব্বাণ, মণ্ডল, দক্ষিণা (মূর্ত্তি), শরভ, স্কন্দ, মহানারায়ণ, অদ্বয় (তারক), (রাম) রহস্য, রামতাপন, বাসুদেব, মুদ্গল, শাণ্ডিল্য, পৈঙ্গল, ভিক্ষু, মহা, শারীরক, (যোগ) শিখা, তুরীয়াতীত, সন্ন্যাস, (পরম হংস) পরিব্রাজক, অক্ষমালিকা, অব্যক্ত, একাক্ষর, অন্নপূর্ণা, সূর্য্য, অক্ষি, অধ্যাত্ম, কুণ্ডিকা, সাবিত্রী, আত্মা, পাশুপত, পরব্রহ্ম, অবধূত, ত্রিপুরাতপন, দেবী, ত্রিপুর, কঠরুদ্র, ভাবনা, (রুদ্র) হৃদয়, (যোগ) কুণ্ডলী, ভস্ম, রুদ্রাক্ষ, গণপতি, (জাবাল) দর্শন, তারসার, মহাবাক্য, পঞ্চব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, গোপালতপন, কৃষ্ণ, যাজ্ঞবল্ক্য, বরাহ, শাট্যায়নীয়, হয়গ্রীব, দত্তাত্রেয়, গারুড়, কলিসন্তরণ, জাবালি, সৌভাগ্য, সরস্বতীরহস্য, ঋচ (বহ্বৃচ্) ও মুক্তিক।

এই ১০৮ উপনিষদের মধ্যে মুক্তিকোপনিষদ্ বলেন যে, ১০ খানি উপনিষদ্ ঋগ্বেদীয়, ১৯ খানি শুক্লযজুর্ব্বেদীয়, ৩২ খানি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়, ১৬ খানি সামবেদীয় এবং অবশিষ্ট ৩১ খানি অথর্ব্ববেদীয়। যথা ;— ঐতরেয়, কৌষীতকী, নাদবিন্দু, আত্মবোধ, নির্ব্বাণ, মুদ্গল, অক্ষমালিকা, ত্রিপুরা, সৌভাগ্য ও বহ্বৃচ্—এই ১০ খানি ঋগ্বেদান্তর্গত।

ঈশ, বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবাল, মন্ত্রিকা, নিরালম্ব, ত্রিশিখী, মণ্ডল, অদ্বয়তারক, পৈঙ্গল, ভিক্ষু, তুরীয়াতীত, অধ্যাত্ম, তারসার, যাজ্ঞবল্ক্য, শাট্যায়নীয় ও মুক্তিক—এই ১৯ খানি শুক্লযজুর্ব্বেদান্তর্গত।

কঠবল্লী, তৈত্তিরীয়, ব্রহ্ম, কৈবল্য, শ্বেতাশ্বতর, গর্ভ, নারায়ণ, অমৃতবিন্দু, অমৃতনাদ, কালাগ্নিরুদ্র, ক্ষুরিকা, সর্ব্বসার, শুকরহস্য, তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, যোগতত্ত্ব, দক্ষিণামূর্ত্তি, স্কন্দ, শারীরক, যোগশিখা, একাক্ষর, অক্ষি, অবধূত, কঠরুদ্র, হৃদয়, যোগকুণ্ডলিনী, পঞ্চব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, বরাহ, কলিসন্তরণ ও সরস্বতীরহস্য—এই ৩২ খানি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গত।

কেন, ছান্দোগ্য, আরুণি, মৈত্রায়ণী, মৈত্রেয়ী, বজ্রসূচিকা, যোগচূড়ামণি, বাসুদেব, মহা, সংন্যাস, অব্যক্ত, কুণ্ডিকা, সাবিত্রী, রুদ্রাক্ষ, জাবালদর্শন ও জাবালী—এই ১৬ খানি সামবেদান্তর্গত।

প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, অথর্ব্বশিরঃ, অথর্ব্বশিখা, বৃহজ্জাবাল, নৃসিংহতাপনী, নারদ, পরিব্রাজক, সীতা, শরভ, মহানারায়ণ, রামরহস্য, রামতাপনী, শাণ্ডিল্য, পরমহংস, পরিব্রাজক, অন্নপূর্ণা, সূর্য্য, আত্মা, পাশুপত, পরব্রহ্ম, ত্রিপুরাতপন, দেবী, ভাবনা, ভস্ম, জাবাল, গণপতি, মহাবাক্য, গোপালতপন, কৃষ্ণ, হয়গ্রীব, দত্তাত্রেয় ও গারুড়—এই ৩১ খানি উপনিষদ্ অথর্ব্ববেদান্তর্গত।

এইরূপ বিভাগের মূল কি তাহা মুক্তিকোপনিষদ্ উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ ইহা ভিত্তিহীন। মুক্তিকোপনিষদ্ নিজেই বলিয়াছেন যে, এক এক শাখার এক এক উপনিষদ্।

একৈকস্যাস্ত শাখায়া একৈকোপনিষন্মতা।—১।১৪

কোন্ বেদের কোন্ উপনিষদ্ কোন্ শাখার অন্তর্গত মুক্তিকোপনিষদ্

তাহার কোন পরিচয় দেন নাই। আরও দেখা যায় যে, মুক্তিকোপনিষদের এই শ্রেণী বিভাগ অন্য কোন প্রামাণিক গ্রন্থে অঙ্গীকৃত হয় নাই।

ভিন্ন ভিন্ন বেদ-শাখার সহিত প্রচলিত উপনিষৎসমূহের সম্পর্ক যতদূর স্থির করা যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, এখন ঋগ্বেদের দুইখানি মাত্র উপনিষদ্ প্রচলিত আছে—ঐতরেয়ী শাখার ঐতরেয় উপনিষদ্ ও কৌষীতকী শাখার কৌষীতকী উপনিষদ্। ঐতরেয় উপনিষদ্ অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ; ইহা গদ্যে রচিত। ইহা ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ বা ষষ্ঠ অধ্যায়। এই অধ্যায় পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। কৌষীতকী উপনিষদ্‌ও গদ্য গ্রন্থ। তবে এই গ্রন্থে দুই এক স্থলে প্রমাণস্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত আছে। এই উপনিষদ্ অনতিদীর্ঘ চার অধ্যায়ে সমাপ্ত।

সামবেদের বহু শাখার মধ্যে এখন দুইখানি মাত্র উপনিষদ্ প্রচলিত আছে। তাণ্ড্য শাখার ছান্দোগ্য উপনিষদ্ এবং তলাবকার শাখার কেন উপনিষদ্। কেন উপনিষদ্ চার খণ্ডে বিভক্ত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। প্রথম দুই খণ্ড পদ্যে রচিত এবং শেষ দুই খণ্ড গদ্যে রচিত। প্রথম দুই খণ্ডে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে কয়েকটি আর্য্য-সত্যের উপদেশ আছে এবং শেষ দুই খণ্ডে দেবতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অতিশয় বৃহৎ গ্রন্থ। ইহা আট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় আবার খণ্ডশঃ বিভক্ত। এই উপনিষদ্ সমস্তই গদ্যে রচিত; তবে ইহাতে স্থানে স্থানে প্রমাণস্বরূপ শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। উপনিষদের তত্ত্বালোচনার পক্ষে ছান্দোগ্য একখানি অতিশয় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

যজুর্বেদ দ্বিবিধ—কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ। কৃষ্ণযজুর পাঁচখানি উপনিষদ্ এক্ষণে প্রচলিত আছে। তৈত্তিরীয়, মহানারায়ণ, কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণীয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ কোন্ শাখার অন্তর্গত তাহা স্থির করা যায় না। কঠ উপনিষদ্ কাঠক শাখার, মৈত্রায়ণীয়

উপনিষদ্‌ মৈত্রায়ণীয় শাখায় এবং তৈত্তিরীয় ও মহানারায়ণ উপনিষদ্‌ তৈত্তিরীয় শাখায় অন্তর্গত।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষ ভাগ। ইহা গদ্যে রচিত। তবে ইহাতে স্থানে স্থানে শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ তিন বল্লীতে বিভক্ত—প্রথম, শিক্ষাবল্লী; দ্বিতীয়, ব্রহ্মানন্দবল্লী; এবং তৃতীয়, ভৃগুবল্লী। বরুণ ভৃগুকে ব্রহ্মবিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তৈত্তিরীয় উপনিষদের শেষ অধ্যায়ের নাম ভৃগুবল্লী। প্রথম অধ্যায় (শিক্ষাবল্লীতে) বেদাঙ্গ 'শিক্ষা' (স্বর-রহস্য) উপদিষ্ট হওয়ায় এই অধ্যায়ের নাম শিক্ষাবল্লী। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চকোশের বিবরণসহ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্মানন্দের মীমাংসা নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মানন্দবল্লী। মহানারায়ণ উপনিষদ্‌ এক অধ্যায়ে সম্পূর্ণ অনতিবৃহৎ গ্রন্থ। ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। অনেক শ্লোকের ভাষা আর্ষ-সংস্কৃত। আবার অনেক শ্লোকের ভাষা অপ্রাচীন। কঠ উপনিষদ্‌ শ্লোকে রচিত। ইহা দুই অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের তিনটী করিয়া বল্লী। এই উপনিষদ্‌ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণোক্ত * নচিকেতার উপাখ্যানের সহিত জড়িত। ইহাতে যম নচিকেতাকে পরীক্ষান্তে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ করিতেছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ও শ্লোকে রচিত। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। শ্বেতাশ্বতর ঋষির উপদেশ ইহাতে গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌। এই উপনিষদে ব্রহ্মবিষয়ে অনেকগুলি মনোজ্ঞ শ্লোক নিবদ্ধ আছে। মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ্‌ সাত অধ্যায়ে বিভক্ত বৃহৎ গ্রন্থ। ইহার অধিকাংশ গদ্যে রচিত। তবে মধ্যে মধ্যে শ্লোক উদ্ধৃত বা নিবিষ্ট দেখা যায়। মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ্‌ মহানারায়ণ উপনিষদের সজাতীয় গ্রন্থ। ইহাতেও প্রাচীন এবং

* তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।২।৮ দ্রষ্টব্য।

অর্ব্বাচীন উপদেশ একসূত্রে গ্রথিত দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থে অনেক স্থলে প্রমাণ স্বরূপ অন্য স্থান হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শুক্লযজুর্ব্বেদের মাত্র দুইখানি উপনিষদ্ প্রচলিত আছে। ঈশ উপনিষদ্ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্। ঈশ উপনিষদ্ অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। ইহা বাজসনেয় সংহিতার অষ্টাদশমন্ত্রাত্মক শেষ অধ্যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ অতিশয় বৃহৎ গ্রন্থ। ইহা ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় আবার খণ্ডশঃ বিভক্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ শতপথব্রাহ্মণের শেষ ছয় অধ্যায়। ইহা গদ্যে রচিত। তবে ইহাতে স্থানে স্থানে প্রমাণস্বরূপ শ্লোকাবলি উদ্ধৃত দেখা যায়। এখন যে সকল উপনিষদ্ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড অতিশয় উপাদেয়। ইহাতে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ এবং যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক মৈত্রেয়ীর নিকট নিগূঢ় ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে। সেইজন্য এই দুই অধ্যায়কে যাজ্ঞবল্ক্যীয় কাণ্ড বলে। শেষ দুই অধ্যায়কে কেহ কেহ খিলকাণ্ড বলিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, যখন বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ প্রথম গ্রথিত হইয়াছিল, তখন এ দুই অধ্যায় উপনিষদের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু তাহা হইলেও এ দুই অধ্যায়ে যে অনেক প্রাচীন উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এখন যে সমস্ত উপনিষদ্ প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই অথর্ব্ব বেদের সহিত সংযুক্ত। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদের অনেক গুলি যে পরবর্ত্তী কালে রচিত বা গ্রথিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় করা যায় না। কোন্ উপনিষদ্ কোন্ শাখার সহিত সংযুক্ত, প্রায়ই তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে কয়েকখানি অথর্ব্ব উপনিষদ্ যে

প্রাচীন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে মুণ্ডক ও প্রশ্ন উপনিষদ্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অথর্ব্ববেদের এক শাখা-প্রবর্ত্তক ঋষির নাম সৌনক। অন্য এক শাখা-প্রবর্ত্তকের নাম পিপ্পলাদ। মুণ্ডক উপনিষদে সৌনকের ও প্রশ্ন উপনিষদে পিপ্পলাদের উপদেশ নিবদ্ধ হইয়াছে এবং ঐ ঐ ঋষির নাম সংযুক্ত রহিয়াছে দেখা যায়। মুণ্ডক উপনিষদের বক্তা সৌনক ঋষি। ইহা পদ্যে রচিত, তিন অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থ। প্রত্যেক অধ্যায়ের দুই খণ্ড। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর শ্লোক রক্ষিত হইয়াছে। প্রশ্ন উপনিষদ্ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত গদ্য গ্রন্থ। ইহার স্থানে স্থানে শ্লোক উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। ছয় জন ঋষি ভগবান্ পিপ্পলাদকে যে ছয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এই উপনিষদে সেই ছয় প্রশ্নোত্তর নিবদ্ধ হইয়াছে।

মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ অথর্ব্ববেদের আর একখানি প্রাচীন উপনিষদ্। ইহা অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। এই উপনিষদে জীবের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থার উপদেশ দৃষ্ট হয়। এই উপনিষদের উপর শঙ্করাচার্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদ এক কারিকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহা এখনও প্রচলিত আছে।

অথর্ব্ববেদের আর একখানি প্রাচীন উপনিষদের নাম জাবাল। ইহা আট অধ্যায়ে বিভক্ত অনতিদীর্ঘ গ্রন্থ। ইহার ভাষা অনেক স্থলে আধুনিক। ইহা প্রধানতঃ গদ্যে রচিত, কিন্তু ইহার অনেক স্থলেই অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে রচিত শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে।

বাদরায়ণ উপনিষদের সমন্বয় করিবার জন্য যে ব্রহ্মসূত্র * রচনা করেন, সেই সূত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তিনি যে কোন্ কোন্ উপনিষদ্‌কে

* ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম বেদান্তদর্শন। শঙ্করাচার্য্য ইহাকে উপনিষদ দর্শন বলিয়াছেন। (২।১।৩৭ সূত্রের ভাষ্য)।

লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করা যায় না। তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, বাদরায়ণ নিম্নোক্ত উপনিষদের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। সেই সকল উপনিষদের নাম;—ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক কৌষীতকী, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক, প্রশ্ন এবং সম্ভবতঃ জাবাল উপনিষদ্।

শঙ্করাচার্য্য কয়েকখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এই ভাষ্য অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। যে সকল উপনিষদের শঙ্করভাষ্য প্রচলিত আছে তাহাদের নাম—যথা, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক। ইহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত হইবে না যে, অন্য কোন উপনিষদ্ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে প্রচলিত ছিল না। কারণ, ব্রহ্মসূত্রের উপর শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অন্যান্য উপনিষদের মধ্যে কৌষীতকী, জাবাল, মহানারায়ণ ও পৈঙ্গ উপনিষদ্ হইতেও বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব অন্ততঃ এই কয়খানি উপনিষদ্‌ও যে শঙ্করাচার্য্যের সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। *

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উপনিষদ্‌ই বেদান্ত। বেদান্তের প্রধানতঃ তিন সম্প্রদায় প্রচলিত আছে—অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত। শ্রীশঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতমতের প্রধান প্রবর্ত্তক। তিনি যে ১১ খানি উপনিষদের অদ্বৈত

* In his commentary on the Brahma-sutras, only the following fourteen Upanishads can be shown to have been quoted by Sankara: (the figures attached indicate the number of quotations)—Chandogya 809, Brihadarnyaka 565, Taittiriya 142, Mundaka 129, Kathaka 103, Kausitaki 88, Svetasvatara 53, Prasna 38, Aitareye 22, Jabala 13, Mahanarayana 9, Isa 8, Painga 6 and Kena 5.—Deussen's Upa- 30.

মতানুসারী ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নাম ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কৌষীতকী উপনিষদের শঙ্করভাষ্য পাওয়া যায় না। নৃসিংহ-তাপনীয় উপনিষদের এক ভাষ্য শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত আছে। কিন্তু ভাষা ও রচনার ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য করিলে এ ভাষ্য শঙ্করকৃত বলিয়া বোধ হয় না।

বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য শ্রীরামানুজ উপনিষদের কোন ভাষ্য রচনা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ কয়েকখানি উপনিষদের ভাষ্য বা টীকা রচনা করিয়াছেন। এই সকল টীকাকারের মধ্যে কূর নারায়ণ, ও রঙ্গরামানুজের নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্বৈতমতের প্রধান আচার্য্য শ্রীআনন্দতীর্থ বা মাধ্ব। তাঁহার কৃত প্রধান প্রধান উপনিষদের ভাষ্য প্রচলিত আছে। এ ভাষ্য স্থানে স্থানে উপাদেয় কিন্তু মাধ্ব স্বমত পোষণের জন্য অনেকস্থলে কষ্টকল্পনার সাহায্য লইয়াছেন। তাহাতে মূলের তাৎপর্য্য তাঁহার ব্যাখ্যার আবরণে আচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গের আলোচনা এ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

মাধ্বাচার্য্য স্ব-ভাষ্যের স্থানে স্থানে ব্রহ্মসার নামক এক পদ্যগ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ গ্রন্থ এক্ষণে প্রচলিত নাই। মাধ্বভাষ্য হইতে গ্রন্থের যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় ইহা উপ-নিষদের একখানি পদ্য-ভাষ্য। এ গ্রন্থের উদ্ধার হইলে প্রাচীন দ্বৈতমত সুগম হইতে পারে।

নবম অধ্যায়।

অথর্ব্ব উপনিষদ্।

অধুনা যে সকল উপনিষদ্ প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই অথর্ব্ববেদের সহিত সংযুক্ত। অথর্ব্ব উপনিষদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা দেখিয়াছি, মুক্তিকোপনিষদের মতে ৩১ খানি উপনিষদ্ অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। কিন্তু মুক্তিকোপনিষদ্ অন্যান্য যে সকল উপনিষদ্‌কে অপর তিন বেদের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি যে অথর্ব্ববেদের সহিতই সংযুক্ত, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। অথর্ব্ব পরিশিষ্টের ৫৯তম অধ্যায়ে (এই অধ্যায়ের নাম চরণব্যূহ) অথর্ব্ব উপনিষৎসমূহের একটী প্রাচীন তালিকা রক্ষিত হইয়াছে। সে তালিকা এই;—

তত্র ব্রহ্মবেদস্যাষ্টাবিংশতিরুপনিষদো ভবন্তি। মুণ্ডকা প্রশ্নকা ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষুরিকা চূলিকাঽথর্ব্বশিরোঽথর্ব্বশিখাগর্ভোপনিষন্মহোপনিষদ্ ব্রহ্মোপনিষৎ প্রাণাগ্নিহোত্রং মাণ্ডূক্যং নাদবিন্দু ব্রহ্মবিন্দু অমৃতবিন্দু ধ্যানবিন্দু তেজোবিন্দু যোগশিখা যোগতত্ত্বং নীলরুদ্রঃ পঞ্চতাপিনী একদণ্ডী সন্ন্যাসবিধি রুরুণিঃ হংসঃ পরমহংসোনারায়ণোপনিষদ্ বৈতথ্যং চেতি। *

* চরণব্যূহের দশম অধ্যায়ে কিন্তু মাত্র ১৫ খানি অথর্ব্ব উপনিষদের গণনা আছে। তত্র পঞ্চদশোপনিষদো ভবন্তি। মুণ্ডকা প্রশ্নকা ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষুরিকা চূলিকাঽথর্ব্বশিরঃ অথর্ব্বশিখা গর্ভোপনিষৎ মহোপনিষদ্ ব্রহ্মোপনিষদ্ প্রাণাগ্নিহোত্রং মাণ্ডূক্যং বৈতথ্যম্ অদ্বৈতম্ অলাতশান্তিশ্চেতি।—এই তালিকাই কি প্রাচীনতর?

অর্থাৎ, ব্রহ্মবেদ (অথর্ব্ববেদের) ২৮ খানি উপনিষদ্‌—যথা, মুণ্ডকা প্রশ্নকা ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষুরিকা, চূলিকা, অথর্ব্বশিরঃ, অথর্ব্বশিখা, গর্ভোপনিষদ্‌, মহোপনিষদ্‌, ব্রহ্মোপনিষদ্‌, প্রাণাগ্নিহোত্র, মাণ্ডূকা, নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দু, যোগশিখা, যোগতত্ত্ব, নীলরুদ্র, পঞ্চ-তাপিনী, একদণ্ডী, সন্ন্যাসবিধি, অরুণি, হংস, পরমহংস, নারায়ণোপনিষদ্‌ ও বৈতথ্য।

সম্ভবতঃ এই ২৮ সংখ্যাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরে ৫২ সংখ্যায় পরিণত হয়। কোলব্রুক্‌ এই ৫২ উপনিষৎ সম্বলিত এক তালিকার পরিচয় পাইয়াছিলেন।* সে তালিকা এইরূপ।

(১) মুণ্ডক, (২) প্রশ্ন, (৩) ব্রহ্মবিদ্যা, (৪) ক্ষুরিকা, (৫) চূলিকা, (৬) ও (৭) অথর্ব্বশিরঃ, † (৮) গর্ভ, (৯) মহা, (১০) ব্রহ্ম, (১১) প্রাণাগ্নি-হোত্র, (১২) হইতে (১৫) মাণ্ডূক্য (৪ অধ্যায়), (১৬) নীলরুদ্র, (১৭) নাদবিন্দু, (১৮) ব্রহ্মবিন্দু, (১৯) অমৃতবিন্দু, (২০) ধ্যানবিন্দু, (২১) তেজোবিন্দু, (২২) যোগশিখা, (২৩) যোগতত্ত্ব, (২৪) সন্ন্যাস, (২৫) আরুণেয়, (২৬) কণ্ঠশ্রুতি, (২৭) পিণ্ড, (২৮) আত্মা, (২৯) হইতে (৩৩) নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয় (৫ অধ্যায়), (৩৪) নৃসিংহউত্তরতাপনীয়, (৩৫) ও (৩৬) কঠ, (১ম ও ২য় বল্লী), (৩৭) কেন, (৩৮) নারায়ণ, (৩৯) ও (৪০) বৃহন্নারায়ণ, (৪১) সর্ব্বোপনিষৎসার, (৪২) হংস, (৪৩) পরমহংস, (৪৪) ও (৪৫) আনন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী, (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌), (৪৬) গরুড়, (৪৭) কালাগ্নিরুদ্র, (৪৮) ও (৪৯) রামতাপনীয় (পূর্ব্ব ও উত্তর),

---

* They are computed at 52; but this number is completed by reckoning, as distinct Upanishads, different parts of a single tract,—Colebrooke's Miscellaneous Essays vol I p. 82.

† বেবারের মতে অথর্ব্বশিরঃ ও অথর্ব্বশিখা।

(৫০) কৈবল্য, (৫১) জাবাল ও (৫২) আশ্রম। ইহার মধ্যে ১ হইতে ১৫ সংখ্যক উপনিষদ্‌ সৌনকীয় শাখার অন্তর্গত; অন্য ৩৭ খানি উপনিষদ্‌ প্রধানতঃ পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত।

এই ৫২ উপনিষদের তালিকার মধ্যে কিন্তু ৭ খানি অন্য তিন বেদের উপনিষদ্‌ গণনা করা হইয়াছে—যথা, দুই বল্লী কঠ, কেন, দুই প্রপাঠক বৃহন্নারায়ণ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০ম অধ্যায়) ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লী ও আনন্দবল্লী। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেবল ৪৫ খানি অথর্ব্ব উপনিষদ্‌ এই তালিকায় অন্তর্গত ছিল। দীপিকাকার নারায়ণ এই ৪৫ খানির উপর আর সাত খানি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্‌ যোগ করিয়া ঐ ৫২ সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন। সে সাত খানি উপনিষদের নাম—গোপাল-পূর্ব্বতাপনীয়, গোপালউত্তরতাপনীয়, কৃষ্ণ, গোপীচন্দন, বাসুদেব, বরদপূর্ব্বতাপনীয় ও বরদউত্তরতাপনীয়। মুক্তিক উপনিষদের যে তালিকা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নারায়ণধৃত বরদ-তাপনীয়ের এবং কোলব্রুকের উল্লিখিত নীলরুদ্র, পিণ্ড ও আশ্রম উপনিষদের উল্লেখ নাই।

১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার উদ্যোগে ৫০ খানি উপনিষদের পারস্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এই পারস্য অনুবাদ ১৮০১-২ সালে লাটিন ভাষায় পুনরায় অনুবাদিত হইয়াছিল।* দারার

---

* এই অনুবাদের অনুবাদ অধ্যয়ন করিয়াই জার্ম্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ার (Shopenhauer) চমৎকৃত হইয়া লিখিয়াছিলেন—

In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life—it will be the solace of my death.

মূলের রসাস্বাদের সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই।

পারস্য অনুবাদে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের উপনিষদ্ ব্যতীত ২৬ খানি অথর্ব্ব উপনিষদ্ এবং ৮ খানি অন্য গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। এই ৮ খানি গ্রন্থের মধ্যে ৩ খানি বাজসনেয় সংহিতার অংশবিশেষ। অন্য ৫ খানির সংস্কৃত মূল পণ্ডিতেরা এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

শঙ্করের মতানুযায়ী নারায়ণ ও শঙ্করানন্দ কৌষীতকী উপনিষদের এবং কয়েকখানি অথর্ব্ব উপনিষদের দীপিকা বা টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত উপনিষদ্‌গুলি পুণার আনন্দাশ্রম হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অথর্ব্বশিখা, অথর্ব্বশিরঃ, অমৃতনাদ, অমৃতবিন্দু, আত্ম, আরুণেয়, কৈবল্য, ক্ষুরিকা, গর্ভ, গোপালতাপনীয়, চূলিকা, জাবাল, তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, নাদবিন্দু, নীলরুদ্র, পরমহংস, পিণ্ড, প্রাণাগ্নিহোত্র, ব্রহ্মবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, মৈত্রী, যোগতত্ত্ব, যোগশিখা, রামতাপনীয়, সংন্যাস, সর্ব্ব ও হংস উপনিষদ্। এ সকল উপনিষদের মধ্যে ১২ খানির শঙ্করানন্দকৃত টীকা আছে। নারায়ণ প্রায় সকলগুলিরই ভাষ্য করিয়াছেন।

জর্ম্মান পণ্ডিত বেবার অথর্ব্ব উপনিষৎসমূহকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এ বিভাগ অসঙ্গত নহে। তাঁহার কৃত বিভাগ এইরূপ। প্রথম, বেদান্ত উপনিষদ্—অর্থাৎ যে সকল উপনিষদে বেদান্ত ও ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা :—মুণ্ডক, প্রশ্ন, মাণ্ডূক্য, গর্ভ, প্রাণাগ্নিহোত্র, পিণ্ড, আত্ম, গারুড় ও সর্ব্বোপনিষৎসার। দ্বিতীয়, যোগ উপনিষদ্। ইহাতে প্রধানতঃ ওঁকার ও যোগতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। যোগ উপনিষদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষুরিকা, চূলিকা, নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দু, যোগশিখা, যোগতত্ত্ব ও হংস। এই সকল যোগ উপনিষদ্ প্রায়শঃ পদ্যে রচিত। তৃতীয়, সন্ন্যাস উপনিষদ্। ইহাতে চতুর্থ আশ্রমের আচার ও ব্যবহার বর্ণিত

ও উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সকল উপনিষদ্‌ প্রধানতঃ গদ্যে রচিত। ইহাদিগের নাম ঃ—ব্রহ্ম, সন্ন্যাস, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, পরমহংস, জাবাল ও আশ্রম। চতুর্থ সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্‌। এই সকল উপনিষদে শিব বা বিষ্ণু ব্রহ্মের স্থানীয় এবং পরতত্ত্ব বলিয়া উপদিষ্ট। এই শ্রেণীর উপনিষদ্‌ হয় শৈব না হয় বৈষ্ণব। (ক) শৈব উপনিষদ্‌, যথা অথর্ব্ব-শিরঃ, অথর্ব্বশিখা, নীলরুদ্র, কালাগ্নিরুদ্র ও কৈবল্য। এই সকল উপনিষদে ঈশান, মহেশ বা মহাদেব পরমাত্মা রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। (খ) বৈষ্ণব উপনিষদে বিষ্ণু পরমাত্মার স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তাঁহার কোন কোন অবতারের উল্লেখ বা বর্ণনা আছে। মহোপনিষদে, নারায়ণ উপনিষদে ও আত্মবোধ উপনিষদে বিষ্ণুই পরতত্ত্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে (ইহার দুই ভাগ, পূর্ব্ব ও উত্তর) নৃসিংহ অবতারের, রামতাপনীয়ে (ইহারও দুই ভাগ, পূর্ব্ব ও উত্তর) রাম অবতারের এবং গোপালতাপনীয় উপনিষদে কৃষ্ণ অবতারের প্রসঙ্গের সহিত ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ আছে। এই সকল সাম্প্রদায়িক উপনিষদ্‌ যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সে যাহা হউক, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর ও কৌষীতকী—এই দ্বাদশ উপনিষদের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতায় বিষয়ে সকলেই একমত। অতএব এ গ্রন্থে আমরা প্রধানতঃ এই দ্বাদশ উপনিষদেরই অনুসরণ করিব।

দশম অধ্যায়।

উপনিষদ্ শব্দের নিরুক্ত।

উপ+নি+সদ্ ধাতু হইতে উপনিষদ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপনিষদ্ শব্দের উৎপত্তি-লভ্য অর্থ কি?

উপ+নি+সদ্ হইতে যেমন উপনিষদ্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ উপ+সদ্ হইতে উপসদ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।* উপসদ্ অর্থে যজ্ঞাঙ্গ বিশেষ। এ অর্থে বৈদিক সাহিত্যে এ শব্দের প্রভূত প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

> দ্বাদশাহং উপসদ্‌ব্রতী ভূত্বা—বৃহদারণ্যক, ৬।৩।১
>
> যদ্ রমতে তদ্ উপসদঃ।—মহানারায়ণ, ২৫।১

উপসন্ন শব্দের কিন্তু ভিন্ন অর্থ। গুরুর নিকট শিষ্য "উপসন্ন" হন।

> আঙ্গিরসং বিধিবদ্ উপসন্নঃ।—মুণ্ডক, ১।১।৩
>
> ভগবন্তং পিপ্পলাদম্ উপসন্নাঃ।—প্রশ্ন, ১।১
>
> উপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ।—ছান্দোগ্য, ৭।১।১

এ সকল স্থলে উপ+সদ্ ধাতুর অর্থ বিনীতভাবে গুরুর সমীপস্থ হওয়া। "উপ"র উপর "নি" উপসর্গ যোগ করিলে ধাতুর অর্থ পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত নহে। বরং "নি" যোগে শিষ্যের বিনীত ভাবেরই বৃদ্ধি হওয়া উচিত। অতএব উপনিষদ্ শব্দের নিরুক্ত (etymological meaning) বিশেষ বিনীত ভাবে শিষ্য কর্ত্তৃক গুরুর সমীপাবস্থান।

---

* এইরূপ পরি+সদ্=পরিষদ্, সং+সদ্=সংসদ্।

এইরূপে 'উপসন্ন' শিষ্যকে প্রাচীনকালে গুরু ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতেন।

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥

—মুণ্ডক, ১।২।১৩

'সেইরূপে "উপসন্ন" শিষ্যকে (যাঁহার চিত্ত প্রসন্ন এবং যিনি শমান্বিত) গুরু যথাযথ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন, যদ্দ্বারা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়।'

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ-কালে প্রাচীনেরা অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গের ভেদ করিতেন। অর্থাৎ, অধিকারী ভিন্ন এ বিদ্যা যাহার তাহার গোচর করিতেন না।

ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্‌যৈস্তু চীর্ণম্॥

—মুণ্ডক, ৩।২।১০

'যাঁহারা ক্রিয়াবান্, বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে "একর্ষি" অগ্নিতে হোম করেন এবং যাঁহারা যথাবিধি "শিরোব্রত" (তপস্যা বিশেষ) অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকেই এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবে।'

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ॥

—শ্বেতাশ্বতর, ৬।২২

'পূর্ব্বকল্পে উপদিষ্ট পরম গুহ্য বেদান্ত-রহস্য প্রশান্তচিত্ত পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন অপরকে উপদেশ দিবে না।'

এ সম্বন্ধে স্পষ্ট নিষেধেরও অভাব নাই।

ইদং বাব তৎ জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ প্রণাষ্যায় বাঽন্তেবাসিনে ।
নান্যস্মৈ কস্মৈচন যদ্যপি অস্মা ইমাং অদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাৎ ।
এতদেব ততো ভূয় ইতি ।—ছান্দোগ্য, ৩।১১।৫-৬

‘এই ব্রহ্ম (জ্ঞান), পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কিম্বা উপযুক্ত শিষ্যকে বলিতে পারেন—অন্য কাহাকেও নহে। যদি সে এই সসাগরা বিত্তপূর্ণা বসুন্ধরা দান করে, তথাপি নহে। কারণ ইহা তদপেক্ষাও মহৎ।’

এতমুহৈব সত্যকামো জাবালঃ অন্তেবাসিভ্য উক্ত্বোবাচ * * তমেতং নাপুত্রায় বাঽনন্তেবাসিনে বা ব্রূয়াৎ।*—বৃহদারণ্যক, ৬।৩।১২

‘সত্যকাম জাবাল শিষ্যদিগকে ইহা উপদেশ দিয়া বলিলেন—পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন অপরকে ইহা বলিবে না।’

এরূপ সতর্কতার কারণ এই যে, অনধিকারীর নিকট তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত করিলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। বানরের গলায় মুক্তাহার শোভিত হইলে, তাহার দুর্দশা সুনিশ্চিত।

সেইজন্য দেখা যায়, বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া গুরু শিষ্যকে এই বিদ্যা প্রদান করিতেন না। কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে, নচিকেতাঃ জিজ্ঞাসু হইয়া যমের সমীপস্থ হইলে যম বহুবিধ পরীক্ষান্তে তবে তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥
এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥
যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।

---

* এই প্রসঙ্গে ঐতরেয় আরণ্যক ৩।২।৬।৯ মৈত্রী উপনিষদ্ ৬।২৯, নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদ্ ১।৩ ও রামতাপনীয় উপনিষদ্ ৮৩ দ্রষ্টব্য।

ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥

—কঠ, ১।১।২৩-২৫

'শতায়ুঃ পুত্রপৌত্র, বহু পশু, হস্তী, সুবর্ণ, অশ্ব, যাহা ইচ্ছা গ্রহণ কর; পৃথিবীর মহৎ আয়তন গ্রহণ কর; নিজেও শতবর্ষ আয়ুলাভ কর। ইহার অনুরূপ অন্য কোন অভিলষিত বর, বিত্ত, দীর্ঘজীবন, যাহা ইচ্ছা গ্রহণ কর। আয়ত পৃথিবীর অধীশ্বর হও। নচিকেতাঃ! যাহা তোমার কামনা তাহাই পূরণ করিব। পৃথিবীতে যে যে কাম্যবস্তু দুর্লভ, সমস্ত ইচ্ছামত যাছিয়া লও। এই রমণী, রথ, বাদ্য, মানুষে এরূপ কখন পায় না; ইহারা তোমার সেবা করুক। মরণের রহস্য জানিতে চাহিও না।'

কিন্তু নচিকেতাঃ ইহাতে প্রলুব্ধ হইলেন না। তিনি বলিলেন—

ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যো
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব।—কঠ, ১।১।২৭

'বিত্তের দ্বারা মনুষ্যের কখন তৃপ্তি হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের বরই আমি বরণ করি।'

যস্মিন্নিদম্ বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎসাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তম্।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥—কঠ, ১.১।২৯

'হে যম! যে বিষয়ে সকলের সন্দেহ, যাহা মরণের পরপারের অস্তিত্ব-সংযুক্ত, সেই প্রশ্নেরই উত্তর আমার বরণীয়। নচিকেতা অন্য বর চাহে না।'

যম দেখিলেন, নচিকেতাঃ প্রকৃতই বিদ্যার্থী। বহু কামনার লোভেও সে লুব্ধ হইল না। তখন তিনি তাহার দৃঢ়তায় প্রীত হইয়া তাহাকে

ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন। এই ভাবে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে (কৌষীতকী ৩।১), রৈক্য জানশ্রুতিকে (ছান্দোগ্য, ৪।২॥), সত্যকাম উপকোশলকে (ছান্দোগ্য, ৪।১০), প্রবাহন আরুণিকে (বৃহদারণ্যক, ৬।২।৬ ও ছান্দোগ্য, ৫।৩।৭), জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে (বৃহদারণ্যক, ৪।৩।১) ও শাকায়ণ বৃহদ্রথকে (মৈত্র, ১।২) পরীক্ষা করিয়া তবে বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন প্রশ্ন উপনিষদের আরম্ভ এইরূপ,—

সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ সৌর্যায়ণীচ গার্গ্যঃ কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নোভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধো কাত্যায়নস্তে এতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎসর্ব্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ॥ তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি।—প্রশ্ন, ১।১-২

'ভরদ্বাজ পুত্র সুকেশা, শিবির পুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যায়ণি গার্গ্য, অশ্বলের পুত্র কৌশল্য, বিদর্ভের পুত্র ভার্গব, কত্যের পুত্র কবন্ধ, ইঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মপরায়ণ; পরব্রহ্মের জিজ্ঞাসু হইয়া, "ইনি আমাদের সমস্ত উপদেশ করিবেন" এই আশয়ে সমিৎহস্তে ভগবান্ পিপ্পলাদের সমীপস্থ হইলেন। ঋষি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, পূর্ণ এক বৎসর তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান করিয়া বাস কর; পরে ইচ্ছামত প্রশ্ন করিও, যদি আমার অবিজ্ঞাত না হয়, সমস্তই ব্যাখ্যা করিব।'

এইরূপ ছান্দোগ্যে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশের আশায় ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রোহৈব দেবানাম্ অভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণাং। তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতিসকাশম্ আজগ্মতুঃ॥ তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুঃ—ছান্দোগ্য, ৮।৭।২-৩

'দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র এবং অসুরদিগের মধ্যে বিরোচন বহির্গত

হইলেন এবং পরস্পরের অজ্ঞাতে সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির সমীপস্থ হইলেন। তাঁহারা ৩২ বৎসর ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিবার 'পর প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন।'

প্রজাপতি প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে দেহাত্মবাদ উপদেশ দেন। বিরোচন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু ইন্দ্র তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় প্রজাপতির নিকট উচ্চতর উপদেশের প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন যে, পুনরায় ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য কর; পরে আবার উপদেশ করিব। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের পর প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায় উপদেশ করিলেন।

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়। ** মঘবন্নিতি হোবাচ এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি। বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি। স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি উবাস। তস্মৈ হোবাচ।—ছান্দোগ্য, ৮।৯।২-৩

'তিনি সমিৎহস্তে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি বলিলেন, 'ইন্দ্র আবার ৩২ বৎসর ব্রহ্মচারী হইয়া বাস কর।' ইন্দ্র আবার ৩২ বৎসর বাস করিলে প্রজাপতি তাঁহাকে উপদেশ করিলেন।'

এ উপদেশেও তুষ্ট না হইয়া ইন্দ্র আরও উচ্চতর উপদেশের প্রার্থী হইলে, প্রজাপতি পুনরায় তাঁহাকে ৩২ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিতে বলিলেন। ইন্দ্র ঐরূপ ব্রহ্মচর্য্য করিবার পর, প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায় উপদেশ করিলেন।

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায়। ** মঘবন্নিতি হোবাচ এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি। বস অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি, স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি উবাস। তস্মৈ হোবাচ।—ছান্দোগ্য, ৮।১০।৪

এ উপদেশেও তুষ্ট না হইয়া ইন্দ্র আরও উচ্চতর উপদেশের প্রার্থী হইলে, প্রজাপতি তাঁহাকে পুনরায় পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিতে বলিলেন।

বসাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণি।—ছান্দোগ্য, ৮।১১।৩

এইরূপে ইন্দ্র একাদিক্রমে ১০৫ বৎসর ব্রহ্মচারী ভাবে যাপন করিলে পর, তবে প্রজাপতি তাঁহাকে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছিলেন।

এই ভাবে গুরু শিষ্যকে যে উপদেশ দিতেন, তাহা গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইত। উপনিষৎ-সাহিত্যে এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েৎ ব্রহ্মসংসদি।—কঠ, ১।৩।১৬
বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতং।—শ্বেতাশ্বতর, ৬।২২
তে বা এতে গুহ্যা আদেশাঃ।—ছান্দোগ্য, ৩।৫।২
বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্।—শ্বেতাশ্বতর, ৫।৬
এতদ্ বৈ মহোপনিষদং দেবানাং গুহ্যং।—মহানারায়ণ, ২৪।১

গীতাতে ভগবান্ এই জ্ঞানকে 'রাজগুহ্য' (গুহ্যতম) বলিয়াছেন। মৈত্রায়ণী উপনিষদে (৬।২৯) ইহা 'গুহ্যতম' এই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে, দেখা যায়।

'উপসন্ন' শিষ্যকে গুরু যে উপদেশ করিতেন, তাহা প্রাচীন কালে গোপনীয় রহস্য বলিয়া সযত্নে রক্ষিত হইত বলিয়া, গুরু-শিষ্যের এইরূপ রহস্য অবস্থানকে 'উপনিষদ্‌' আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত নহে।

---

* *Upanisad* derived as a substantive from the root *sad*, to sit, can only denote a "sitting"; and as the preposition *upa* (near by) indicates, in contrast to *parishad*, *samasad* (assembly), a "confidential secret sitting."—Paul Deussen's Philosophy of the Upadishads, p. 13

Upanisad means a forest gathering—disciples sitting near their teacher engaged in religious converse.—Hoornitz's Indian Literature, p. 41

ক্রমশঃ এই রহস্য উপদেশ 'উপনিষদ্' নামে অভিহিত হইতে লাগিল। এই অর্থে 'উপনিষদ্' শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

অন্নবান্ অন্নাদো ভবতি য এতাং এবং সাম্নাং উপনিষদং বেদ।—ছান্দোগ্য, ১।১৩।৪
যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।—ছান্দোগ্য, ১।১।১০
তেভ্যো হৈতাং উপনিষদং প্রোবাচ।—ছান্দোগ্য, ৮।৮।৪
য এবং বেদ তস্যোপনিষন্ন যাচেদিতি।—কৌষীতকী, ২।১
সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ।—তৈত্তিরীয়, ১।২

'যিনি সামদিগের "উপনিষদ্" অবগত হন, তিনি অন্নযুক্ত অন্নাদ (অন্নভোক্তা) হয়েন।'

'যাহা বিদ্যার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, "উপনিষদের" সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার শক্তি অধিকতর হয়।'

'তাহাদিগকে এই "উপনিষদ্" বলিলেন।'

'যিনি ইহা জানেন, তাঁহার "উপনিষদ্" এই, যাচ্ঞা করিও না।'

'সংহিতার "উপনিষদ্" ব্যাখ্যা করিব।'

এই সকল রহস্য উপদেশ (গুহ্যা আদেশাঃ) প্রাচীন কালে সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে রক্ষিত হইত। উপনিষদে এইরূপ কয়েকটি সূত্রের (formula) আমরা সাক্ষাৎ পাই। ইহাদিগের সাধারণ নাম উপনিষদ্।*

তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যং।—বৃহদারণ্যক, ২।১।২০
অথাত আদেশো নেতি নেতি।—বৃহদারণ্যক, ২।৩।৬
তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং।—কেন, ৪।৬
সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্।—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১

---

* Certain mysterious words, expressions, and formulas, which are only intelligible to the initiated, are described as *Upanishad*.
—Paul Deussen's Philosophy of the Upanishads, p. 16

এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষত এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি সর্ব্বাণ্যেনং বামান্যভিসংযন্তি য এবং বেদ ॥

এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি সর্ব্বাণি বামানি নয়তি য এবং বেদ ॥

এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ॥ —ছান্দোগ্য, ৪।১৫।২-৪

তস্মাদিদন্দ্রো নামেদন্দ্রো হ বৈ নাম তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ ।—ঐতরেয়, ৩।১৪

'তাঁহার উপনিষদ্‌ "সত্যস্য সত্যং ।'

'অতঃপর আদেশ (রহস্য উপদেশ)—"নেতি নেতি" ।'

'তাঁহার নাম "তদ্বনং" । তদ্বন এই বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে ।'

'এ সমস্তই ব্রহ্ম । তিনি "তজ্জলান্‌" ।' 'ইঁহাকে "সংযদ্বাম" বলা হয় । সমস্ত বাম তাঁহাতে সংযত হয় ; যিনি ইহা জানেন, সমস্ত বাম (কল্যাণ) তাঁহাতে সঙ্গত হয় ।' 'তিনি "বামনী" । সমস্ত বাম (কল্যাণ) তাঁহাতে নীত হয় ; যিনি ইহা জানেন, তাঁহাতে সমস্ত বাম নীত হয় ।' 'তিনিই "ভামনী" । সমস্ত লোকে তাঁহার ভাতি ; যিনি ইহা জানেন, সমস্ত লোকে তিনি প্রভান্বিত হন ।'

'সেই জন্য তাঁহার নাম "ইদন্দ্র" । ইদন্দ্রনামা তাঁহাকে লোকে পরোক্ষ-ভাবে ইন্দ্র বলে ।'

পরবর্ত্তী কালে যে গ্রন্থে এই সকল উপনিষদ্‌ (রহস্য উপদেশ) গ্রথিত হইত, তাহার নাম উপনিষদ্‌ হইল । সেই জন্য দেখা যায়, তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক এক বল্লীর শেষে এইরূপ ভনিতা আছে ;—

ইত্যুপনিষৎ ।

এইরূপে ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি নানা গ্রন্থের নাম উপনিষদ্‌ হইল ।

এই সকল গ্রন্থের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রধানতঃ অবিদ্যার বারণ, সংসারের শাতন, ব্রহ্মের প্রতিপাদন। অতএব উপনিষদ্ শব্দের অর্থের সহিত এই সকল অর্থ ক্রমশঃ অবান্তর ভাবে জড়িত হইল। সেই জন্য দেখা যায়, শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই ভাবেই উপনিষদ্ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহা উপনিষদের মৌলিক অর্থ নহে।

সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ শব্দবাচ্যা তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্য অত্যন্তাবসাদনাৎ। উপনি পূর্ব্বস্য সদে স্তদর্থত্বাৎ।—বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ১।১

য ইমাং ব্রহ্মবিদ্যাং উপযন্তি আত্মভাবেন শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরাঃ সন্তঃ তেষাং গর্ভ-জন্ম-জরা-রোগাদ্যনর্থপূগং নিশাতয়তি, পরং বা ব্রহ্ম গময়তি, অবিদ্যাদিসংসার-কারণঞ্চ,অত্যন্তম্ অবসাদয়তি বিনাশয়তি ইতি উপনিষৎ। উপনিপূর্ব্বস্য সদেঃ এবমর্থ-স্মরণাৎ। *—মুণ্ডক ভাষ্য, ১।১

'এই ব্রহ্মবিদ্যা 'উপনিষদ্' শব্দের বাচ্য। কারণ ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সকারণ সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সাধিত হয়। উপ পূর্ব্বক নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতুর এইরূপই অর্থ।'

'যাঁহারা শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে এই ব্রহ্মবিদ্যাকে আত্মীয়ভাবে আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের গর্ভ, জন্ম, জরা, রোগ প্রভৃতি অনর্থসমূহের শাতন হয়; পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়; অবিদ্যাদি সংসার কারণের একান্ত বিনাশ হয়। সেই জন্য এই বিদ্যার নাম উপনিষদ্। উপ পূর্ব্বক নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতু এইরূপ অর্থেই প্রসিদ্ধ।'

---

* কঠ-উপনিষদের ভাষ্যের ভূমিকায় এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য এই ভাবে 'উপনিষদ্'-শব্দের বিবৃতি করিয়াছেন।

একাদশ অধ্যায়।

উপনিষদে ক্ষত্রিয়-প্রভাব।

এখন যে সকল উপনিষদ্ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বোধ হয়, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের চরমাংশ। এই উপনিষদে বৈদেহ জনক নামক এক সম্রাটের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ উপনিষদে তিনি 'মেধাবী', 'অধীতবেদ', 'উক্তোপনিষৎক' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন, দেখা যায়। * ইনি বিদেহ দেশের সম্রাট্ ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে যে, জনক এক বহু-দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেখানে কুরুপাঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণেরা সমবেত হইলে রাজার জানিবার ইচ্ছা হইল যে, ইঁহাদিগের মধ্যে কে ব্রহ্মিষ্ঠ—ব্রহ্মবিদ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা পারগ। সেই জন্য তিনি সহস্র গো দক্ষিণাস্বরূপ উপস্থিত করিয়া প্রত্যেকের শৃঙ্গে দশ দশ স্বর্ণপদক সংযুক্ত করিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন,—যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতাম্"—"আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি এই গোসহস্রগ্রহণ করুন।" কোনও ব্রাহ্মণই ঐ পণ-গ্রহণে সাহসী হইলেন না।

---

* যাজ্ঞবল্ক্যো বিভয়াঞ্চকার মেধাবী রাজা সর্ব্বেভ্যো মান্তেভ্য উদরৌৎসীদিতি।
—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৩৩।

আচাঃ সম্রাডধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো বিমুচ্যমানঃ ক গমিষ্যসীতি নাহং তদ্ভগবন্ বেদ যত্র গমিষ্যামীতি।—বৃ, ৪।২।১।

তখন যাজ্ঞবল্ক্য নিজের শিষ্যকে অনুমতি করিলেন,—"বৎস, এই গোসহস্র স্থানান্তরিত কর।" ক্ষত্রিয়ের স্বয়ংবরে কোনও সাহসী রাজা কন্যাগ্রহণ করিলে অন্যান্য রাজারা অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া যেরূপ তাঁহাকে সাহসে আক্রমণ করিতেন, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিল। ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ! ত্বং নো খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোঽসি!" তখন যাজ্ঞ-বল্ক্যের উপর প্রবল প্রশ্নবাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। অশ্বল, আর্ত্তভাগ, ভূজ্যু প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যেককেই যথোচিত উত্তর দিয়া নিরস্ত করিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—"আপনারা মৌনী হইলেন কেন? যাঁহার যাহা ইচ্ছা, প্রশ্ন করুন।" কিন্তু কেহই সাহসী হইলেন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এই তর্কযুদ্ধের বিবরণ নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, সম্রাট্ জনক এই তর্কসভার সভাপতি ছিলেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা আবার এই জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের সাক্ষাৎ পাই। এখানে জনক প্রশ্ন করিতেছেন, যাজ্ঞ-বল্ক্য উত্তরে ব্রহ্ম-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য সকল বিবৃত করিতেছেন। অবশেষে জনক ব্রহ্মবিদ্যার চরমতত্ত্ব লাভ করিয়া শিষ্যভাবে গুরুর নিকট আত্মনিবেদন করিতেছেন,—"এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি।"—"হে সম্রাট্, ঐ ব্রহ্মলোক, তুমি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে।" যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিলে জনক বলিলেন, "ভগবন্! বিদেহরাজ্য আপনাকে নিবেদন করিলাম। তৎসঙ্গে নিজেকেও নিবেদন করিলাম।" এইরূপে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষত্রিয় রাজা জনককে নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ

দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে রাজর্ষি জনকের পরিচয়স্থলে এই ব্যাপার উল্লিখিত হইত ;—

যাজ্ঞবল্ক্যঋষির্যস্মৈ ব্রহ্মপারায়ণং জগৌ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা এই বৈদেহ জনকের আবার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে তিনি উপদেশ আদান করিতেছেন না, প্রদান করিতেছেন। এখানে তিনি শিষ্য নহেন—শিক্ষক। আশ্বতরাশ্বি বুড়িলকে (ইঁহার সহিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষি অশ্বতরের কোনও সম্বন্ধ আছে না কি ?) গায়ত্রীর "তুরীয় দর্শত পদ" গূঢ়তম রহস্য উপদেশ করিতেছেন। সে পদের স্তুতি করিয়া ঋষি বলিতেছেন, ইহা "পরোরজাঃ"—অজ্ঞানতিমিরের অতীত। ইহা জানিলে সাধক শুদ্ধ, পূত, অজর, অমর হয়।

"এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা * * এবং * যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎ সংপায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরোঽমৃতঃ সম্ভবতি।"—বৃ ৫।১৪।৮

এই গায়ত্রীর উচ্চতত্ত্ব বিবৃত করিয়া বৃহদারণ্যকের ঋষি বলিতেছেন,—

এতদ্ধ বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিমুবাচ যন্নু হো তদ্গায়ত্রীবিদব্রূথা অথ কথং হস্তীভূতো বহসীতি মুখং হ্যস্যাঃ সম্রাণ্ন বিদাঞ্চকারেতি।—বৃ ৫।১৪।৮

'বৈদেহ জনক বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—তুমি যদি গায়ত্রীবিৎ, তবে হস্তী হইয়া বহন করিতেছ কেন ? (ইহা বোধ হয় রূপক)। বুড়িল বলিলেন,—সম্রাট্, আমি গায়ত্রীর মুখ জ্ঞাত নহি। উত্তরে জনক বলিলেন,—

অগ্নিরেব মুখং। যদি হ বা অপি বহ্বিবাগ্নাবভ্যাদধতি সর্ব্বমেব তৎ সন্দহত্যেবং হৈবৈবংবিদ্যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে সর্ব্বমেব তৎ সংপ্সায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরোঽমৃতঃ সম্ভবতি। বৃ ৫।১৪।৮

"অগ্নিই গায়ত্রীর মুখ। যেমন অগ্নিতে বহু ইন্ধন দিলেও অগ্নি সমস্ত

দগ্ধ করে, সেইরূপে গায়ত্রীবিৎ বহু পাপ করিলেও সে সমস্ত বিধূত হইয়া তিনি শুদ্ধ, পূত, অজর, অমর, অমৃত হয়েন।"

এইরূপে বৈদেহ-জনক বুড়িলকে গায়ত্রীর গূঢ়রহস্য উপদেশ করিয়াছিলেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রবাহণ জৈবলি নামে এক ক্ষত্রিয় রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম অধ্যায়ের অষ্টম খণ্ডে লিখিত আছে যে, প্রবাহণ জৈবলি এবং শিলক ও দাল্‌ভ্য নামক দুই জন ব্রাহ্মণ উদ্গীথে নিপুণ ছিলেন। এক দিন তাঁহারা তিন জনে মিলিত হইয়া উদ্গীথের রহস্য-কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। (উদ্গীথ সামবেদের নিগূঢ় মন্ত্র—স্বর-রহস্য)। প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন,—"আপনারা উভয়ে ব্রাহ্মণ, আপনারা অগ্রে বলুন, আমি শ্রবণ করি।"

ভগবন্তৌ অগ্রে বদতাম্। ব্রাহ্মণয়োর্বদতো বাচম্ শ্রোষ্যামি।—ছা ১।৮।২

তখন প্রবাহণ জৈবলি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণদ্বয় কতক দূর অগ্রসর হইয়া নীরব হইতে বাধ্য হইলেন। কারণ, উদ্গীথের "উপনিষদ্" তাঁহাদের বিদিত ছিল না। তখন প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন,—

অন্তবৎ বৈ কিল তে সাম।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"ইহার অধিক আমি জ্ঞাত নহি। আপনার নিকট হইতে জানিতে ইচ্ছা করি।"

"হন্ত অহম্ এতদ্ ভগবত্তো বেদানি"।—ছা ১।৮।৮

তখন প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাদিগকে উদ্গীথের রহস্য প্রকাশ করিলেন। সেই রহস্যের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন,—

তং হৈতং অতিধন্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায় উক্ত্বোবাচ।—ছা ১।৯।৩

ইহা হইতে জানা যায় যে, উত্তরকালে অতিধন্বা শৌনক (নামের

বিশেষণ হইতে মনে হয়, ইনিও ক্ষত্রিয় ছিলেন) উদরশাণ্ডিল্যকে এই বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।

এই প্রবাহণ জৈবলির আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে পুনরায় সাক্ষাৎ পাই। সেখানে জীবের উৎক্রান্তি (মৃত্যুর পর পরলোকগতি ও পুনর্জন্মরহস্য) রাজা জৈবলি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইতেছে, দেখা যায়। এই রহস্যবিদ্যার নাম পঞ্চাগ্নিবিদ্যা। বৈদিকযুগের প্রারম্ভে এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা গোপ্য রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত। পঞ্চম অধ্যায়ের বিবরণ এইরূপ :—অরুণের পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদিগের পরিষদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন,—"কুমার, তোমার পিতা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন কি ?" শ্বেতকেতু বলিলেন,—"হাঁ মহাশয় !" তখন প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাকে একে একে জীবের উৎক্রান্তি, দেবযান, পিতৃযানপথ ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে পর পর পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্বেতকেতু প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"ন ভগব"—"না মহাশয়, আমি জানি না।" তখন জৈবলি বলিলেন,—"যদি এ সকল তত্ত্ব না জান, তবে কেমন করিয়া বলিলে যে, তুমি শিক্ষিত হইয়াছ ?" শ্বেতকেতু মহালজ্জিত হইয়া পিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন, এবং পিতাকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন,—"সে ক্ষত্রিয়বন্ধু আমাকে পর পর পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিল। আমি একটীরও উত্তর দিতে পারিলাম না। আপনি আমাকে কেমন শিক্ষিত করিয়াছেন ?" পিতা বলিলেন,—"এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমিও জানি না। যদি জানিতাম, তবে কি তোমাকে না বলিতাম ?"

---

* পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নান্ অপ্রাক্ষীৎ তেষাং নৈকং চ নাশকং বিবক্তুমিতি স হোবাচ যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাহমেষাং নৈকং চ ন বেদ যদ্যহমিমানবেদিষ্যং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি।—ছা ৫।৩।৫

তখন পিতাপুত্রে রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"ভগবন্ গৌতম, আপনি কি বিত্তের অভিলাষ করেন ?" গৌতম বলিলেন,—"হে রাজন্, আমি মানুষের বিত্ত আকাঙ্ক্ষা করি না। আপনি আমার পুত্রকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর প্রদান করুন।"

স হ কৃচ্ছ্রী বভূব তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ।—ছা ৫।৩।৭

অর্থাৎ, গৌতমের প্রার্থনা শুনিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে বলিলেন,—'কিছুদিন অপেক্ষা করুন।" তাহার পর বলিলেন, "হে গৌতম, আপনি যে বিদ্যা আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন,—এ বিদ্যা আপনার পূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই। সেই জন্যই সমস্ত লোক ক্ষত্রিয়ের শাসনাধীন।" পরে রাজা গৌতমকে সেই পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ করিলেন, এবং উপদেশান্তে বিদ্যার স্তুতি করিয়া বলিলেন, "যিনি এই পঞ্চ অগ্নি জ্ঞাত হন, তিনি পতিতের সহিত সহবাসেও পাপলিপ্ত হন না। যিনি এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা লাভ করেন, তিনি শুদ্ধ, তিনি পূত, তিনি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন।"

এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, অধ্যাত্ম সম্বন্ধে এই নিগূঢ় তত্ত্ব পূর্ব্বকালে জৈবলির মত ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও, ব্রাহ্মণেরা তাহা লাভ করিতে পারেন নাই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ দৃষ্ট হয়। এখানেও এই বিদ্যার উপদেষ্টা প্রবাহণ জৈবলি।

---

* অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ্মনা লিপ্যতে। শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ।—ছা ৫।১০।১০

বৃহদারণ্যকের বিবরণ ও ছান্দোগ্যের বিবরণে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কেবল দুই এক স্থলে তাহার কিছু তারতম্য। প্রবাহণ জৈবলি শ্বেতকেতুর পিতা গৌতমকে বলিতেছেন,—

স হোবাচ যথা নস্ত্বং গৌতম মাপরাধাস্তব চ পিতামহা যথেয়ং বিদ্যেতঃ পূর্ব্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি কো হি ত্বৈবং ব্রুবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতুমিতি।—বৃ ৬।২।৮

অর্থাৎ, "হে গৌতম, আমার অপরাধ লইবেন না। এই বিদ্যা ইতিপূর্ব্বে কখনও কোনও ব্রাহ্মণ লাভ করেন নাই; কিন্তু আপনার মত যোগ্য ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা কঠিন। অতএব আপনাকে এই বিদ্যা উপদেশ করিব।"

ঋগ্বেদীয় কৌষীতকী উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে আমরা এই বিদ্যার আবার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে ইহার উপদেষ্টা গর্গবংশী পাঞ্চাল ক্ষত্রিয়-রাজা চিত্র। তিনি গৌতমপুত্র শ্বেতকেতুকে জীবের পরলোকগতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্বেতকেতু বলিলেন,—

"নাহমেতৎ বেদ।" আমি ইহা জানি না। "হন্ত আচার্য্যং পৃচ্ছামি।" আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি।

শ্বেতকেতু পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে পিতা বলিলেন,—"অহমপি এতন্ন বেদ"—"আমিও ইহা জানি না।" তখন তিনি শিষ্যরূপে সমিৎহস্তে রাজা চিত্রের সমীপস্থ হইলেন, এবং চিত্রের নিকট হইতে এই গূঢ় রহস্যের বিবরণ অবগত হইলেন।

"স হ সমিৎ-পাণিশ্চিত্রং গার্গ্যায়ণিং প্রতিচক্রম উপায়ানীতি তং হোবাচ ব্রহ্মার্হোঽসি গৌতম যো মানুপাগা এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি।"

বৃহদারণ্যকে উপনিষদ্-রহস্যের উপদেশকর্ত্তা আর এক ক্ষত্রিয় রাজার আমরা সাক্ষাৎ পাই। তাঁহার নাম অজাতশত্রু। তিনি

বেদবিদ্যাভিমানী দৃপ্ত বালাকির দর্প চূর্ণ করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে তাঁহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে ;—গর্গবংশীয় দৃপ্ত বালাকি কাশীরাজ অজাতশত্রুর সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—"ব্রহ্ম তে ব্রবাণি"—"তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব।" অজাতশত্রু বলিলেন,—"বেশ।" তখন বালাকি পর পর সূর্য্যে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, সলিলে, আদর্শে ব্রহ্মের সত্তা তিনি যত দূর অবগত ছিলেন, একে একে বিবৃত করিলেন। প্রত্যেক বিবরণের পর অজাতশত্রু রাজা রামরায়কে মহাপ্রভু যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ বলিলেন,—

ইহ বাহ্য, কহ পরে আর। "স হ তূষ্ণীমাস গার্গ্যঃ।"—বৃহ ২।১।১৩

তখন দৃপ্ত বালাকি নীরব হইলেন।

অজাতশত্রু বলিলেন,—"এই পর্য্যন্ত।" বালাকি বলিলেন,—"হাঁ, এই পর্য্যন্ত।" অজাতশত্রু বলিলেন,—"নৈতাবতা বিদিতং ভবতি"—"ইহার দ্বারা জানা গেল না।" তখন বালাকি বলিলেন,—"তবে আপনি আমাকে উপদেশ করুন।"—

স হোবাচ গার্গ্যঃ উপ ত্বা যানীতি।—বৃহ ২।১।১৪

স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং বৈ তদ্ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি। ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামি।—বৃহ ২।১।১৫

অজাতশত্রু বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য উপস্থিত হইবেন;—ইহা বিপরীত ব্যাপার। যাহা হউক, আপনাকে বলিতেছি।" তখন রাজা অজাতশত্রু জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিনি অবস্থার পরিচয় দিয়া জীব-ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদন করিলেন।

কৌষীতকী উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়েও আমরা এই অজাতশত্রু-বালাকি-সংবাদের বিবরণ প্রাপ্ত হই। এই বিবরণ মূলতঃ বৃহদারণ্যকের অনুগত। কেবল স্থানে স্থানে ভাষাগত প্রভেদ। সেখানেও ক্ষত্রিয়

অজাতশত্রু ব্রাহ্মণ বালাকিকে উপনিষদের নিগূঢ় রহস্য উপদেশ করিতে-ছেন। কৌষীতকী উপনিষদের বিবরণ এইরূপ ;—

তত উ হ বালাকিঃ সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রম উপায়ানীতি তং হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপমেব তৎ স্যাদ্যৎ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। এহি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি।

—কৌষীতকী, ৪।১৮

"তখন বালাকি সমিৎ-হস্তে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন,—'আমাকে উপদেশ করুন।' অজাতশত্রু বলিলেন যে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের 'উপনয়ন' করিবে, ইহা বিপরীত ব্যবহার। তথাপি আপনাকে উপদেশ করিব।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে আর এক জন উপনিষদের রহস্যবেত্তা ক্ষত্রিয়-রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাঁহার নাম অশ্বপতি কৈকেয়। তিনি পাঁচ জন "মহাশাল মহাশ্রোত্রিয়" ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের গুরুস্থানীয় ভগবান্ আরুণিকে বৈশ্বানর আত্মার (universal self) উপদেশ করিয়াছিলেন। ঐ বিবরণের আরম্ভ এইরূপ ;—

প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি ॥১॥

তে হ সম্পাদয়াঞ্চক্রুরুদ্দালকো বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥২॥

স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াস্তেভ্যো ন সর্ব্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্যমভ্যনুশাসানীতি ॥৩॥

তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥৪॥

তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ ন মে

স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু মে ভগবন্ত ইতি ॥৫॥

তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেৎ তং হৈব বদেদাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি ॥৬॥

তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ ॥৭॥

"উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভল্লভীপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, সর্ব্বরাক্ষপুত্র জনক ও অশ্বতরাশ্বপুত্র বুড়িল, এই পাঁচ জন মহাশ্রোত্রিয় মহাগৃহস্থ ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন,—আমাদের আত্মা কি? ব্রহ্ম কি? তাঁহারা স্থির করিলেন যে, 'অরুণপুত্র উদ্দালকই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন। এস, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি।' তাঁহারা উদ্দালকের নিকট গমন করিলেন। উদ্দালক ভাবিতে লাগিলেন,—এই সকল মহাশ্রোত্রিয় মহাগৃহস্থ আমাকে প্রশ্ন করিবেন, আমি সে প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিব না; অতএব অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। তিনি বলিলেন,—'মহাশয়গণ, অশ্বপতি কৈকেয় সম্প্রতি বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন। চলুন, তাঁহার নিকট যাওয়া যাক।' তাঁহারা অশ্বপতির নিকটে গেলেন। অশ্বপতি প্রত্যেককে স্বতন্ত্র পূজা করিলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—'আমার রাজ্যে কোনও চোর নাই, কৃপণ নাই, মদ্যপায়ী নাই, অনগ্নি নাই, অবিদ্বান্ নাই, পরদারী নাই, স্বৈরিণী নাই। হে মহাশয়গণ, আমি যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছি প্রত্যেক ঋত্বিক্‌কে যে ধন দিব, আপনারাও তাহাই পাইবেন। আপনারা এখানে অবস্থান করুন।' তাঁহারা বলিলেন,—'যে জন্য আমরা

আসিয়াছি, আপনাকে বলা আবশ্যক। সম্প্রতি আপনি বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন। উহা আমাদের উপদেশ করুন।' রাজা বলিলেন—'কাল উত্তর দিব।' পরদিন প্রভাতে তাঁহারা সমিৎ-হস্তে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদের উপনয়ন-সংস্কার না করিয়াই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে আমরা আর এক জন ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের উপদেশের বিবরণ প্রাপ্ত হই—

"অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ।" "হে ভগবন্, আমাকে উপদেশ করুন।" এই বলিয়া নারদ সনৎকুমারের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। সনৎকুমার দেব-ক্ষত্রিয়। "ভগবান্ সনৎকুমারঃ তং হ স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে।" সনৎকুমার দেব-সেনাপতি—স্কন্দ। নারদ শিষ্যভাবে তাঁহার সমীপস্থ হইলে সনৎকুমার বলিলেন,—"তুমি যত দূর বিদ্যালাভ করিয়াছ—তাহা আমাকে বল। তাহার উপর যাহা, তাহা আমি উপদেশ করিব।" নারদ বলিলেন,—"আমি ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, রাশি, দৈব, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা ইত্যাদি সমস্ত বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি মন্ত্রবিৎমাত্র, আত্মবিৎ নহি।"

সোঽহং ভগবঃ শোচামি। তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু।—ছা ৭।১।৩

"হে ভগবান্, তথাপি আমি শোকের অধীন। আমাকে শোকের পারে উত্তীর্ণ করুন।" তখন ভগবান্ সনৎকুমার সোপানে সোপানে উঠিয়া নারদকে ভূমা-তত্ত্বের উপদেশ করিলেন। কারণ, 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।' ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। এই ভূমাই ব্রহ্ম। সনৎকুমার বলিতেছেন,—

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম্।—ছা ৭।২৫।১

তিনিই অধে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনিই এই নিখিল। এইরূপে দেব-ক্ষত্রিয় সনৎকুমার ব্রাহ্মণ নারদকে তমসের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন।

তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ।—ছা ৭।২৬।২

ব্রহ্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়েরা উপনিষদের যে সকল তত্ত্ব প্রচারিত করিয়াছিলেন, সে সমস্তেরই বিবরণ যে উপনিষদে রক্ষিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না; কিন্তু আমরা উপরে যে সকল বিবরণের উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতে ক্ষত্রিয়ের উপদিষ্ট তত্ত্বসমূহের প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে কিরূপ পরিচয় পাওয়া গেল? আমরা দেখিয়াছি যে, কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে প্রবাহণ জৈবলি উদ্গীথের ও বৈদেহ-জনক গায়ত্রীর গূঢ় রহস্য (যাহাকে উপনিষদ্ বলা হইত) বিবৃত করিতেছেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, জীবের উৎক্রান্তি, গতাগতি ও পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব যে রহস্য-বিদ্যায় নিবদ্ধ ছিল, ক্ষত্রিয়রাজা প্রবাহণ জৈবলি ও চিত্র গার্গ্যায়ণি সেই নিগূঢ় পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপদেশ করিতেছেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, অশ্বপতি কৈকেয়—

"কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম"

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া ব্রহ্ম=আত্মা জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদক এই আর্য্য সত্যের প্রচার করিতেছেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ক্ষত্রিয়-রাজা অজাতশত্রু বেদবিদ্যাবিৎ বালাকিকে বৈশ্বানর আত্মার গূঢ় রহস্য বিবৃত করিতেছেন, এবং সর্ব্বশেষে আমরা দেখিয়াছি যে, দেবক্ষত্রিয় সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে ভূমা-ব্রহ্মের ব্যাখ্যা করিয়া—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"

ব্রহ্মবিদ্যার এই চরম উপদেশ বিবৃত করিতেছেন। অতএব, এরূপ বলা অসঙ্গত হইবে না যে, উপনিষদে ক্ষত্রিয়ের প্রভাব বিশিষ্টভাবে বিদ্যমান।

এই ব্যাপার দেখিয়া, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-রাজারা ব্রাহ্মণদিগকে উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ উপদেশ করিতেছেন দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই ব্যাপারের কারণ নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশে নানা কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। অধ্যাপক ডয়েসন্ তাঁহার উপনিষদ্-গ্রন্থে এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন।—* "উপনিষদের প্রচারিত আত্মতত্ত্বের সহিত বেদের কর্ম্মকাণ্ডের এতই বিরোধ যে,

---

* As a matter of fact the doctrine of the Atman standing, as it did, in such sharp contrast to all the principles of the vedic ritual, though the original conception may have been due to Brahmanas was taken up and cultivated primarily, not in Brahmana but in Kshatriya circles and was first adopted by the former in later times. That this teaching with regard to the atman was studiously withheld from them ; that it was transmitted in a narrow circle among the Kshatriyas to the exclusion of the Brahmanas ; that in a word it was Upanishad,—*Philosophy of the Upanishads, p. 19.*

অন্যত্র ডয়েসন্ এইরূপ লিখিয়াছেন—This antagonism of the atman doctrine to the sacrificial cult leads us to anticipate that at the first it would be greeted with opposition by the Brahmanas * * This antagonism may have been the reason why the doctrine of the Atman, although originally proceeding from Brahmanas like Jagnavalka received its earliest fostering and development in the more liberal-minded circles of the Kshatriyas ; while among the Brahmanas it was on the contrary shunned for a long period as a mystery (Upanishad) and continued therefore to be withheld from them—*Ibid, p. 396.*

এই আত্মবিদ্যা—যাহা পরবর্ত্তী কালে উপনিষৎসমূহে নিবদ্ধ হইয়াছিল—সেই বিদ্যা কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় ব্রাহ্মণসমাজে আদর লাভ করিতে পারে নাই। ইহা উপনিষদ্-(রহস্য)-রূপে মনীষী ক্ষত্রিয়সমাজের মধ্যে গুপ্ত-ভাবে প্রচারিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার দূরে দূরে রহিতেন। অতএব ইহা বিচিত্র নহে যে, পরবর্ত্তী কালে যখন ব্রাহ্মণেরা এই বিদ্যালাভের জন্য ব্যগ্র হইলেন, তখন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।" জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে মতের বিরোধ আছে সত্য। যিনি আত্মতত্ত্বের অধিকারী, যিনি জীব-ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি জগৎকে মায়ার বিলাস বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করা অসম্ভব। কিন্তু অধিকারিভেদে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের সামঞ্জস্য-বিধান অসম্ভব নহে। সেই জন্য প্রাচীন আর্য্যসমাজের বিধান ছিল যে, মনুষ্যজীবন চারি ভাগে বিভক্ত হইবে—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। "ব্রহ্মচারী ভূত্বা গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।" অর্থাৎ, মনুষ্য প্রথমে ব্রহ্মচারী হইবে, পরে গৃহস্থ হইবে, পরে বনচারী বান-প্রস্থ হইবে, এবং পরিশেষে প্রব্রজ্যা করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। এই সন্ন্যাস-দশাতেই জীব আত্মবিদ্যার অধিকারী হইত। তখন তাঁহার পক্ষে কর্ম্মকাণ্ড বেদের বিধি-নিষেধের অপেক্ষা থাকিত না। তখন তাঁহার পক্ষে কর্ম্মের প্রয়োজনও থাকিত না, সম্ভাবনাও থাকিত না। এইরূপ সাধককে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন,—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদ্ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেবাতিসন্তুষ্টঃ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥—গীতা ৩।১৭।

"যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, তাঁহার পক্ষে কোনও কার্য্য নাই।"

উপনিষদে কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দাসূচক যে সকল বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহার প্রয়োগ এইরূপ আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসীর পক্ষে। প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজে যে এইরূপ সন্ন্যাসীর একান্ত অভাব ছিল, এরূপ ভাবিবার কি কারণ আছে? বরং ইহাই মনে করা সঙ্গত যে, যেমন ক্ষত্রিয়সমাজে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয় শ্রেণীরই লোক ছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণসমাজেও কর্ম্ম-কাণ্ড-নিরত ও আত্মবিদ্যারত উভয় শ্রেণীরই লোক ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য, পিপ্পলাদ, অরুণি (শ্বেতকেতুর পিতা) এইরূপ আত্মবিদ্যারত ব্রাহ্মণের নিদর্শন। অতএব কর্ম্মকাণ্ডরত বলিয়া ব্রাহ্মণসমাজে আত্মবিদ্যা সমাদৃত হয় নাই, ইত্যাদি পাশ্চাত্য মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। অথচ উপনিষদ্ হইতে আমরা এ ব্যাপারও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ব্রহ্মবিদ্যার নিগূঢ় উপদেশসমূহ ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রাহ্মণেরাই লাভ করিতেছেন। এ ব্যাপারের প্রকৃত কারণ কি?

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঋষিদিগের মতে, ভগবানই সমস্ত বিদ্যার প্রবর্ত্তক। তিনিই সমস্ত প্রজ্ঞা, সমস্ত জ্ঞানের আদি।

প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।—শ্বেত, ৪।১৮

"তাঁহা হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল।" সেই জন্য পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন,—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্"—[যোগসূত্র; ১।২৫] "তাঁহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতার বীজ রহিয়াছে।" অতএব ভগবানকে শাস্ত্রযোনি বলে [শাস্ত্রযোনিত্বাৎ *—ব্রহ্মসূত্র; ১।১।৩]। সেইজন্য বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে,—

---

* মহতো ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য অনেক বিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম।—ঐ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য।

অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতদ্‌যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি।—বৃহ ২।৪।১০

অর্থাৎ, "যেমন বিনা প্রযত্নে প্রাণিগণের নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সমস্ত বিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, যজ্ঞবিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান—সমস্ত বিদ্যাই সেই মহান্ ভূত (ব্রহ্ম) হইতে প্রবাহিত হইয়াছে।" সেই জন্য ঋষিরা বলেন—বেদ নিত্য। কেহ কেহ ইহার এইরূপ অর্থ করেন যে, বেদের শব্দ বা ভাষা চিরস্থায়ী। অর্থাৎ, বেদ এখন যে আকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে, অনাদিকাল হইতে সেইরূপই ছিল, এবং চিরকাল সেইরূপই থাকিবে। এ মত যুক্তিসহ নহে। ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য অনেক কষ্টকল্পনার সাহায্য লইতে হয়; অথচ বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বেদের শব্দ বা ভাষাকে নিত্য বলা অনাবশ্যক। সেই জন্য পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন যে, বেদের শব্দ নিত্য নহে, অর্থই (contents বা idea) নিত্য। ইহাই বিদ্যা। এই বিদ্যা চিরদিনই আছে, এবং চিরদিনই থাকিবে। তাহা নিত্য, তাহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। ঋষিরা ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা এই বিদ্যা দর্শন করেন মাত্র। এই দর্শনের পূর্ব্বেও এই বিদ্যা বিদ্যমান ছিল, পরেও থাকিবে। "ঋষ্ দর্শনে।" ইহাই ঋষি নামের সার্থকতা। অর্থাৎ, ঋষিরা বেদের দ্রষ্টা, বিদ্যার আবিষ্কারকর্ত্তা বা প্রচারক—প্রবর্ত্তক নহেন। কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বেও আমেরিকা বিদ্যমান ছিল। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বেও মাধ্যাকর্ষণ সম্পূর্ণবলে নিজের শক্তি প্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু সে শক্তি ইয়োরোপে তখনও কেহ দর্শন করেন নাই। অতএব এ বিদ্যার দ্রষ্টা বা আবিষ্কারকর্ত্তা নিউটন। এইরূপ বস্তুতঃ

জ্ঞানম্‌ অনন্তং ব্রহ্ম (ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ)—এই বিদ্যা তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও ছিল। কোনও ঋষি ধ্যানদৃষ্টিবলে এই সত্য সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রচার করিলেন। তিনি এই আর্য্য-সত্যের দ্রষ্টামাত্র। সে সত্য নিত্য, সে বেদ অনাদি। অশরীরিভাবে এই বিদ্যা পূর্ব্বাপর বিদ্যমান ছিল। ঋষি তাহাকে শরীর দান করিলেন মাত্র।

এই অশরীরি-বিদ্যাকে শাস্ত্রকারেরা স্ফোট বলিতেন। এই স্ফোটবাদের সহিত প্লেটোর (Palto) প্রচারিত "idea" বাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। স্ফোটরূপে যেমন বেদ নিত্য, idea রূপে সেইরূপ বিদ্যা নিত্য। প্রলয়-কালে এই স্ফোট বা idea ভগবানে অব্যক্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির পরে ইহা আবার ব্যক্ত বা ব্যঞ্জিত হয়।

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্‌ বেদান্‌ সেতিহাসান মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বং সমাদিষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥—শঙ্করোদ্ধৃত বচন।

"যুগান্তে বেদ, ইতিহাস প্রভৃতি যে বিদ্যা অন্তর্হিত হইয়াছিল, মহর্ষিগণ ব্রহ্মার আদেশক্রমে তপস্যা দ্বারা সেই বিদ্যা পুনঃপ্রাপ্ত হন।"

এই মহর্ষিগণ পূর্ব্বকল্পের সিদ্ধ মহাপুরুষ। এখন যে সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার পূর্ব্বে অনেকবার সৃষ্টি ও প্রলয়ের পর্য্যায়ক্রমে অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এক এক সৃষ্টির অবসানে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন সমস্ত বিশ্ব ভগবানে তিরোহিত হয়। সেই অবস্থায় পূর্ব্বতন সৃষ্টি-নাটকের অভিনেতা—সকল জীব, ভগবানে বিলীন হইয়া থাকেন; পরে প্রলয়ের অবসানে যখন আবার সৃষ্টির আরম্ভ হয়, তখন সেই সমস্ত জীব ভগবান্‌ হইতে পৃথক্‌ হইয়া আবার রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হন। পূর্ব্বকল্পের অবসানে যে সকল জীবন্মুক্ত মহর্ষিগণ একীভূত হইয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কল্পে তাঁহারা জগতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আবার

আবির্ভূত হন। কপিল, ঋষভদেব, ব্যাস, বশিষ্ঠ প্রভৃতি—এইরূপ নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত মহাপুরুষ। তাঁহারা জগতের হিতার্থে আবার দেহধারণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থাদির প্রচার করেন। কিন্তু ভগবান্ই বেদের, বিদ্যার আদিপ্রবর্ত্তক। তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মা এই বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হন।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৮

"ভগবান্ প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদসমূহ প্রদান করেন।" * বেদ বিদ্যার নামান্তর।

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।—শ্বেত, ৫।২

"ভগবান্ প্রথমজাত কপিলবর্ণ ঋষিকে (ব্রহ্মাকে) জ্ঞানসমূহের দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন।"

ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা যে প্রথমতঃ বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে কয়েক স্থলে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে,—

"সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভুব্রহ্মণে নমঃ।"—বৃ ২।৬।৩, ৪।৬।৩
"কাষবেয়ঃ প্রজাপতেঃ প্রজাপতিব্র হ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভুব্রহ্মণে নমঃ।"—বৃ ৬।৫।৪

---

* ভাগবত ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

'সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার ধ্যান করি, যিনি আদিকবির (ব্রহ্মার) হৃদয়ে বেদ সঞ্চারিত করেন, (যে বেদ সুধীগণেরও দুর্বোধ্য), এবং যিনি স্বাপন স্বপ্রকাশ জ্যোতিতে অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত করেন।"

অর্থাৎ, স্বয়ম্ভূ ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা প্রথমে এই বিদ্যা লাভ করেন। ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি, প্রজাপতি হইতে সনগ প্রভৃতি এই বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হন।

যে পূর্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তদ্ বিদুস্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ।

তদ্‌বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তদ্‌ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।—শ্বেত ৫।৬।

"এই বেদের রহস্য উপনিষদে নিগূঢ় বিদ্যা (যাহা ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত), সেই বিদ্যা ব্রহ্মা অবগত হন। যে সকল দেবতা ও ঋষিগণ পূর্ব্বে সেই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তন্ময় হইয়া অমরত্ব লাভ করিলেন।" ব্রহ্মার নিকট হইতে শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে এই বিদ্যা জগতে প্রচারিত হয়। সেই জন্য পতঞ্জলি ভগবান্‌কে বলিয়াছেন,—

স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।—যোগসূত্র, ১।২৬

"ভগবান্ কালের অতীত; সেই জন্য তিনি পুরাতন গুরুগণেরও গুরু।" ব্রহ্মা হইতে কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হইয়াছিল, মুণ্ডক উপনিষদে তাহার এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে;—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।

স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্, অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।

স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥

—মুণ্ডক, ১।১।১-২

'বিশ্বস্রষ্টা, জগদ্‌ভর্ত্তা, আদিদেব ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা আপন জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে কহিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মবিদ্যা অথর্ব্বা পুরাকালে অঙ্গিরকে দান করেন। অঙ্গির্ সেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ভারদ্বাজ সত্যবাহকে, এবং সত্যবাহ অঙ্গিরাকে দান করেন।' এবং অঙ্গিরা ঋষিই ব্রহ্মবিদ্যার ঐ অংশ ভারতবর্ষে প্রচার করেন। মুণ্ডক উপনিষদের শেষে কথিত হইয়াছে যে, এই সত্য, ঋষি অঙ্গিরা পুরাকালে বলিয়াছিলে

(তদেতৎ সত্যম্ ঋষিরঙ্গিরা পুরোবাচ)। এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

এতদ্ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ। প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ।

—ছান্দোগ্য, ৩।১১।৪ ; ৮।১৫।১

অর্থাৎ, 'এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মা প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি মনুকে, এবং মনু মানবগণকে।'

এইভাবে শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা জগতে প্রচারিত হয়। এইরূপে গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে জ্ঞানের প্রবাহকে সম্প্রদায় বলে। যাহাতে এইরূপ সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ না ঘটে, বিদ্যা পরম্পরায় নির্ব্বিঘ্নে প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রাচীনেরা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। যে বিদ্যা বা জ্ঞান সম্প্রদায়-বর্জ্জিত—যাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের ভাবনা বা কল্পনাপ্রসূত, তাহার প্রতি তাঁহাদের বিশেষ আস্থা ছিল না। সেই জন্য উপনিষদে অনেক স্থলেই সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কে কোন্ বিদ্যাকে প্রথম প্রচারিত করিয়াছিলেন, তাঁহা হইতে কিরূপে সেই বিদ্যার প্রবাহ প্রবাহিত হইল, অনেক স্থলে তাহার বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে, দেখা যায়। এইরূপ সম্প্রদায়ের উল্লেখকে বংশব্রাহ্মণ বলে। বৃহদারণ্যকের ২।৬, ৪।৬, ৬।৬ ও ৬।৫ অংশ ঐরূপ বংশব্রাহ্মণ। ঈশ উপনিষদের ঋষি বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্ বিচচক্ষিরে॥—ঈশ, ১০।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে অপূর্ব্ব কর্ম্মযোগ তিনি অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন, তাহা পুরাকালের রাজর্ষি-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল।—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতাযোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ॥—গীতা, ৪।১-৩

"এই অব্যয় যোগ আমি বিবস্বান্‌কে উপদেশ করিয়াছিলাম। বিবস্বান্ মনুকে, এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। এই রূপে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত এই যোগ পূর্ব্বে রাজর্ষিরা অবগত ছিলেন। কিন্তু ইহা দীর্ঘকালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অদ্য তোমাকে সেই পুরাতন যোগ আমি পুনরায় উপদেশ করিলাম।"

গীতাতে এই বিদ্যাকে রাজবিদ্যা বলা হইয়াছে। "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রম্ ইদমুত্তমম্।" শ্রীশঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"বিদ্যানাং রাজা রাজবিদ্যা।" তাঁহার মতে ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহার নাম রাজবিদ্যা। কিন্তু রাজবিদ্যার অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি অসঙ্গত নহে। উপনিষদের বিবরণে আমরা দেখিয়াছি যে, এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজর্ষি-সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত ছিল, এবং উপনিষদের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ক্ষত্রিয়-রাজারাই ব্রাহ্মণদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মবিদ্যার সুসঙ্গত নাম রাজবিদ্যা। এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ভগবান্ বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, এ বিদ্যাকে কেন রাজবিদ্যা বলিত, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকে না।

অতো মাং ঈশ্বরঃ সৃষ্ট্বা জ্ঞানেনাযোজ্যতাসকৃৎ।
বিসসর্জ্জ মহীপীঠং লোকস্যাজ্ঞানশান্তয়ে॥
অধ্যাত্মবিদ্যা তেনেয়ং পূর্ব্বং রাজসু বর্ণিতা।
তদনু প্রসৃতা লোকে রাজবিদ্যেত্যুদাহৃতা॥
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ অধ্যাত্মজ্ঞানমুত্তমম্।
জ্ঞাত্বা রাঘব রাজানঃ পরাং নির্দ্দুঃখতাং গতাঃ॥

—যোগবাশিষ্ঠ; মুমুক্ষুপ্রকরণ; ১১।৭।১৭-১৮

"পরে ভগবান্ আমাকে সৃষ্টি করিয়া তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন করিলেন, এবং লোকের অজ্ঞান-নিবৃত্তি জন্য মহীতলে প্রেরণ করিলেন। * * * * এই অধ্যাত্মবিদ্যা পূর্ব্বে রাজাদিগকে উপদিষ্ট হইয়াছিল, এবং সেই রাজগণ হইতেই লোকে প্রচারিত হইল ; সেই জন্য ইহার নাম রাজবিদ্যা। এই উত্তম গুহ্যতম অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া রাজগণ পরম দুঃখের সীমা অতিক্রম করেন।"

এই বিবরণই সঙ্গত মনে হয়। ইহার সহিত গীতোক্ত বিবরণের ও উপনিষদেব বিবরণের সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। রাজর্ষি-সম্প্রদায়ে প্রবাহিত রহস্যবিদ্যা কর্ম্মকাণ্ডরত কর্ম্মকাণ্ডবেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের অপরিজ্ঞাত থাকা অসম্ভব নহে। এ বিদ্যালাভের জন্য তাঁহারা রাজর্ষিদিগের সমীপস্থ হইবেন, এবং সমিৎ-হস্তে শিষ্যভাবে তাঁহাদের নিকট বিদ্যা যাচ্ঞা করিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

"নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা।"

"নীচ হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে।" এই উপদেশের অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ যে উপনিষদ্-যুগে উচ্চ রাজর্ষিদিগের নিকট হইতে সর্ব্বোত্তম বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিবেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। এই সঙ্গত ব্যাপারের মীমাংসা করিবার জন্য পাশ্চাত্যগণ এ সম্বন্ধে যে কষ্টকল্পনার সাহায্য লইয়াছেন, তাহার অনুমোদন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যায় না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যা।

প্রাচীন ভারতের ঋষি-সমাজে যে জ্ঞানের প্রবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার সাধারণ নাম দেওয়া হইত বিদ্যা। বিদ্যা অবিদ্যার বিপরীত।

নানা তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ।—ছান্দোগ্য, ১।১।১০

অবিদ্যা যদি অজ্ঞান, তবে বিদ্যা বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞান। অবিদ্যা ক্ষর, বিদ্যা অক্ষর।

ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা।—শ্বেতাশ্বতর, ৫।১

কারণ, বিদ্যার ফলে অমৃতত্ব লাভ হয়।

বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং।—কেন, ১২

অবশ্য যে বিদ্যার ফলে অমরত্ব লাভ হয়, সে বিদ্যা সাধারণ জ্ঞান নহে; তাহা তত্ত্বজ্ঞান। সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিজনিত, তত্ত্বজ্ঞান বোধজনিত। সাধারণ জ্ঞানের চরম অবস্থা বিজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানের বিকশিত অবস্থা প্রজ্ঞান।

প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ।—কঠ, ২।২৪

প্রাচীন ভারতে এই বিদ্যা নানা বিভাগে বিভক্ত ছিল। বিষ্ণুপুরাণকার বিদ্যার অষ্টাদশ 'বভাগের উল্লেখ করিয়াছেন।

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥

অর্থাৎ চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ), মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও অর্থ-শাস্ত্র—বিদ্যার এই অষ্টাদশ ভেদ। ছান্দোগ্য উপনিষদের সনৎকুমার-নারদ-সংবাদ হইতে প্রাচীন ভারতে বিদ্যা-বৈচিত্র্যের আমরা কতক আভাস পাইয়াছি। এক উপনিষদেই নানা বিদ্যাভেদের পরিচয় পাওয়া যায়: যেমন ছান্দোগ্যের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, তৈত্তিরীয়ের বারুণী বিদ্যা, বৃহদারণ্যকের মধুবিদ্যা ইত্যাদি।

বিদ্যা নানা বৈচিত্র্যে বিভিন্ন হইলেও প্রাচীনেরা ইহাকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতেন। এই ভাগদ্বয়ের নাম ছিল অপরা ও পরা।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে * * পরা চৈবাপরা চ।—মুণ্ডক, ১।১।৪

অপরা বিদ্যা কি?

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।—মুণ্ডক, ১।১।৫

"ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—ইহাদের নাম অপরা বিদ্যা।" আর পরা বিদ্যা কি?

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।—মুণ্ডক, ১।১।৫

"আর যাহা দ্বারা সেই অক্ষর বস্তুকে পাওয়া যায়, তাহার নাম পরা বিদ্যা।"

এই অক্ষর বস্তুকে ঋষিরা ব্রহ্ম নামে অভিহিত করিতেন। * সেইজন্য এই পরা বিদ্যার অপর একটা নাম ছিল ব্রহ্মবিদ্যা।

---

* তদ্ অক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি—বৃহ, ৩।৮।৮

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ—বৃহ, ৩।৮।৯

তদেতদ্ অক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ—বৃহ, ৩।৮।১১

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং।
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং।—মুণ্ডক, ১।২।১৩

"যদ্দ্বারা সেই অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা * যথাযথ উপদেশ করিলেন।"

এই ব্রহ্মবিদ্যার সাধারণ নাম উপনিষদ্। শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যক ভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ শব্দবাচ্যা। অর্থাৎ উপনিষদ্ই ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যাকে ঋষিরা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন।

স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্ অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।—মুণ্ডক, ১।১।১

'সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা যে ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মা অথর্ব্বাকে তাহারই উপদেশ করিলেন।'

এই ব্রহ্মবিদ্যা ঋষিদিগের বিশেষ প্রিয় বস্তু ছিল। তাঁহারা বিত্তপূর্ণা বসুন্ধরা অপেক্ষাও ইহাকে মূল্যবান্ মনে করিতেন। সেইজন্য 'ঋষিসংঘজুষ্ট' —ব্রহ্মবিদ্যার এই একটি সার্থক বিশেষণ।

প্রোবাচ সম্যক্ ঋষিসংঘজুষ্টম্।—শ্বেত, ৬।২১

আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন ভারতে এই ব্রহ্মবিদ্যা গোপনীয় রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং অধিকারী ভিন্ন এই বিদ্যা যাহাকে তাহাকে প্রদত্ত হইত না। কেবল যে প্রাচীন ভারতেই গুপ্ত-বিদ্যার রহস্যোদ্‌ঘাটনের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন করা হইত, এমন নহে। কি ইহুদী, কি গ্রীক, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণই এই প্রণালীর অনুসরণ ও অনুমোদন

---

* ব্রহ্মবিদ্যার গ্রীক নাম Theosophy এখন সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। ইহা ঋষিদিগের সেই পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যা।

করিয়াছেন। সকলেই রহস্য-উপদেশ কালে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের ভেদ করিতেন। *

আমরা দেখিয়াছি, প্রাচীন ভারতে এই ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়-অবিচ্ছেদে গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হইত। ইহা গ্রন্থে লিখিত হইত না। গুরুর মুখ হইতে শিষ্যে বিন্যস্ত হইত। সেই জন্য ইহার নাম ছিল 'শ্রুতি'। প্রাচীনেরা গুরুমুখা বিদ্যার প্রভূত আদর করিতেন। তাঁহারা বলিতেন—

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২

"যিনি আচার্য্যকে আশ্রয় করেন, তিনিই যথার্থ বিদ্যালাভে সমর্থ হন।"

আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্টম্ প্রাপয়তি।—ছান্দোগ্য, ৪।৯।৩

"আচার্য্যের নিকট যে বিদ্যা অর্জ্জন করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠতম।"

কিন্তু গুরু বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া শিষ্যকে এ বিদ্যা দান করিতেন না।

---

* শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্টের "The Ancient wisdom" গ্রন্থের ভূমিকায় ঐ সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অল্পাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল ;—

"If we turn to the Buddha we find him with his Arhats, to whom his sacred teachings were given. * * The Hebrew had his "Schools of the Prophets" and his Kabbalah. * * The Christian teacher had his secret instructions for his disciples. * *. The Schools of Pythagoras and those of the Neo-Platonists kept up the tradition for Greece. * *, The Pythagorean had pledged disciples as well as an outer discipline, the inner circle passing through 3 degrees during 5 years of probation."

এই রহস্য-বিদ্যাকে গ্রীকেরা মিষ্টিরিস (Mysteries) নামে অভিহিত করিতেন।

সাধারণ নিয়মই এই ছিল যে, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন না হইলে কেহ এই বিদ্যার অধিকারী হইতে পারিতেন না। সাধনচতুষ্টয় কি কি? বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি (শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান) এবং মুমুক্ষুত্ব। এই সকল চিত্ত-সম্পদ্ অর্জ্জন করিতে পারিলে তবেই শিষ্য, ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইত। ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা যে ব্রহ্ম-জ্ঞান, তাহার উপদেশের অধিকারী হইবার জন্য আরও উচ্চ ও কঠোর সাধনার আবশ্যক হইত। কথিত আছে যে, শ্বেতাশ্বতর ঋষি পরম পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া "অত্যাশ্রমী"দিগকে ইহার উপদেশ করিয়াছিলেন।

তপঃ প্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্ ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৬।২১

এখানে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঋষিসঙ্ঘজুষ্ট বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, এ জ্ঞান ঋষি-সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ ছিল। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমের পরপারে গিয়াছেন, তাঁহারাই "অত্যাশ্রমী"। তাঁহারাই সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী—অপরে নহে। কারণ,

যস্য দেবে পরাভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৬।২৩

"যিনি ঈশ্বরে পরাভক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের ন্যায় গুরুতে পরম ভক্তিমান্, সেই মনীষী ব্যক্তিই এই উচ্চতত্ত্ব সমূহের উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ।"

তবে কি ব্রহ্মবিদ্যা কেবল অপরের উপদেশ-সাপেক্ষ পরোক্ষ বস্তুই

ছিল ? এ সম্বন্ধে কি কাহারও প্রত্যক্ষ বোধ হইত না ? তাহা নহে। ঋষিরা তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতেন। ঋষি নামের সার্থকতা তাহাই। ঋষি অর্থে দ্রষ্টা; যিনি তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহার জ্ঞান পরোক্ষ মাত্র নহে, অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) হইয়াছে, তিনিই ঋষি। ব্রহ্মবিদ্যায় যে সকল অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বিষয়ের উপদেশ আছে, তাহা আমাদের স্থূলদৃষ্টির গোচর নহে। সে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সূক্ষ্মদৃষ্টির উন্মেষ আবশ্যক। যোগের সাহায্যে এই সূক্ষ্মদৃষ্টির উন্মেষ হয়। ঋষিরা যোগসিদ্ধ পুরুষ; তাহার ফলে তাঁহারা সমস্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতেন। বিশ্বরহস্যের সমস্ত আবরণ তাঁহাদের নয়নের সম্মুখে উন্মুক্ত হইত। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট কোন কিছুই লুক্কায়িত থাকিত না। সেই জন্য ঋষিবাক্যকে আপ্তবাক্য বলিত। আপ্ত অর্থে ভ্রমপ্রমাদশূন্য তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ। তিনি দিব্যদৃষ্টিবলে যে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া জগতের হিতার্থে প্রচারিত করিতেন, তাহা অভ্রান্ত হইবার বিচিত্র কি ? এইরূপ দেখা যায় যে, শ্বেতাশ্বতর ঋষি তপঃপ্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞান প্রাচীন ঋষিসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি বোধি-দ্রুমতলে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া আর্য্যসত্য সমুদায় প্রত্যক্ষ করেন।

তত্ত্ব-আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিক, সাধারণতঃ যে প্রণালীর অনুসরণ করেন, ব্রহ্মবিদ্যা-সাক্ষাৎকারের প্রণালী তাহা হইতে স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিক স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জগদ্-ব্যাপারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইন্দ্রিয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ। সেইজন্য তিনি নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। দূরবীক্ষণের সাহায্যে অতিদূরবর্ত্তী বস্তু তাঁহার নিকটস্থ হয়; অণুবীক্ষণের সাহায্যে অতি-ক্ষুদ্র বস্তুও বৃহৎ দেখায়। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেও দেখা যায়।

সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়-শক্তির বিস্তৃতি সাধন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক যে কত প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু জগতে এমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পদার্থ আছে যে, অণুবীক্ষণ দশসহস্র গুণ প্রখর করিতে পারিলেও মানব-নয়ন কখনও তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না। সৃষ্টি এতই অসীম ও বহুবিস্তৃত যে, শতসহস্র দূরবীক্ষণ সংযুক্ত করিলেও অতি দূরবর্ত্তী বস্তু কোন মতেই ইন্দ্রিয়গোচর হইবে না। বৈজ্ঞানিক বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার ইহাই মর্ম্মান্তিক ভেদ। বৈজ্ঞানিকের সম্বল বুদ্ধি মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা বুদ্ধিলভ্য নহে, বোধিলভ্য—Intellect-গ্রাহ্য নহে, Intuition-গ্রাহ্য। সেই জন্য ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইতে হইলে জিজ্ঞাসুকে ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহকে বিকশিত করিতে হইত। বাহ্য বিষয় বাহিরে রাখিয়া, মনের গতি অন্তর্মুখী করিয়া, চিত্তের বিক্ষিপ্ত বৃত্তিকে একাগ্র করিতে হইত। এইরূপে ধ্যান-যোগ যতই আয়ত্ত করা যায়, তত্ত্বজ্ঞান ততই প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে থাকে। অনেক স্থলে গুরু শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ প্রদানের পূর্ব্বে তাহার চিত্তকে তত্ত্ববীজ-রোপণের উপযোগী করিয়া লইতেন। পরে তাহার অধিকার বুঝিয়া তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। ইহাও দেখা যায় যে, এইরূপ শুদ্ধচিত্ত অধিকারী শিষ্যকে যদি বা গুরু কখনও ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিতে বিলম্ব করিতেন, তবে সে বিদ্যা অন্য উপায়ে তাহার অধিগত হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে যে, সত্যকাম জাবাল বহুদিন গুরুশুশ্রূষা করিলেও গুরু তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন নাই। তাহাতে বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা শরীরী হইয়া জাবালকে যথোচিত ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়াছিলেন।

আর অনেক স্থলে ইহাও দেখা যায় যে, গুরু শিষ্যকে মৌখিক উপদেশ না দিয়া, শিষ্য যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাহা আত্মসাৎ

করিতে পারে তাহার উপায় করিয়া দিতেন। এইরূপে ব্রহ্মবিদ্যা পর-প্রত্যয়সিদ্ধ না হইয়া নিজের অববোধ-জনিত হয়। সেইজন্ত গুরুশিষ্যসম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলিতেন

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানম্,
শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥

'গুরু মৌখিক যদিও কিছু উপদেশ দেন না; কিন্তু, শিষ্যদিগের সংশয় তিরোহিত হয়।' এইরূপ আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখিতে পাই যে, ভৃগু তত্ত্বজ্ঞানী পিতা বরুণের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিলে "অধীহি মে ভগবন্ ব্রহ্মেতি," বরুণ তাঁহার প্রশ্নের সাক্ষাৎ কোন উত্তর না দিয়া তাঁহাকেই এই বিষয়ে একাগ্রভাবে চিন্তা (ধ্যান) করিতে বলিলেন। ভৃগুও তাঁহার উপদেশ মত তৎসম্বন্ধে ধ্যান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, "অন্নই ব্রহ্ম"। বরুণ তাঁহার এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া তাঁহাকে পুনরায় ধ্যান করিতে বলিলেন; ধ্যানান্তর ভৃগু বুঝিতে পারিলেন যে, "প্রাণই ব্রহ্ম"। বরুণ তাঁহাকে পুনরপি ধ্যান করিতে বলিলেন। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে ভৃগুর হৃদয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিভাত হইল। তিনি তখন উপলব্ধি করিলেন যে, ব্রহ্ম "সচ্চিদানন্দ"।

উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা চিৎ, জড় ও ব্রহ্ম—জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—সম্বন্ধীয় অদৃষ্ট সত্যের উপদেশ করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ ও বিভাব, অস্তিত্ব ও প্রকাশ, শক্তি ও অভিব্যক্তি—জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, প্রকৃতির বিকার ও পরিণতি—জীবের উন্নতি ও অবনতি, লক্ষ্য ও গতি, বিকাশ ও বিরাম, বন্ধ ও মোক্ষ এবং চিৎ ও জড়ের পরস্পর সম্বন্ধ, আর ঈশ্বরের সহিত জগতের ও জীবের সম্পর্ক—ইত্যাদি বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যা অনাদি কাল হইতে প্রবর্ত্তিত তত্ত্বজ্ঞানরাশি মানবের গোচর করেন।

এ সকল তত্ত্ব অতীন্দ্রিয় ; সাধারণ মনুষ্য-বুদ্ধির বিষয় নহে। অথচ, মনুষ্য-জীবনের শুভাশুভ এ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে। দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কি না? দেহান্তে তাহার গতি কি হয়? সে যেখানে গমন করে, তথা হইতে আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে কি না? মানুষ স্বকৃত সুকৃত ও দুষ্কৃতের জন্য দায়ী কি না? মানব-জীবনের প্রয়োজন ও লক্ষ্য কি? এই সকল প্রশ্নের সদুত্তরের উপর জীবের আচরণ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অথচ, জীব নিজের ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির সাহায্যে ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অপারগ। এইরূপ, ভগবান্ আছেন কি না? তিনি কি ন্যায়পর ও করুণাময়? অথবা জীবের সম্বন্ধে কঠোর বা উদাসীন? তিনি কি সগুণ না নির্গুণ, সাকার না নিরাকার, মূর্ত্ত না অমূর্ত্ত, বিশ্বাতিগ না বিশ্বানুগ? জগৎ কি সত্য না মিথ্যা, বাস্তব না ভ্রম, পরিণাম না বিবর্ত্ত, অনাদি না সাদি, নিত্য না অনিত্য, সান্ত না অনন্ত? এই সকল দর্শন বিজ্ঞানের চরম প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য জীবের চিত্ত ও বুদ্ধি ব্যাকুল হয়। অথচ তাহার উৎকণ্ঠা নিবারণের কোন লৌকিক উপায় নাই। সেই জন্যই মনুষ্য-সমাজে ব্রহ্মবিদ্যার অবতারণা ও প্রচারের প্রয়োজন হয়। ঋষিরা এই সকল অতীন্দ্রিয় বিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবের হিতার্থে প্রচার করিয়াছেন। উপনিষদ্ এই সমস্ত তত্ত্ব রাশির সমবায়-ভূমি। মনুষ্যের বুদ্ধি যতই প্রসারিত হইবে, মনুষ্যের ভাব যতই মার্জ্জিত হইবে, মনুষ্যের চিত্ত যতই বিকশিত হইবে, ততই উপনিষৎ-তত্ত্ব তাহার নিকট স্ফুটতর হইবে।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করেন। যুগের প্রয়োজনের ভেদ-অনুসারে অবতারের ভিন্নতা। কিন্তু তাহা হইলেও যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি এক বই বহু নহেন।

যিনি প্রলয়-পয়োধি-জলে মৎস্য-রূপে অবতীর্ণ হন, যিনি কঠোর কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে বিপুল ক্ষিতির ভার বহন করেন, যিনি অর্দ্ধপশু ও অর্দ্ধনরাকার হইয়া তীক্ষ্ণ দশনাঘাতে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করেন, তিনিই জগতে ক্ষত্রিয় নরপতির আদর্শ প্রচারের জন্য এবং 'সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত দমন' করিয়া ধরার ভার হরণের জন্য রাম ও কৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হন। অতএব দেখা যায় যে, অবতার অনেক হইলেও, যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি একই;—কেবল দেশভেদে ও কালভেদে এবং যুগের প্রয়োজন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন মাত্র। অতএব অবতার কোন জাতি বিশেষের বা দেশ বা সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব নহেন; তিনি সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বকালিক এবং সার্ব্বজাতিক।

অবতার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। ব্রহ্মবিদ্যাও কোন দেশ-বিশেষের নিজস্ব নহে। ইহাও সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজাতিক। জগতে কালে কালে যে সকল ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। কারণ, দেখা যায় যে, কি তত্ত্বাংশে, কি সাধনাংশে, কি দর্শনাংশে, সেই সেই ধর্ম্মানুমোদিত তত্ত্বসমূহের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। *

ব্রহ্ম, জড় ও জীব সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ যে সকল অপূর্ব্ব তত্ত্ব-রত্ন উপনিষদের খনিতে নিহিত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই সাধ্যমত এই গ্রন্থে আলোচনা করিব। ব্রহ্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব,

---

* It is admitted on all hands that a survey of the great religions of the world shews that they hold in common many religious, ethical and philosophical ideas. * * That fact is universally granted.—Ancient Wisdom p. 2.

সাধনতত্ত্ব ও সিদ্ধিতত্ত্ব—এ সমস্ত প্রসঙ্গেরই উপনিষদে আলোচনা আছে। কিন্তু তথাপি ব্রহ্মই ব্রহ্মবিদ্যার মুখ্য প্রতিপাদ্য। অতএব এ গ্রন্থে প্রথমতঃ ব্রহ্মতত্ত্বই আলোচিত হইবে।
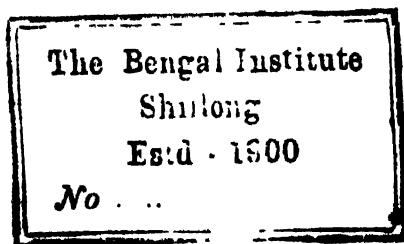
উপনিষদ্।

ব্রহ্মতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বি-বিধ ব্রহ্ম।

উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আর্য্য ঋষিরা ব্রহ্মের দুইটি বিভাবের (aspects) পরিচয় দিয়াছেন। একটি নির্ব্বিশেষ ভাব, অপরটি সবিশেষ ভাব। এই দুই বিভাবের ভেদ নির্দ্দেশ করিবার জন্য, নির্ব্বিশেষ ভাবকে তাঁহারা কোথাও পরব্রহ্ম, কোথাও অশব্দব্রহ্ম বলিয়াছেন, এবং সবিশেষ ভাবকে কোথাও অপরব্রহ্ম, কোথাও শব্দব্রহ্ম * বলিয়াছেন।

এতদ্ বৈ সত্যকাম! পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম।—প্রশ্ন ৫।২

'হে সত্যকাম! এই ব্রহ্ম পর ও অপর।'

দ্বে পরব্রহ্মণী অভিধ্যেয়ে, শব্দশ্চ অশব্দশ্চ শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ—মৈত্রী ৬।২২

'দ্বিবিধ পরব্রহ্ম ধ্যান করা উচিত—শব্দ ও অশব্দ, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম।'

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং চ, মর্ত্তঞ্চামৃতঞ্চ, স্থিতং চ যচ্চ, সচ্চ ত্যচ্চ। †

—বৃহ ২।৩।১

'ব্রহ্ম দ্বিবিধ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, মর্ত্ত্য ও অমৃত, স্থির ও অস্থির, সৎ ও ত্যৎ।'

দ্বে বাব খল্বেতে ব্রহ্মজ্যোতিষো রূপকে—মৈত্রায়ণী ৬।৩৬

'ব্রহ্মজ্যোতির দ্বিবিধ রূপ'। একরূপ পরব্রহ্ম, অন্যরূপ অপরব্রহ্ম; এক-ভাব নির্ব্বিশেষ ভাব, অন্যভাব সবিশেষভাব।

---

* শব্দ ব্রহ্ম—Logos.

† Formed and formless, mortal and immoral, abiding and fleeting, the Being and the Beyond.

ব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ ভাব তাহার অর্থ কি? সেই ভাব, যে ভাবের কোন বিশেষণ বা লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায় না; কোন চিহ্নের পরিচয় দেওয়া যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে চিনিতে পারা যায়; কোন গুণেরই উল্লেখ করা যায় না, যদ্দ্বারা তাঁহাকে ধারণা করা যায়। সেইজন্য এই নির্ব্বিশেষ ভাবকে নির্গুণ, নিরুপাধি, নির্ব্বিকল্প ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ব্রহ্মের যে সবিশেষ ভাব, তাহা ইহার বিপরীত। সে ভাবকে লক্ষণে লক্ষিত, চিহ্নে চিহ্নিত, বিশেষণে বিশেষিত করা যায়। সেইজন্য এই ভাবকে সগুণ, সোপাধি, সবিকল্প ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন:—

দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে, নামরূপভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্ বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধি-বিবর্জ্জিতম্। যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি * * নেতি নেতি * * ইতি চৈবং সহস্রশো বিদ্যা-বিদ্যাভেদেন * দ্বিরূপত্বং দর্শয়ন্তি বাক্যানি—১।১।১১ সূত্রের ভাষ্য।

'দ্বিরূপ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন—এক নামরূপভেদ-উপাধিবিশিষ্ট, অন্য তাহার বিপরীত সকল উপাধিবিবর্জ্জিত। শ্রুতিবাক্য বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে 'নেতি নেতি,' 'দ্বৈতমিব ভবতি' ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মের দ্বিরূপত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

উপনিষদের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, এই নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভাব প্রতিপাদন করিবার জন্য উপনিষদ্ দুই প্রকার বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন—এক নির্ব্বিশেষ-লিঙ্গ এবং অপর সবিশেষ-লিঙ্গ। শ্রীশঙ্করা-চার্য্য এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন;—

"সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইত্যেব-মাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ; অস্থূল মনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ।"

---

* According as it (Brahman) is the object of either knowledge or of nescience.

অর্থাৎ, 'ব্রহ্মবিষয়ে দুই প্রকারের শ্রুতি দৃষ্ট হয়। এক সবিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি ; যেমন 'তিনি সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকাম সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস,' ইত্যাদি অন্য নির্ব্বিশেষ-লিঙ্গ শ্রুতি ; যেমন 'তিনি স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন' ইত্যাদি।'

আরও দেখা যায় যে, শ্রুতি এই সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভাবকে পৃথক্ করিবার জন্য অনেক স্থলে একটী বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ভাবের নির্দ্দেশ স্থলে ক্লীবলিঙ্গ এবং সবিশেষ ভাবের নির্দ্দেশ স্থলে পুংলিঙ্গের প্রয়োগ করিয়াছেন। যেমন 'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্'—ইহাব দ্বারা নিব্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ; সেই জন্য এ স্থলে ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ। এবং 'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ' ইহার দ্বারা সবিশেষ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ; সেই জন্য এস্থলে পুংলিঙ্গের প্রয়োগ। সেইজন্য পরব্রহ্মের নাম 'তৎ'—'সঃ' নহে।

বলা বাহুল্য যে, পর ও অপর ব্রহ্ম একই বস্তু—নির্গুণ ও সগুণে, নির্ব্বিশেষে ও সবিশেষে কেবল ভাবের প্রভেদ মাত্র, বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই ; সেই জন্য দেখা যায় যে, উপনিষদ্ কোথাও কোথাও একই মন্ত্রে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ উভয়েরই প্রয়োগ করিয়াছেন।

যথা, 'যৎ তদ্ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃশ্রোত্রম্ তদ্ অপাণিপাদম্' (এ অবধি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ, অতএব ক্লীবলিঙ্গের প্রয়োগ)। 'নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদ্ অব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।' (ইহা সবিশেষ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ, সেই জন্য পুংলিঙ্গের প্রয়োগ)।—মুণ্ডক, ১।১।৬॥ স পর্য্যগাৎ শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ (ইহা নির্ব্বিশেষ লক্ষণ, সেই জন্য ক্লীবলিঙ্গ)। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। (ইহা সবিশেষ লক্ষণ, সেইজন্য পুংলিঙ্গ)॥—ঈশ, ৮॥'

একই মন্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় ভাবেরই নির্দ্দেশ ক্রিয়া

উপনিষদ্ এই উপদেশ দিলেন যে, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষে কেবল মাত্র ভাবের প্রভেদ; সগুণ ও নির্গুণ বস্তুতঃ একই বস্তু। * কারণ, আমরা দেখিব যে, নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মই মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সবিশেষ বা সগুণ হন। তখন তাঁহাকে বলা হয় মহেশ্বর। †

এই নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ব্রহ্ম লইয়া আচার্য্যদিগের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। শঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য, এই মত খ্যাপন করিয়া এইরূপে সবিশেষ ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—

অতশ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং, ন তদ্বিপরীতম্। সর্ব্বত্র হি ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ ইত্যেবমাদিষু অপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্ম উপদিশ্যতে।—ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য, ৩।২।১১

'অতএব উভয়লিঙ্গ নির্দ্দেশ থাকিলেও সমস্তবিশেষরহিত, নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, তদ্বিপরীত (সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম) নহেন। কারণ, উপনিষদ্‌বাক্যে যেখানেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইয়াছে (যেমন অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় ইত্যাদি), সেখানেই ব্রহ্ম যে সমুদয়বিশেষরহিত, এইরূপ উপদেশই দেওয়া হইয়াছে।'

অন্যপক্ষে, রামানুজাচার্য্য এই মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে নিরাস করিয়া আপন মত এইরূপ প্রচার করিয়াছেন যে, শ্রুতিস্মৃতি সর্ব্বত্র সগুণ ব্রহ্মেরই (যিনি সমস্তদোষরহিত এবং সমস্ত কল্যাণগুণের আকর) প্রতিপাদন করিয়াছেন।

যতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিস্মৃতিষু পরং ব্রহ্মোভয়লিঙ্গম্ উভয়লক্ষণমভিধীয়তে নিরস্তনিখিল-দোষত্বকল্যাণগুণাকরত্বলক্ষণোপেতমিত্যর্থঃ।—শ্রীভাষ্য ৩।২।১১

---

* এই মর্ম্মে, চীনজাতির প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ 'তাওতেচিং' বলিতেছেন:—

Having no name It is the originator of Heaven and Earth. Having a name It is the mother of all things. Under those two aspects it is really the same.—Quoted in Ancient Wisdom, p. 10.

† মায়িনং তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর

নমু চ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিভির্নির্ব্বিশেষপ্রকাশৈকস্বরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে, অতস্তু সর্ব্বজ্ঞত্বসত্যকামত্বাদিকং নেতি-নেতীত্যাদিভিঃ প্রতিবিধ্যমানত্বেন মিথ্যাভূতমিত্যবগন্তব্যং, তৎ কথং কল্যাণগুণাকরত্বনিরস্তনিখিলদোষস্বরূপোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণ ইতি তত্রাহ।—

শ্রীভাষ্য ৩।২।১৪ ও ১৭

'কেহ কেহ বলেন যে, "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত" ইত্যাদি বাক্যে নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। আর শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে "নেতি নেতি" এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন ইহা দ্বারা তিনি "সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, জগৎকারণ, অন্তর্য্যামী, সত্যকাম ইত্যাদির নিষেধ করিয়া সগুণভাব যে অবাস্তব, ইহাই বুঝিতে হইবে; তবে আর তিনি কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্তদোষরহিত— তাঁহার এই উভয়লিঙ্গত্ব কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে?" রামানুজাচার্য্য এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিয়া স্বমতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম শ্রুতিস্মৃতি সর্ব্বত্র উভয়লিঙ্গরূপে (তিনি সমস্তদোষরহিত এবং কল্যাণ-গুণের আকর, এই উভয় লক্ষণে) লক্ষিত হইয়াছেন।'

অতএব দেখা যাইতেছে, শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য,—সগুণ নহেন এবং রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য,—নির্গুণ নহেন।

মহামহোপাধ্যায় আচার্য্যগণের মধ্যে যখন এইরূপ মতভেদ, তখন যে শ্রুতি তাঁহাদের উপজীব্য, যাহার ব্যাখ্যানে তাঁহারা স্ব স্ব সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, সেই শ্রুতিই আমাদের অবলম্বনীয়। এ সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ এইরূপ বলিয়াছেন—

উদ্গীতমেতৎ পরমং তু ব্রহ্ম
তস্মিন্ ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।—শ্বেত, ১।৭

'এই যে পরব্রহ্ম, ইনি অক্ষর; ইঁহাতে তিনটি সুপ্রতিষ্ঠিত আছে; এইরূপ উদ্গীত হইয়াছে।'

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি ত্রয়ং প্রতিষ্ঠিতং ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারম্‌ ইতি বক্ষ্যমাণং ভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃলক্ষণম্‌। * * অক্ষরঞ্চেতি যদ্যপি বিকারপ্রপঞ্চাশ্রয়ং তথাপি অক্ষরম্‌ * * অবিনাশি এব ব্রহ্ম।"

'সেই ব্রহ্মে ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা (নিয়ন্তা), এই তিনটি প্রতিষ্ঠিত আছে। পুনশ্চ তিনি অক্ষর। যদিও সবিকার প্রপঞ্চের আশ্রয়, তথাপি তিনি বিকারী নহেন, তিনি অবিনাশী।'

অন্যত্র শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।—শ্বেত, ১।১২

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"ভোক্তা জীবঃ, ভোগ্যম্‌ ইতরৎ সর্ব্বম্‌, প্রেরিতা অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরঃ, এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মৈব ইতি।"

অর্থাৎ 'পুরুষ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বর, ব্রহ্মের এই তিন ভাব।'

অতএব দেখা যাইতেছে যে রামানুজাচার্য্য যে সগুণব্রহ্ম (পরমেশ্বরের) অতিরিক্ত নির্গুণব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা শ্রুতিসিদ্ধ নহে, এবং শঙ্করাচার্য্য যে নির্গুণ ব্রহ্মের ব্যতিরিক্ত সগুণ মহেশ্বরের অস্বীকার করিয়াছেন, তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ নহে।

নির্গুণ ও সগুণ যে একই বস্তু শাস্ত্রের অন্যত্র এ কথা স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে।

সগুণো নির্গুণো বিষ্ণুঃ—

'বিষ্ণু সগুণও বটেন, নির্গুণও বটেন।'

লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্‌ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ—ভাগবত, ৩।৭।২

'নির্গুণ ব্রহ্ম লীলা বশে গুণ ও ক্রিয়াযুক্ত হন'।

সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্—ভাগ, ৭।৯।৪৮

'হে সর্ব্বব্যাপিন্! তুমি সগুণ ও নির্গুণ। তুমি সমস্তই।'

বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্ম্মি সৃষ্টি স্থিতি কাল সংলয়ঃ।—১।১।২

'যিনি প্রকৃতির ক্ষোভজনিত সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুভূত পুরুষ ঈশ্বর, তিনিই সৎ অক্ষর ব্রহ্ম।'

এ সম্বন্ধে ভাগবত অন্যত্র এইরূপ বলিযাছেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যদ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে।—১।২।১১

'সেই অদ্বিতীয় চিৎ বস্তুকে তত্ত্বজ্ঞানীরা তত্ত্ব আখ্যা প্রদান করেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান্ (সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর)।'

প্রথমতঃ আমরা নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় আলোচনা করিব।
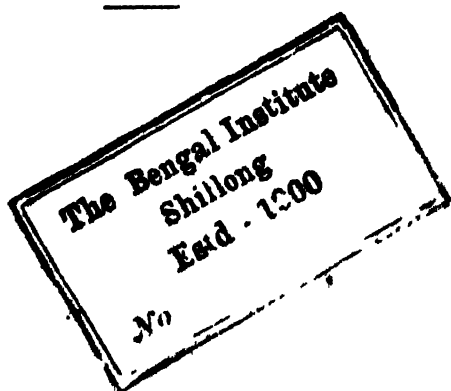
দ্বিতীয় অধ্যায়।

নির্গুণ ব্রহ্ম।

আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ বা নির্গুণ ভাব তাহাকে বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, চিহ্নে চিহ্নিত করা যায় না, গুণে নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। অর্থাৎ পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প, নিরুপাধি, নির্গুণ। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে—তৈত্তি ২।৪।১

‘বাক্য যাঁহার কাছে পহুঁছিতে পারে না।’ সেইজন্য পরব্রহ্মকে অনির্দ্দেশ্য, অনিরুক্ত, অবাচ্য ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি ‘‘তৎ,”—অবাচ্য অনির্দ্দেশ্য কোন কিছু।

এতস্মিন্ অদৃশ্যেহনাত্ম্যেহনিরুক্তে—তৈত্তি, ২।৭

যত্র ন বাক্ গচ্ছতি—কেন, ১।৩

‘বাক্য সেখানে যায় না’

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা—কঠ ৬।১২

‘তিনি বাক্যের মনের ইন্দ্রিয়ের অতীত।’ অর্থাৎ তিনি অনির্দ্দেশ্য।

বস্তুর নির্দ্দেশ হয় কিরূপে? গুণ ধরিয়া। ব্রহ্ম যখন নির্গুণ পদার্থ তখন তাঁহার নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে।

সেই জন্য বাধ্ব ঋষি বাস্কলি কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিষয়ে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইলেও, মৌনী থাকিয়া অবচন দ্বারা ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। *

---

* বাস্কলিনাচ বাধ্বঃ পৃষ্টঃ সন্ অবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচ ইতি শ্রূয়তে। “স হোবাচ অধীহি ভো ইতি স তূষ্ণীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ ব্রূমঃ খলু ত্বং তু ন বিজানাসি। উপশান্তোহয়মাত্মা।”—ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য, ৩।২।১৭

যাঁহাকে বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, যাঁহাকে লক্ষণে চিহ্নিত করা যায় না, যাঁহাকে গুণে অন্বিত করা যায় না, তাঁহার পরিচয় কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে? "তিনি ইহা নহেন" এইমাত্র বলিয়া। ফলতঃও দেখা যায় উপনিষদ্ তাহাই করিয়াছেন—

স এষ নেতি নেতি আত্মা।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২

অথাত আদেশো নেতি নেতি, ন হ্যেতস্মাদ্ অন্যৎ পরম্ অস্তি।—বৃহদারণ্যক, ২।৩।৬

"তাঁহার পরিচয় এই মাত্র যে, তিনি ইহা নহেন, তিনি ইহা নহেন; তাঁহার পরে আর কিছু নাই।"

সেই জন্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ স্থলে শ্রুতি 'নঞ'এর এত বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন।

অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘম্—বৃহ, ৩।৮।৮, অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্,—কঠ, ৩।১৫

তদেতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরমবাহ্যম্।—বৃহ, ৩।৮।৮, ২।৫।১৯

"তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন; হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন; তাঁহার শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, ক্ষয় নাই; ব্রহ্মের পূর্ব্বে বা পরে, অন্তরে বা বাহিরে অন্য কিছুই নাই।"

যত্তদ্ অদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্ অগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রম্, তদপাণিপাদম্।—মুণ্ডক, ১।৬

"যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ; যাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই।"

এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম।—ছান্দোগ্য, ৪।১৫।১

"ঐ ব্রহ্ম অমৃত অভয়।"

অক্ষরং ব্রহ্ম যৎপরম্।—কঠ, ৩।১

"পরব্রহ্ম অক্ষর।"

শুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্।—ঈশ, ৮

"তিনি তমোহীন, দেহহীন, ক্ষতহীন, স্নায়ুহীন, মলাহীন, পাপহীন।"

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং,
তথারসম্ নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।—কঠ, ৩।১৫

'সেই অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় অরস অগন্ধ অক্ষর (নিত্য) অনাদি অনন্ত মহতের পরাৎপর ধ্রুব বস্তুকে জানিলে জীব মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়।'

স এব নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে অশীর্যো নহি শীর্য্যতে অসঙ্গো নহি সজ্যতে, অসিতো ন ব্যথতে—বৃহ, ৪।২।৪

'সেই নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্য—তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, অশীর্য্য—শীর্ণ হয়েন না, অসঙ্গ—সক্ত হয়েন না। অসিত—ব্যথিত হয়েন না।'

তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক অমনো অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্।—বৃহ, ৩।৮।৮

'হে গার্গি! সেই অক্ষর (ব্রহ্মকে) ব্রাহ্মণেরা এইরূপ বর্ণন করেন। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন; তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, তিনি রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, মন নহেন, তেজ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন।'

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।—তৈত্তিরীয়, ২।৭

'যখন জীব এই অদৃশ্য (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), অনাত্ম (আত্মার অতীত), অবাচ্য (বাক্যের অতীত), অনাধার (ব্রহ্মে) অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তিনি ভয়ের অতীত হন।'

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্, চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥—মাণ্ডুক্য, ৭

'যাঁহার প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখও নহে, অন্তর্মুখ ও নহে, উভয়মুখও নহে; যিনি প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন; যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত, আত্মপ্রত্যয়মাত্রসিদ্ধ, প্রপঞ্চাতীত (নিরুপাধি), শান্ত শিব অদ্বৈত—তাঁহাকে তুরীয় বলে।'

এ সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আমরা যে পদার্থেরই নাম করি না কেন, যে বস্তুরই ধারণা করি না কেন, ব্রহ্ম সে পদার্থ নহেন। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, দেব, মনুষ্য, অপ্সর, কিন্নর, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, ক্ষিতি, জল, অগ্নি, আকাশ —ব্রহ্ম এ সকলের কোনটিই নহেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ জ্ঞাত ও ব্যক্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন, অনির্ব্বচনীয়, অজ্ঞেয় কোন কিছু। সেই জন্য ব্রহ্মকে নিরঞ্জন বলে।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।

'যিনি অঞ্জন (চিহ্ন)-বিহীন, নিরঞ্জন।'

---

* যেমন কমলা লেবু একটি পদার্থ। ইহার আকার আছে, সৌরভ আছে, রস আছে, বর্ণ আছে, কোমল স্পর্শ আছে। ইহা শীত কালের ফল, বীজ হইতে উৎপন্ন, অমুক দেশের মাটিতে জন্মে। আমরা কমলা লেবুর এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। আর কমলা লেবু আমাদের মনে ঐ সকল গুণসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ। যদি আমরা কমলা লেবু হইতে একটি একটি করিয়া

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য, অনিরুক্ত, অবাচ্য, তাঁহাকে চিহ্নিত করা যায় না, লক্ষিত করা যায় না, পরিচিত করা যায় না ; কোনই বিশেষণে (predicate) বিশেষিত করা যায় না। অর্থাৎ তিনি কোন কিছুরই বিশেষ্য নহেন। কারণ,

অন্যদেব তদ্‌বিদিতাৎ অথোঽবিদিতাদ্‌ অধি—কেন, ৩

'ব্রহ্ম বিদিত হইতে ভিন্ন এবং অবিদিত হইতে পৃথক্‌।' সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাদ চ ভব্যাচ্চ—কঠ, ২।১৪

'তিনি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্‌, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন ; কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত ; অতীত হইতে বিভিন্ন এবং ভবিষ্যৎ হইতে অন্য।'

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

সর্ব্বকার্য্যধর্ম্মবিলক্ষণে ব্রহ্মণি।—তৈত্তিরীয়-ভাষ্য

'সমস্ত কার্য্য ও ধর্ম্ম (attribute) হইতে বিপরীত-লক্ষণ ব্রহ্ম।'

তিনি বিষয় (object)ও নহেন, বিষয়ী (subject)ও নহেন, তবে তিনি কি ? তিনি জ্ঞাতা নহেন, জ্ঞান নহেন, জ্ঞেয় নহেন ; দ্রষ্টা নহেন,

---

ক্রমশঃ সকল কয়টি গুণ বাদ দিই, তবে কি অবশিষ্ট থাকে ? শূন্য। এই শূন্যই ব্রহ্ম। সমস্ত পদার্থে নেতি নেতি প্রণালী প্রয়োগ করিয়া সেই সেই পদার্থের গুণাবলি বর্জ্জন করিলে শূন্য বই আর কি অবশিষ্ট থাকে ? এই শূন্য ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন।

বৌদ্ধদিগকে শূন্যবাদী বলিত। তাহাদের শূন্য ও বেদান্তের ব্রহ্ম পৃথক জিনিষ নহেন। যাহা এক হিসাবে শূন্য, তাহা অপর হিসাবে পূর্ণ। যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ—সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত, ৯৮০। গুণের পক্ষ হইতে ব্রহ্ম শূন্য (ইহাই বৌদ্ধের লক্ষ্য) ; আর অনন্তের পক্ষ হইতে ব্রহ্ম পূর্ণ (ইহাই বৈদান্তিকের লক্ষ্য)। উভয় মতেই ব্রহ্ম নিরঞ্জন।

দৃশ্য নহেন, দর্শন নহেন; তবে তিনি কি? তিনি স্থূল নহেন; তিনি সূক্ষ্ম নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি মহান্ নহেন; তিনি সৎ নহেন, তিনি অসৎ নহেন; তিনি চিৎ নহেন, তিনি জড় নহেন; তিনি সুখ নহেন, তিনি দুঃখ নহেন; অথচ তিনি সবই বটেন। সেই জন্য যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের চিরসমন্বয়।* "দেশ, কাল ও নিমিত্ত যখন তাঁহারই মধ্যে রহিয়াছে, তখন আর দ্বৈতই বা কি, আর অদ্বৈত বা কি? * * * *। ফলতঃ, তিনি দ্বৈতও নহেন, অদ্বৈতও নহেন; জাতও নহেন, অজাতও নহেন; সৎও নহেন, অসৎও নহেন; ক্ষুব্ধও নহেন, প্রশান্তও নহেন।" ব্রহ্মে সকল দ্বৈতের একান্ত অবসান,—ইহাই শিক্ষা দিবার জন্য যোগবাশিষ্টে কর্কটী-প্রশ্নস্থলে পরব্রহ্মে সমস্ত বিরুদ্ধ লক্ষণের, † সমস্ত বিপরীত ধর্ম্মের আরোপ করা হইয়াছে;—

কিমাকাশমনাকাশং ন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব কিং।

'এমন কি পদার্থ আছে যাহা আকাশ অথচ আকাশ নহে; যাহা কিছুই নহে অথচ কিছু বটে?'

---

* যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি-প্রকরণ।

Cardinal Nicholas of Cusa এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন—"I made many efforts to unite the ideas of God and the world, of Christ and the Church into a single root idea, but nothing satisfied me until at last my mind's vision, as if by an illumination from above, soared up to that perception in which God appeared to me as the Supreme Unity of all contradictions." (Vide Theosophical Review Vol. xxx pages 312-3)

† Supreme unity of all contradictions.

গচ্ছন্নগচ্ছতি চ কঃ কোঽতিষ্ঠন্নপি তিষ্ঠতি।
কশ্চেতনোঽপি পাষাণঃ কশ্চিদ্ব্যোম্নি বিচিত্রকৃৎ॥

'কে এমন আছেন, যাঁহার গতি নাই অথচ গতিশীল; স্থিতি নাই অথচ স্থিতিমান্; কে চিৎ হইয়াও জড়; কে চিদাকাশে বিচিত্র নির্ম্মাণ করেন?'

কঃ সর্ব্বং নচ কিঞ্চিচ্চ কোঽহং নাহঞ্চ কিং ভবেৎ।

'কে সকলই অথচ কেহ নয়; কে আমি অথচ আমি নয়?'

কেনাপ্যণুকমাত্রেণ পূরিতা শতযোজনা।
কস্যাণোরুদরে সন্তি কিলাবনিভৃতাং ঘটাঃ॥

'কে অণু হইয়াও শতযোজনব্যাপী? কোন্ অণুর মধ্যে পর্ব্বতসমূহ অবস্থিত?'

অচন্দ্রার্কাগ্নিতারোঽপি কোঽবিনাশপ্রকাশকঃ।
অনেত্রলভ্যাৎ কস্মাৎ কাশঃ সম্প্রবর্ত্ততি॥

'কে চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, নক্ষত্র না হইয়াও নিত্য দীপ্তিমান্; কে ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও জ্ঞানের প্রকাশক?'

কোঽর্ণস্তমঃ প্রকাশঃ স্যাৎ কোঽণুরস্তি চ নাস্তি চ।
কোঽণুর্দূরেঽপ্যদূরে চ কোঽণুরেব মহাগিরিঃ॥

'কে অন্ধকার হইয়াও আলোক; সৎ অথচ অসৎ? কে দূরে অথচ নিকটে; অণু হইয়াও মহান্?'

নিমেষ এব কঃ কল্পঃ কঃ কল্পোঽপি নিমেষকঃ।
কিং প্রত্যক্ষমসৎরূপং কিং চেতনমচেতনং॥

'কে নিমেষ হইয়াও কল্প এবং কল্প হইয়াও নিমেষ? কোন্ প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ; কোন্ চেতন অচেতন?'

আত্মানং দর্শনং দৃশ্যং কো জাগর্ত্তি মৃতবৎ।
কটকাদি ন হেমেব বিকীর্ণং কেন চ জগৎ॥

'সুবর্ণ হইতে যেমন কটক, কুণ্ডল ও হার উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কাহা হইতে এই দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন প্রতিভাসিত হইয়াছে?'

দিক্কালাদনবচ্ছিন্নাদ্ একস্মাদসতঃ সতঃ।
দ্বৈতমপ্যপৃথক্ তস্মাৎ দ্রবতেব মহাম্ভসঃ॥

'সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ যেমন পৃথক্ নহে, সেইরূপ দেশকালাদির সম্বন্ধশূন্য কোন্ অসৎ অথচ সৎ বস্তু হইতে এই দ্বৈত অভিন্ন?'

পরব্রহ্মে যে, সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয়, উপনিষদ্ও এ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি দূরে অথচ নিকটে; তিনি অণুর অণু, অথচ মহানের মহান্; তিনি নির্গুণ অথচ গুণাত্মন্; তিনি অমূর্ত্ত অথচ জগন্মূর্ত্তি।

আসীনোদূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥—কঠ, ২।২১
অনেজদেকং মনসো জবীযো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥—ঈশ, ৪।৫

যম নচিকেতাকে বলিতেছেন—'আমি ভিন্ন আর কে সেই দেবকে জানিতে পারে—যিনি মদ অথচ অমদ, যিনি আসীন থাকিয়া দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন।'—কঠ ২।২১,

'তিনি অচল অথচ মনের অপেক্ষাও বেগবান্; তাঁহার গতি নাই, অথচ তিনি সর্ব্বাগ্রে গম্যস্থানে আগত হন। তিনি স্থির থাকিয়াও গতিশীল সকলের অগ্রগামী। মাতরিশ্বা (প্রাণ) তাঁহাতে অপ্ (কারণার্ণব) নিহিত করেন।'

'তিনি চল অথচ অচল, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি এই সমস্তের অন্তরে অথচ বাহিরে।' ঈশ, ৪।৫

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্—শ্বেত, ৩।২০

'তিনি অণুর অণু, তিনি মহানের মহান্'

কেহ কেহ বলেন যে, 'পরব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে এতদূর অবধি বলা যায় যে, তিনি সৎ, তিনি চিৎ এবং তিনি আনন্দস্বরূপ। ইহার অধিক কিন্তু বলা যায় না।' এই বাক্যের সমর্থন জন্য তাঁহারা নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতি বাক্যের উপর নির্ভর করেন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। –তৈত্তি ২।১।১

'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত।'

বিজ্ঞানং ব্রহ্ম। –তৈত্তি, ৩।৫।১

আনন্দো ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ।—তৈত্তি, ৩।৬।১

ব্রহ্ম আনন্দ এইরূপ জানিলেন।'

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।—বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮,

'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ।'

ব্রহ্মকে যদি সচ্চিদানন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, 'তিনি জ্ঞান, তিনি বিজ্ঞান, তিনি সত্য, তিনি অনন্ত, তিনি আনন্দ'—ব্রহ্ম সম্বন্ধে যদি এত কথা বলা যাইতে পারে, তবে আর তিনি অনির্দ্দেশ্য, অলক্ষ্য, অতর্ক্য, অবাচ্য হইলেন কিরূপে? এ সকল শ্রুতিবাক্য সবিশেষ-লিঙ্গ, অতএব নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম কখনই ইহাদিগের লক্ষ্য হইতে পারেন না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি যে, পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন; চিৎও নহেন, জড়ও নহেন; সুখও নহেন, দুঃখও নহেন; অণুও নহেন, মহান্ও নহেন।

ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ।—শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৮

'তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, এক ও অদ্বিতীয় শিব।'

গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎ তন্ নাসদ্ উচ্যতে।—গীতা, ১৩।১২

'পরব্রহ্মের আরম্ভ নাই; তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন।' ভাগবতের শ্রুত্যধ্যায়ে এইরূপ প্রশ্ন দৃষ্ট হয়—

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥

'হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য, নির্গুণ, সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন; তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপে সগুণ বাক্য সকল প্রযুক্ত হইতে পারে?' এখানেও দেখা যায় যে, ব্রহ্মকে সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মকে চিৎও বলা যায় না। চিৎও যাহা, জ্ঞানবিজ্ঞানও তাহা। পরব্রহ্ম যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ং,' যখন তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই, তখন তাঁহার পক্ষে জ্ঞান কিরূপে সম্ভবে? বিষয় (object) না থাকিলে, তিনি বিষয়ী (subject) হইবেন কি লইয়া?

তদা কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ।—বৃহদারণ্যক, ৪।৫।১৫

'যে অবস্থায় সমস্ত একাকার, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে?'

পরব্রহ্ম আপনাকে আপনি জানেন, একথা বলাও সঙ্গত নহে।

এক এব আত্মা জ্ঞেয়ত্বেন জ্ঞাতৃত্বেন চ উভয়থা ভবতীতি চেৎ ন।
যুগপদ্ অনংশত্বাৎ, নহি নিরবয়বস্য যুগপজ্ জ্ঞেয়জ্ঞাতৃত্বোপপত্তিঃ।
—তৈত্তিরীয়, ১।১২ শঙ্করভাষ্য

'আত্মা নিজে জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা উভয়ই, এরূপ হইতে পারেন না। যাহা নিরংশ (অবয়বহীন), তাহা যুগপৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা উভয়ই হইতে পারে না।' অতএব যোগবাশিষ্ট বলিয়াছেন, ব্রহ্ম চেতন হইয়াও জড়।

কশ্চেতনোঽপি পাষাণঃ।

ব্রহ্মকে অনন্ত বলায় তাঁহার আনন্দরূপত্বই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কারণ যাহা সসীম, ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ, তাহাতে আনন্দ হইতে পারে না।

ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।—ছান্দোগ্য, ৭।১৩।২৩

'ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।' কিন্তু পরব্রহ্ম সুখও নহেন, দুঃখও নহেন।

বেদ্যং সর্প! পরংব্রহ্ম নির্দ্দুঃখম্ অসুখঞ্চ যৎ।

—মহাভারত বনপর্ব্ব, ১৮০।২২

'হে সর্প! যিনি দুঃখও নহেন, সুখও নহেন, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম জানিবে।'

আর তাঁহাকে ভূমা (অসীম ও অনন্ত) ও বলা যায় না। কারণ তিনি অণু হইতেও অণু, অথচ মহান্ হইতেও মহান্।

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।—শ্বেত, ৩।২০

সেইজন্য যোগবাশিষ্ট বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম দিক্কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন; সুতরাং মহাশৈল অপেক্ষাও মহান্, অথচ জীবরূপে কেশাগ্রের শতভাগের একভাগ অপেক্ষা ক্ষুদ্র।"

সূতসংহিতায় সদাশিবের নমস্কার উপলক্ষে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ বলিতেছেন—

নমস্তে সত্যরূপায় নমস্তেঽসত্যরূপিণে
নমস্তে বোধরূপায় নমস্তেঽবোধরূপিণে
নমস্তে সুখরূপায় নমস্তেঽসুখরূপিণে।—৩।৩৩, ৩৪

'তুমি সত্যস্বরূপ, তুমি অসত্যস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার; তুমি জ্ঞান-স্বরূপ, তুমি অজ্ঞানস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার; তুমি সুখস্বরূপ, তুমি অসুখস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার'। অর্থাৎ পরব্রহ্ম সৎ, অসৎ,

চিৎ, জড়, সুখ, দুঃখ—এ সকলের সমন্বয়, অনির্ব্বচনীয় বস্তু।

সূতসংহিতার ভাষ্যে মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—

'ভাবাভাবৌ অপি বস্তুতঃ পরমাত্মনো ন পৃথক্ ইত্যভিপ্রায়েণ বহুধা ভাবাভাবরূপতা-ভিধানং।'

অর্থাৎ, 'ভাব ও অভাব বস্তুতঃ পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহে; ইহাই প্রকাশ করিবার জন্য নানারূপে তাঁহাকে ভাব ও অভাবরূপী বলা হইয়াছে।'

কি সম্পর্কে শ্রুতি ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, সে নির্দ্দেশ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নহে, সবিশেষ ব্রহ্মের। শ্রুতি বলিতেছেন।—

ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্ তদেষা অভ্যুক্তা।
সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্॥

সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ইতি। তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।—তৈত্তি, ২।১

'ব্রহ্মবিদের পরম প্রাপ্তি হয়। তদ্বিষয়ে এইরূপ উক্তি আছে—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত (সচ্চিদানন্দস্বরূপ)। যিনি পরম আকাশে (দহরাকাশে) গুহাহিত ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মার সহিত সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ দেখেন। সেই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইল।'

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যিনি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন, যাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়াছে, তিনি জগৎ-কারণ ব্রহ্ম।

নিরুপাধি পরব্রহ্ম যখন মায়া-উপাধি স্বীকার করিয়া সোপাধি হন, তখনই তাঁহা হইতে তত্ত্বসৃষ্টি (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ মহাভূত) আবির্ভূত হয়। ইহা কখনই নির্বিশেষ ব্রহ্মের বর্ণনা হইতে পারে না। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্রহ্ম-সাগরের লহরী-লীলা। নিস্তরঙ্গ ভাবের, নিরুপাধি অবস্থার পরিচয় নহে; সোপাধিক অবস্থার, তরঙ্গায়িত ভাবের বর্ণনামাত্র। অতএব বুঝা গেল যে, উপরোক্ত "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা নির্বিশেষ পরব্রহ্ম লক্ষিত হন নাই, সবিশেষ ব্রহ্ম (যাঁহাকে মহেশ্বর বলা হয়) তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, আমরা পরে দেখিব যে, এই সবিশেষ ব্রহ্মই "তজ্জলান্" শব্দের প্রতিপাদ্য। জগৎ তাঁহা হইতেই জাত, তাঁহাতেই অবস্থিত এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। তিনিই সৃষ্টি স্থিতি সংসারের হেতু।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।—তৈত্তিরীয়, ৩।১

'যাঁহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহার আশ্রয়ে জীবিত রহিয়াছে, যাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা কর; তিনিই ব্রহ্ম।'

তৃতীয় অধ্যায়।

নিরুপাধি ব্রহ্ম।

আমরা দেখিয়াছি যে, নিগুর্ণ ব্রহ্মের পরিচয়স্থলে তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প, নিরুপাধি—এই বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। এই নিরুপাধি শব্দটী আমাদিগের লক্ষ্য করিবার বিষয়। নিরুপাধি বলিলে কি বুঝায়? ব্রহ্ম উপাধি-রহিত। উপাধি কাহাকে বলে? জর্ম্মান দর্শনে যাহাকে Category বলে, উপাধি তাহারই অনুরূপ। জর্ম্মান দাশনিক ক্যাণ্ট দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত ব্যাবহারিক জগৎ (phenomenal existence) দেশ, কাল ও নিমিত্ত—এই ত্রিবিধ Categoryর অধীন, এবং যাহা পরমার্থ (Noumenon), তাহা দেশ, কাল ও নিমিত্তাতীত, তাহা এই তিন Categoryর অপরামৃষ্ট। দেশ=space, কাল=time, এবং নিমিত্ত=Causality (কার্য্যকারণসম্বন্ধ)। ব্রহ্ম নিরুপাধি, এই বাক্যের বিবরণ করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য বহুবার ব্রহ্মকে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সর্ব্বোপনিষৎসারে এইরূপে ব্রহ্মের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। "ব্রহ্ম সত্যম্ অবিনাশি নাম-দেশ-কাল-বস্তু-নিমিত্তেষু বিনশ্যৎসু যন্ন বিনশ্যতি অবিনাশি তৎ সত্যমিত্যুচ্যতে।" অর্থাৎ দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতি উপাধির নাশে যাঁহার নাশ হয় না, তিনিই অবিনাশী সত্যস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরুপাধি—দেশের অতীত, কালের অতীত এবং নিমিত্তের অতীত। *

---

* In Indian language, Brahman, in contrast with the empirical system of the universe is not like it in space but it is spaceless, not in time but timeless, not subject to but independent of the law of causality.—Deussen's philosophy of the Upanishads page 15.

ব্রহ্মের এই দেশাতীতত্ব, কালাতীতত্ব, নিমিত্তাতীতত্ব উপনিষদ্ কি ভাবে বুঝাইয়াছেন ইহা আমাদের জানা আবশ্যক।

ব্রহ্মের দেশাতীত ভাব যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকোপনিষদে অতি হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন

"স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে এব তদোতং চ প্রোতং চেতি —বৃহ ৩।৮।৭

'যাহা দিবের উর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীর অধে, যাহার অন্তরীক্ষ উদরে, যাহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বলে, তাহা আকাশে (ব্রহ্মে) ওতপ্রোত রহিয়াছে।'

ছান্দোগ্যোপনিষদেব ঋষি ব্রহ্মের দেশাতীত ভাব লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন।

"স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম্।" —ছা ৭।২৫।১

'তিনি অধে তিনি উর্দ্ধে তিনি পশ্চাতে তিনি সম্মুখে তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে, তিনি এই সমস্ত।'

ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আসীদেকোঽনন্তঃ প্রাগনন্তো দক্ষিণতোঽনন্তঃ প্রতীচ্যনন্ত উদীচ্যনন্ত উর্দ্ধং চ অবাঙ্ চ সর্ব্বতোঽনন্তঃ।

ন হ্যস্য প্রাচ্যাদিদিশঃ কল্পন্তেঽথ তির্য্যগ্বাঽবাঙ বোর্দ্ধং বাঽনূহ্য এব পরমাত্মাঽ পরিমিতোঽজঃ। মৈত্রায়ণী, ৬।১৭

'ব্রহ্মই অগ্রে এই (জগৎ) ছিলেন। এক ও অনন্ত,—পূর্ব্বে অনন্ত, পশ্চিমে অনন্ত, দক্ষিণে অনন্ত, উত্তরে অনন্ত, উর্দ্ধে অনন্ত, অধে অনন্ত, সর্ব্বতঃ অনন্ত। তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ব পশ্চিম ভেদ নাই; উত্তর দক্ষিণ ভেদ নাই; উর্দ্ধ অধঃ ভেদ নাই। তিনি নিরাধার, অপরিমিত, অজ

দেশ হইতেই পরিমাণের সিদ্ধি হয়। যাহা দেশাতীত তাহার পরিমাণ নাই। ব্রহ্ম যখন দেশের অপরিচ্ছিন্ন, তখন তিনি পরিমাণেরও অতীত। এই জন্য উপনিষদ্ ব্রহ্মকে কোথায়ও "বিভু, ব্যাপক, মহান্" বলিয়াছেন। কোথায়ও "অণু, আরাগ্রমাত্র, কেশের শতভাগের পরিমিত" বলিয়াছেন।

'মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।—কঠ ২।২২, ৪।৪

'মহান্ বিভু আত্মাকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোকমুক্ত হন।'

অব্যক্তাৎ পরঃ পুরুষঃ ব্যাপকোঽলিঙ্গ এবচ।—কঠ, ৬।৮

'প্রকৃতিরও পরতর পুরুষ (ব্রহ্ম)। তিনি ব্যাপক ও অলিঙ্গ।' আবার তিনি অণু।

এষোঽণুরাত্মা।—মুণ্ডক, ৩।১।৯

'এই আত্মা অণুর পরিমাণ।'

আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ।—শ্বেত, ৫।৮

'ব্রহ্মের পরিমাণ সূচীর অগ্রভাগ মাত্র।'

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবস্য বিজ্ঞেয়ঃ।—শ্বেত, ৫।৯

'কেশকে শতভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে শতভাগ করিলে তাহাই জীবের পরিমাণ।'

দেশাতীত বস্তুর পরিমাণ-নির্দ্দেশ যে কথামাত্র, তাহাই বুঝাইবার জন্য উপনিষদ্ একই বাক্যে ব্রহ্মকে অণুর অণু ও মহতের মহান্ বলিয়াছেন।

'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' বহুবার উপনিষদে এই শব্দের যোজনা দৃষ্ট হয়।*

অর্থাৎ ব্রহ্ম অণুর অপেক্ষাও অণু এবং মহতের অপেক্ষাও মহান্।

* কঠ ২।২০, শ্বেত ৩।২০, মহানারায়ণ ১০।১

ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ এই ভাবে ব্রহ্মের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্‌ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বৈ এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্‌ পৃথিব্যা জ্যায়ান্‌ অন্তরীক্ষাৎ জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।—৩।১৪।৩

'এই আমার আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি ব্রীহির অপেক্ষা, যবের অপেক্ষা, সর্ষপের অপেক্ষা, শ্যামাকের অপেক্ষা, শ্যামাক-তণ্ডুলের অপেক্ষা অণু। এই আমার আত্মা অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিত। ইনি পৃথিবীর অপেক্ষা, অন্তরীক্ষের অপেক্ষা, দিবের অপেক্ষা, সমস্ত ভুবনের অপেক্ষা বৃহৎ।'

যিনি দেশাতীত, পরিমাণের অনবচ্ছিন্ন তাঁহার বিভাগ সম্ভবে না, সুতরাং তিনি অবয়বহীন—কলাতীত। সেই জন্য উপনিষদ্‌ ব্রহ্মকে 'অকল, নিষ্কল' এই বিশেষণে অনেক স্থলে বিশেষিত করিয়াছেন। কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।—শ্বেত, ৬।১৯

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্‌।—মুণ্ডক, ২।২।৯

পরঃ ত্রিকালাদ্‌ অকলোপি দৃষ্টঃ।—শ্বেত, ৬।৫

স এষ অকলোঽমৃতো ভবতি।—প্রশ্ন, ৬।৫

ব্রহ্মকে পুনঃ পুনঃ "অকল, নিষ্কল" * বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম দেশ-উপাধির অপরিচ্ছিন্ন (not limited by space)—ইহাই জ্ঞাপন করা।

ব্রহ্ম কেবল দেশের অনবচ্ছিন্ন নহেন, কালেরও অনবচ্ছিন্ন। কাল ত্রিবিধ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। ব্রহ্ম যখন কালাতীত, তখন তিনি ত্রিকালেরই অনবচ্ছিন্ন। শ্বেতাশ্বতর তাঁহাকে বলিয়াছেন, "পরঃ

---

* নিষ্কল—Partless—অকল।

ত্রিকালাৎ"।— শ্বেত ৬।৫। শ্রুতি তাঁহার কালাতীতত্ব জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন—

যস্মাদ্ অর্ব্বাক্ সংবৎসরঃ অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্ দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতি রায়ুর্হোপাসতেঽমৃতং।—বৃ ৪।৪।১৬
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্।—কঠ ৩।১৫
অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে।—শ্বেত ৫।১৩

'যাঁহাকে স্পর্শ না করিয়া সম্বৎসর দিবসের সহিত পরিবর্ত্তিত হয়। দেবগণ তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতিঃ অমৃত আয়ুঃ বলিয়া উপাসনা করেন।' তিনি কি ভূত না ভবিষ্যৎ না বর্ত্তমান ?

যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইত্যাচক্ষতে।—বৃহ ৩।৮।৭

তিনি সকলই অথচ কিছুই নহেন। তিনি সনাতন—সদাকাল বর্ত্তমান, (Eternal Now)। তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন।

অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।—কঠ, ২।১৪।

সেইজন্য উপনিষদ্ তাঁহাকে ভূত ও ভব্যের অধীশ্বর বলিয়াছেন।

ঈশানং ভূতভব্যস্য।—বৃহ ৪।৪।১৫, কঠ ২।১।৫, ১২ ও ১৩।

যেমন তাঁহার দেশাতীতত্ব জানাইবার জন্য তাঁহাকে অণুর অণু অথচ মহানের মহান্ বলিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার কালাতীতত্ব জানাইবার জন্য তাঁহাকে একদিকে অনাদি অনন্ত অর্থাৎ চিরন্তন আবার অন্য দিকে ক্ষণস্থায়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

---

* Just as Brahman, independent of space, is figuratively represented not only under the figure of infinite vastness but also at the same time of infinite littleness, so his independence of time appears on the one hand as infinite 'duration, on the other as an infinitely small moment, as it is symbolically represented in consciousness by the instantaneous duration of the lightning or flash of thought.—Deussen, page 150.

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্।—কঠ, ৩।১৫

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে।—শ্বেত, ৫।১৩

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।—কঠ, ৫।৬

'ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত, মহতের পর, ধ্রুব। অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম (কলিলের) জগতের মধ্যে স্থিত। সনাতন গুহ্য ব্রহ্ম তোমাকে বলিতেছি।' এইরূপ ব্রহ্মের ক্ষণ-স্থায়িত্ব ও শ্রুতি উপদেশ করিতেছেন—

তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্ যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তং।—বৃহ ২।৩।৬

'সেই পুরুষের রূপ কেমন? যেমন বিদ্যুতের ক্ষণিক ভাতি।'

বিদ্যুদ্ ব্রহ্মেত্যাহুঃ—বৃহ ৫।৭।১।

'ব্রহ্মকে বিদ্যুৎ বলা হয়।'

যদেতৎ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ।*—ন্যমীমিষদ্ আ।—কেন ৪।৪

'যেন বিদ্যুতের চকিত, যেন চক্ষের নিমেষ।'

ব্রহ্ম যেমন দেশ কালের অতীত, সেইরূপ তিনি নিমিত্তেরও অতীত। যিনি নিমিত্তের অতীত, তাঁহাতে বিকার সম্ভবে না। † ব্রহ্ম নির্ব্বিকার।

অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।—কঠ, ২। ১৪

এইজন্য তাঁহাকে ধ্রুব, শাশ্বত, নিত্য, পুরাণ বলা হয়।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ।—কঠ ২। ১৮

একধৈবানুদ্রষ্টব্যং এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবং।

বিরজঃ পর আকাশাদ্ অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ।—বৃহ, ৪।৪।২০

'ব্রহ্ম অপ্রমেয় ও ধ্রুব। তাঁহাকে এক বলিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি

---

* মহানারায়ণ, ১।৮ ও ৫।৭।৬ দ্রষ্টব্য। Taken together, their aim is to lay stress upon His instantaneousness in time, that is in figurative language timelessness.—Deussen, page 154

† Where there is no change there in no causality.

রজোহীন, আকাশের অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তিনি অজ, মহান্, ধ্রুব।' অর্থাৎ তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, অপচয় উপচয় নাই।

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।—কঠ ২।১৮
>
> জাত এব ন জায়তে কোন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ।—বৃহ ৩।৯।২৮।৭

তিনি কূটস্থ,—একরূপে বর্ত্তমান।

> অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষবস্থিতম্।—কঠ, ২।২২

সেইজন্য উপনিষদে ব্রহ্মের একটি স্বার্থক নাম "অক্ষর।"

> তদেতৎ অক্ষরং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি।
>
> এতস্যৈব অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি—বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৯
>
> তদ্বা এতদ্ অক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ।—বৃহদারণ্যক, ৩।৮।১১
>
> যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।
>
> অথ পরা যয়া তদ্ অক্ষরং অধিগম্যতে।—মুণ্ডক, ১।২।১৩

অক্ষর—যাঁহার ক্ষরণ নাই। যিনি অজর, অমর, স্থাণু, নির্ব্বিকার,—অতএব নিমিত্তাতীত।

এইরূপে দেখা যায় যে, উপনিষদের মতে ব্রহ্ম দেশ-কাল-নিমিত্তাতীত। অর্থাৎ তিনি দেশ কাল ও নিমিত্ত এই ত্রিবিধ উপাধির অপরিচ্ছিন্ন—অতএব নিরুপাধি। *

---

* Independent of all limitation of time, space and cause.

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রহ্ম অজ্ঞেয়।

আমরা দেখিয়াছি যে, পরব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য, অলক্ষ্য, অবাচ্য; অর্থাৎ তিনি নির্দ্দেশের অতীত, লক্ষণের অতীত, বচনের অতীত। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, তিনি অজ্ঞেয়, গ্রহণের মননের অবিষয়*— জ্ঞানাতীত। অর্থাৎ পরব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসগোচর।

---

* হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) প্রভৃতি অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিকগণ এক "unknowable" (অজ্ঞেয়) বস্তুর প্রচার করিয়াছেন। সে "unknowable" উপনিষৎ প্রতিপাদিত পরব্রহ্ম নহেন; বস্তুতঃ পক্ষে, সে "unknowable" সগুণ ব্রহ্ম (মহেশ্বরের) একটী বিভাব (aspect) মাত্র। গীতায় তাহাকে মহেশ্বরের পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। সে প্রকৃতি পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতিপাদিত "force", "power" বা শক্তিমাত্র। উহা "unknowable" নহে। এ বিষয়ে স্পেন্সারের শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহার প্রতিপাদিত "unknowable" যে শক্তির উপরে নহে, তাহা বুঝা যাইবে।

The power which the universe manifests to us, is utterly inscrutable.—First Principles, 4th Edition—page 17.

An infinite and eternal energy from which all things proceed.—Principles of Sociology—page 175.

The power manifested throughout the universe distinguished as material, is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness.—Principles of Sociology III, page 171.

The power which manifests itself in consciousness is but a differently conditioned from of the power which manifests itself beyond consciousness.—Principles of Sociology III. p. 170.

কোন বস্তুকে আমরা জানি কিরূপে? হয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা, কিম্বা মন অথবা বুদ্ধির দ্বারা। যাহা যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ-গোচর, তাহাকেই তদ্দ্বারা জানা যায়। চক্ষুর দ্বারা রূপ জানা যায়, কর্ণের দ্বারা শব্দ জানা যায়, নাসিকার দ্বারা গন্ধ জানা যায়, জিহ্বার দ্বারা রস জানা যায় এবং ত্বকের দ্বারা স্পর্শ জানা যায়। কিন্তু যাহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই, তাহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জানিব কিরূপে? আমরা দেখিয়াছি যে ব্রহ্ম—

> অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।
> তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ।—কঠ, ৩।১৫

অর্থাৎ 'ব্রহ্ম শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, অক্ষর বস্তু।' অতএব তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বেদ্য হইবেন কিরূপে? শ্রুতি এ কথা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন—

> ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিদেনং।—কঠ ৩৷৯
> নৈনং দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।—ঈশ ৪
> ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।—মুণ্ডক ৩৷১৷৮
> নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।—কঠ ৩৷১২

'তাঁহার রূপ দৃষ্টিগোচর নহে; চক্ষুর দ্বারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না।' (চক্ষু এখানে সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ মাত্র)।

'ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার লাগ পায় না। তিনি সর্ব্বদাই তাহাদের পূর্ব্বগামী।' 'তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গ্রাহ্য নহেন, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা কর্ম্মেরও গ্রাহ্য নহেন।' 'বাক্য, মন, চক্ষু কিছুরই প্রাপ্য নহেন।'

মনকে অন্তঃকরণ বলে। ইহা ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু কর্ণ দ্বারা যেমন

বাহ্যিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, মনের দ্বারা সেইরূপ আন্তরিক বিষয়ের (সুখ দুঃখ প্রভৃতির) উপলব্ধি হয়। পরব্রহ্ম সুখ দুঃখ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির অতীত; সেই জন্য মনের দ্বারা তাঁহার কখনও উপলব্ধি হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

যন্মনসা ন মনুতে।—কেন, ১।৫

'যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না, তিনিই ব্রহ্ম।'

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। তৈত্তি, ২।৪।১

'বাক্য ও মন যাঁহার কাছে পঁহুছিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে।'

মনের উপর বুদ্ধি। নিশ্চয়জ্ঞান বা বোধ বুদ্ধির ধর্ম্ম। বুদ্ধির স্বভাব এই যে, যে বস্তুর ছায়া বুদ্ধিতে পতিত হয়, বুদ্ধি তদাকারে আকারিত হয়। বুদ্ধি সান্ত, সগুণ পদার্থ। সে অনন্ত, নির্গুণ পরব্রহ্মের আকারে কিরূপে আকারিত হইবে? তা' ছাড়া যাহা সাপেক্ষ (relative), সম্বন্ধযুক্ত, সোপাধিক, তাহাই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে *। পরব্রহ্ম নিরুপাধিক, নিরপেক্ষ (absolute) বস্তু, দেশ কালও নিমিত্ত—সমস্তসম্বন্ধবর্জ্জিত; তিনি কিরূপে

---

* To think is to condition, to distinguish objects and bring them into relation with one another; to distinguish one object from another is to limit one by the other. But the absolute, the infinite is without condition and so cannot be thought. Again our whole notion of existence is relative and we can form no conception of the absolute, since it is merely the absence of relations; if we are to know the absolute and infinite it must be classed. Classification involves recognition, but the Absolute can be like nothing else that we know and therefore cannot be recognised or known.—Herbert Spencer's First Principles, pp. 73-4.

জ্ঞানের বিষয় হইবেন ? মন বুদ্ধি সসীম, সান্ত ; যাহা সীমান্বিত, অন্ত-শালী, তাহাই মন বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে। কিন্তু যে পদার্থ অসীম অনন্ত, মন বুদ্ধি তাহার লাগ পাইবে কিরূপে ? ব্রহ্ম অতিবৃহৎ, পরম মহৎ পদার্থ ; তিনি মন বুদ্ধির গোচর হইবেন কিরূপে ? তিনি চিরদিনই অজ্ঞেয় (unknowable)। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি ন মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।—কেন, ৩

'সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্য যাইতে পারে না, মন যাইতে পারে না, বুদ্ধি যাইতে পারে না ; তাঁহাকে আমরা জানি না ; তাঁহার কিরূপে উপদেশ দেওয়া যাইবে ?'

আরও বক্তব্য এই যে, যিনি যাহাকে প্রকাশিত করেন, সে কখনও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। সূর্য্যের দীপ্তিতে জগৎ আলোকিত হয়। সূর্য্যকে কি জগৎ উজ্জ্বলিত করিতে পারে ? ব্রহ্মের দীপ্তিতেই সমস্ত ইন্দ্রিয় (বুদ্ধি, মন প্রভৃতি) দীপ্তিমান্ ; তাঁহারই প্রভায় সকলে প্রভান্বিত। তবে তাহারা তাঁহাকে প্রকাশিত করিবে কিরূপে ?

তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।—কঠ, ৫।১৬

'তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান্ ; তাঁহার প্রভাতেই সকলে প্রভান্বিত।'

আর এক কথা। জানা অর্থে জ্ঞানের বিষয় হওয়া। যিনি বিষয় (object) এবং বিষয়ী (subject)--উভয়েরই উপরে, তিনি কিরূপে মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের বিষয় (object) হইবেন। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ—বৃহ ২।৪।১৫। 'বিজ্ঞাতা (subject) কিরূপে বিজ্ঞাত (object) হইবেন ?' তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায়

যে, 'অস্তি'—তিনি আছেন। তাহার অতিরিক্ত কিছু বলাও যায় না, জানাও যায় না।

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।—কঠ, ৬।১২

'অস্তি—এইমাত্র বলা যায়, তাহার অধিক উপলব্ধি হয় না।'

জ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান; বোধের উপর প্রতিবোধ ইহাকে সমাধি বা যোগজ মতি (Intuition) বলা যায়। সে অবস্থায় পরব্রহ্মকে জানা যায় কিনা ?

কেহ কেহ বলেন যে, সাধারণ মন বুদ্ধির অগোচর হইলেও পরব্রহ্ম সমাধি-বেদ্য। এই মত সমর্থনের জন্য তাঁহারা নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যকে প্রমাণরূপে উপস্থিত করেন।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।—কঠ, ২।১২

'অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ-দুঃখ অতিক্রম করেন।'

এখানে 'দেব' শব্দে কাঁহাকে উদ্দেশকরা হইয়াছে ? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম না সবিশেষ ব্রহ্ম ? শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্‌।—কঠ, ২।১২

সে দেব কিরূপ ? 'তিনি দুর্দ্দর্শ, গূঢ়, (প্রপঞ্চে) অনুপ্রবিষ্ট,

---

*এ বিষয়ে মহাকবি গেটে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

"Who dare express Him ?
And who profess Him ?
Who, feeling, seeing,
Deny His Being," etc,
Goethe's Faust, Part I, Scene Xvi.

পুরাতন এবং হৃদয়ের দহরাকাশে প্রতিষ্ঠিত।' এখানে যে সবিশেষ ব্রহ্ম লক্ষিত হইতেছেন, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে? কঠ উপনিষদের আর একস্থলে উক্ত হইয়াছে—

হৃদা মনীষা মনসাভিকᳪপ্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।—কঠ, ৬।৯ *

'তিনি হৃদয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হয়েন; তাঁহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয়।' "হৃদা" এই শব্দের প্রয়োগ থাকাতে বুঝা যাইতেছে যে, এখানে পূর্ব্ব মন্ত্রোক্ত 'গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ' পুরুষই লক্ষিত হইতেছেন। মুণ্ডক উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়েও ঐ পুরুষকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেখানেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম লক্ষিত হন নাই।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥—মুণ্ডক, ৩।১।৩
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥—মুণ্ডক, ৩।১।৮

'জীব যখন জ্যোতির্ম্ময়, কর্ত্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মার জনক) পুরুষকে দর্শন করে, তখন সে পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হইয়া পরম সমত্ব লাভ করে।'

'জ্ঞান-প্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত (সাধক), ধ্যানযোগে নিষ্কল (অখণ্ড) পরমাত্মাকে দর্শন করে।'

---

* এই মন্ত্রের শ্বেতাশ্বতরে (৪।১৭) যে পাঠ দৃষ্ট হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, সবিশেষ ভাবই যে লক্ষ্য, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকে না।

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাভিকᳪপ্তো য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

'এই দেব বিশ্বস্রষ্টা মহাত্মা, জীবগণের হৃদয়ে সদা অবস্থিত আছেন, তিনি হৃদয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হয়েন ইত্যাদি।' যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, হৃদয়াকাশে অবস্থিত, তিনি কখনই নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না।

যাঁহাকে নিষ্কল পরমাত্মা বলা হইল, তিনিও যে সেই গুহাহিত পুরুষ তাহা পরবর্ত্তী মন্ত্রে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ।—মুণ্ডক, ৩।১।৯

'এই যে অণু আত্মা (দহরাকাশে অধিষ্ঠিত), তাঁহাকে চিত্তের দ্বারা জানা যায়।' কঠ উপনিষদে বলা হইয়াছে,—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎপরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥—কঠ, ৪।১

'স্বয়ম্ভূ (ভগবান্) ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়াছেন; সেইজন্য জীবগণ বহির্বিষয় দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। তবে কোন ধীর ব্যক্তি অমরত্ব ইচ্ছা করিয়া আবৃত্তচক্ষু হইয়া (বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-গণ প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।' "প্রত্যগাত্মা" শব্দে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বুঝায় না, গুহাহিত পুরুষকেই লক্ষ্য করা হয়।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥—কঠ, ৩।১২

'এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু সূক্ষ্ম-দর্শীরা ইঁহাকে সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।' এখানেও সবিশেষ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ তাঁহারই সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন যে— তিনি বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রত্যগাত্মা রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।—তৈত্তি, ২।৬।১
অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৪

'সংরাধনকালে তিনি দৃষ্ট হন, শ্রুতি স্মৃতি ইহার প্রমাণ'—এই

ব্রহ্মসূত্রেও সবিশেষ ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন। কারণ সংরাধন অর্থে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান ইত্যাদির অনুষ্ঠান।

"সংবাধন-কালে পশ্যন্তি যোগিনঃ। সংরাধনং চ ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্।"

—শঙ্করভাষ্য

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মসন্ ব্রহ্ম অবৈতি। ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরম্।—তৈত্তিরীয়, ২।১।১

'ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্মই হওয়া যায়।' 'ব্রহ্ম হইলে ব্রহ্ম জানা যায়।' 'ব্রহ্মজ্ঞানী পরম (পদ) লাভ করেন।'—ইত্যাদিস্থলেও সবিশেষ ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন; কারণ ব্রহ্মজ্ঞানী পরম বস্তু লাভ করেন, এই কথা বলিয়া শ্রুতি ব্রহ্মের পরিচয়ে বলিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈত্তিরীয়, ২।১।১

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সচ্চিদানন্দ বলিয়া ব্রহ্মের যে ভাবের পবিচয় দেওয়া হয়, তাহা তাঁহার সবিশেষ ভাব, নির্ব্বিশেষ ভাব নহে।

এই যে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব, ইহাও মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য নহে; কেবলমাত্র সমাধি লভ্য। এই সমাধি দ্বিবিধ; সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে; কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সমস্ত ভেদবুদ্ধি, সমস্ত দ্বৈতদর্শন তিরো-হিত হয়। তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, বিষয়ী ও বিষয়—একাকার হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ উপনিষদে বলা হইয়াছে—

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।—ঈশ, ৭

'যখন জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমস্ত পদার্থ আত্মাই হইয়া যায়, তখন সেই একত্ব-দর্শীর পক্ষে শোক, মোহের অবসর থাকে না।' কারণ,

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে।
অথ তস্য ভয়ং ভবতি।—তৈত্তিরীয়, ২।৭।১

'দ্বৈত হইতেই ভয়ের উৎপত্তি হয়; যতক্ষণ অণুমাত্রও ভেদদৃষ্টি থাকে, ততদিন ভয় দূর হয় না।' কিন্তু ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হইলেই সকল ভয়, ভাবনা, শোক, মোহ অন্তর্হিত হইয়া যায়।

এবিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা করিতে উদ্যত হইয়া নিজের যাহা কিছু পার্থিব সম্পত্তি ছিল, তাহা মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নাম্নী পত্নীদ্বয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন; তিনি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সমস্ত পৃথিবী যদি বিত্তপূর্ণা হয়, তবে কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তাহা কিরূপে হইবে? মৈত্রেয়ী বলিলেন—

যেনাহং নামৃতাস্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌।

'যাহাতে আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহাতে আমি কি করিব? আপনি আমার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা বলুন।' ঋষি তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া অবশেষে বলিলেন—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং রসয়েত্তৎ কেন কমভিবদেত্তৎ কেন কং শৃণুয়াত্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেত্তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাঽসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার।—বৃহ, ৪।৫।১৫

"যখন দ্বৈত ভাব থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে ঘ্রাণ করে, একে অন্যকে আস্বাদন করে, একে অন্যকে বলে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে স্পর্শ করে, একে অন্যকে জানে; কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা হইয়া যায় (আত্মা ভিন্ন আর কিছুই থাকে না), তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে, কে কাহাকে ঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে আস্বাদন করিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কে কাহাকে স্পর্শ করিবে, কে কাহাকে জানিবে? যাঁহাদ্বারা এ সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, তাঁহাকে কিসের দ্বারা বিজ্ঞাত হইবে?' সেই আত্মার পরিচয় "নেতি নেতি"—ইহা নয়, ইহা নয়। তিনি অগ্রাহ্য—তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, তিনি অশীর্য্য—শীর্ণ হন না, তিনি অসঙ্গ—আসক্ত হন না, তিনি অসিত—ব্যথিত ক্ষুভিত হন না। যিনিই বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কিরূপে বিজ্ঞাত হইবে? হে মৈত্রেয়ি! এই তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করা হইল; ইহাই অমরত্বলাভের উপায়।' এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন।"

এই নির্ব্বিকল্প সমাধির একাকার অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া কেন উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

> যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
> অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্—কেন ২।৩

'যিনি (ব্রহ্মকে) জানেন না, তিনিই জানেন; যিনি জানেন তিনি জানেন না। যিনি জানেন, ব্রহ্ম তাঁহার অজ্ঞাত, আর যিনি জানেন না তাঁহারই জ্ঞাত।' প্রথম দৃষ্টিতে বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রলাপবাক্য মনে হইলেও কথাটি বড়ই ঠিক। যে পর্য্যন্ত জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান ভেদ-দর্শন থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্ম অজ্ঞাত থাকেন; কিন্তু ভেদবুদ্ধি রহিত হইয়া জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান

একাকার বোধ হইলে, তবে ব্রহ্ম জ্ঞাত হয়েন। এ অবস্থা বচনাতীত। এ বোধ জ্ঞান নহে, অজ্ঞানও নহে, অনির্ব্বচনীয় কোন কিছু।

ব্রহ্ম কেন অজ্ঞেয়? এই প্রশ্নের উত্তর উপনিষদে দুইভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উত্তর এই যে, ব্রহ্ম যখন নির্ব্বিশেষ, তাঁহাতে যখন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান একাকার, বিষয় ও বিষয়ী (Object ও Subject), দ্রষ্টা ও দৃশ্য একীভূত, তখন তাঁহার জ্ঞান সম্ভবে না; কারণ জ্ঞান বলিলেই বিষয়-বিষয়ীর, জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের ভেদ বুঝায়। যেখানে এ ভেদ তিরোহিত, সেখানে জ্ঞানের সম্ভাবনা কোথায়? * দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ব্রহ্ম যখন বিষয়ী (Subject), তখন তিনি বিষয় হইতে পারেন না; কারণ বিষয় হইলে তিনি আর বিষয়ী থাকিতে পারেন না। †

ব্রহ্মই যে বিষয়ী (knowing subject), একথা নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতি-বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে।

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।—কঠ ২।১৮।
> সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগুর্ণশ্চ।—শ্বেত ৬।১৪।
> এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুঃ ইমাঃ ষোড়শকলাঃ।—প্রশ্ন, ৬।৫।

'তিনি বিপশ্চিৎ (জ্ঞাতা), জন্মমৃত্যুহীন। তিনি সাক্ষী, চেতন, কেবল, নির্গুণ। এই পরিদ্রষ্টার সেই ষোড়শকলা।' বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিষয়ী বিধায় ব্রহ্মের অজ্ঞেয়ত্ব একাধিক স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

---

* The Supreme Atman is unknowable because he is all-comprehending unity, whereas all knowledge presupposes a duality of subject and object.—Deussen p. 79.

† The Atman as the knowing subject can never become an object for us and is therefore itself unknowable.—Deussen. p. 403.

যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি
—বৃহ ২।৪।১৪।

ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীথাঃ।—বৃহ ৩।৪।২।

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতৃ নান্যদ্ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ।—বৃহ, ৩।৮।১১

'যাঁহা দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞাত হয়, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে? যিনি জ্ঞাতা (যিনি দ্রষ্টা সাক্ষিমাত্র), তাঁহাকে কিরূপে জানিবে?'

'দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা, শ্রুতির শ্রোতা, মতির মন্তা, বিজ্ঞাতির বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে?'

'হে গার্গি! সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) অদৃষ্ট কিন্তু দ্রষ্টা, অশ্রুত কিন্তু শ্রোতা, অমত কিন্তু মন্তা, অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই, অন্য শ্রোতা নাই, অন্য মন্তা নাই, অন্য বিজ্ঞাতা নাই।'

এই বিষয় কেন উপনিষদে অতি বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদম্ যদিদম্ উপাসতে।
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদম্ যদিদমুপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদম্ যদিদমুপাসতে।
যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদম্ যদিদমুপাসতে॥—কেন, ১।৪-৮।

'বাক্যের দ্বারা যাঁহার বচন হয় না, যাঁহা দ্বারা বাক্য উক্ত হয়, তিনি ব্রহ্ম। তাঁহাকে জান। এই যাহা উপাসনা করা যায়, তাহা ব্রহ্ম নহে।'

'মনের দ্বারা যাঁহার মনন হয় না, যিনি মনকে মনন করেন, তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি।'

'চক্ষুদ্বারা যাঁহার দর্শন হয় না, যিনি চক্ষুকে দর্শন করেন, তিনিই ব্রহ্ম ইত্যাদি।'

'কর্ণের দ্বারা যাঁহার শ্রবণ হয় না, যিনি কর্ণকে শ্রবণ করেন, তিনিই ব্রহ্ম ইত্যাদি।'

'ঘ্রাণের দ্বারা যাঁহার আঘ্রাণ হয় না, যিনি ঘ্রাণকে আঘ্রাণ করেন তিনিই ব্রহ্ম ইত্যাদি।'

এই মর্ম্মে বৃহদারণ্যক বলিতেছেন।—

এষ ত আত্মান্তর্য্যামী অমৃতঃ অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতো শ্রোতা অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যঃ অতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যঃ অতোঽস্তি শ্রোতা নান্যঃ অতোঽস্তি মন্তা নান্য অতোঽস্তি বিজ্ঞাতা—৩।৭।২৩

'এই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা অ-দৃষ্ট কিন্তু দ্রষ্টা, অ-শ্রুত কিন্তু শ্রোতা, অ-মত কিন্তু মন্তা, অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ জ্ঞাতা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই।'

সেইজন্য তাঁহাকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু বলা যায়।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহ বাচং স উ। প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুঃ। —কেন, ২।

অর্থাৎ ব্রহ্ম, যিনি একমাত্র দ্রষ্টা, একমাত্র বিষয়ী (subject), তিনি কখনও দৃশ্য, বিষয় (object) হইতে পারেন না। অতএব তিনি অজ্ঞেয়।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম ভূমা।

যোবৈ ভূমা তৎসুখম্ ভূমৈব সুখম্ ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—ছান্দোগ্য ৭।২৩।১

'যিনি ভূমা তিনিই সুখ, ভূমাই সুখ, ভূমাকে জানিতে হইবে।'

ভূমা কি?

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং।

—ছান্দোগ্য ৭।২৪।১

'যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয় না, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয় না, অন্য বস্তুর মনন হয় না, তিনিই ভূমা; আর যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয়, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয়, অন্য বস্তুর মনন হয়, তাহা অল্প; যিনি ভূমা, তিনি অমৃত। যাহা অল্প, তাহা মর্ত্ত্য।'

ব্রহ্ম যখন ভূমা, তখন তাঁহাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একাকার ভাব। তিনি দ্বৈত-রহিত, অদ্বৈত।

একমেবাদ্বিতীয়ম্।—ছা ৬।২।১

নানাত্বের, ভেদের, দ্বৈতের তাঁহাতে অবকাশ নাই। অতএব তিনি কিরূপে জ্ঞেয় হইবেন? এই তত্ত্ব বৃহদারণ্যক উপনিষদে অতি মনোজ্ঞ-ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং অভিবদতি তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈ-বাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং অভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।—বৃহ ২।৪।১৪

অর্থাৎ "যেখানে দ্বৈতের ভাণ হয়, সেখানেই অপর অপরকে আঘ্রাণ করে, অপর অপরকে দর্শন করে, অপর অপরকে শ্রবণ করে, অপর

অপরকে বচন করে, অপর অপরকে মনন করে, অপর অপরকে বিজ্ঞা
করে; কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা (ব্রহ্ম) হইয়া যায়, তখন কে কাহা
দর্শন করিবে, কে কাহার শ্রবণ করিবে, কে কাহার বচন করিবে, ে
কাহার মনন করিবে, কে কাহার বিজ্ঞান করিবে?" অতএব ব্রহ্ম যখ
অদ্বৈত, একাকার, ভূমা—তখন তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন না।

পঞ্চম অধ্যায়।

সত্যস্য সত্যম্।

উপনিষদে ব্রহ্মের একটী রহস্য-নাম "সত্যস্য সত্যম্"।

তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি।—বৃহ ২।১।২০

ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। অন্য সমস্ত অসৎ। ব্রহ্মই পরমার্থ (sole reality)। তাঁহারই সত্তায় জগতের সত্যত্বের ভাণ। * সেই জন্যই তাঁহার নাম "সত্যস্য সত্যম্"। ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন :—

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।—১।১২৪।৪৬

'সদ্বস্তু এক, তাঁহাকে বহুরূপে বলা হয়।' এই যে বহুত্ব, এই যে নানা—ইহা বাক্য মাত্র। বস্তু এক বই দ্বিতীয় নহে।

তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ং,'—অর্থাৎ তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। ব্রহ্ম ব্যতীত আর যে কিছু পদার্থ, সমস্তই অসৎ,—বাস্তব পক্ষে তাহাদের সত্তা নাই। যাহা আজ আছে, তাহা কাল ছিল না, তাহা পরশ্ব থাকিবে না। যাহা গতকাল ছিল, তাহা আজ নাই। আজ যাহা নাই, আগামী কল্য তাহা হইবে। এইরূপ যাহা জাগ্রত অবস্থায় আছে, তাহা স্বপ্নাবস্থায় থাকে না, স্বপ্নে যাহা দেখি, জাগ্রতে তাহা ছিল না, সুষুপ্তিতে তাহা থাকিবে না। অতএব তাহা অসৎ বই আর কি? কিন্তু ব্রহ্ম সকল

---

* Empirical reality.

কালে, সকল অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন; অতএব ব্রহ্মই একমাত্র সৎ। এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন,—

সদেব সোম্য ইদম্‌ অগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।—ছান্দোগ্য ৬।২।১

'আদিতে এক অদ্বিতীয় সৎই বিদ্যমান ছিলেন।'

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।—ঐতরেয় ১।১

'আদিতে একই আত্মা ছিলেন।'

ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্‌।—নৃসিংহ ৭

'ব্রহ্মই এই সকল।'

আত্মৈবেদং সর্ব্বম্‌।—ছান্দোগ্য ৭।২৫।২

'আত্মাই এই সকল।'

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।—বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯

'এখানে বহু নাই (একই সব)।'

যস্মাৎ পরং নাপরম্‌ অস্তি কিঞ্চিৎ।—শ্বেতাশ্বতর ৩।৯

'যাঁহার পর, অপর কিছু নাই।'

সন্মূলম্‌ অন্বিচ্ছ। সন্মূলাঃ সোম্য ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।
—ছান্দোগ্য ৬।৮।৪

'হে বৎস! সৎরূপ মূলের অন্বেষণ কর। সমস্ত জাত বস্তুর সৎই মূল, সৎই আশ্রয়, সৎই প্রতিষ্ঠা।'

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম্‌ * * * * আত্মৈব অধস্তাৎ আত্মা উপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণতঃ আত্মা উত্তরতঃ আত্মৈবেদং সর্ব্বম্‌।
—ছান্দোগ্য ৭।২৫।১-২

'তিনিই অধে, তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে, এ সমস্তই তিনি। আত্মাই অধে,

আত্মাই ঊর্দ্ধে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, যাহা কিছু সমস্তই আত্মা।'

অর্থাৎ জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

উপনিষদের উপদেশ এই যে, সমস্তই ব্রহ্ম।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।—ছা ৩।১৪।১

তিনি ভিন্ন আর কোন কিছু নাই।

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদম্ সর্ব্বমিতি।—ছা ৭।২৫।১

'তিনিই অধে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনি ভিন্ন কোন কিছু নাই।'

নতু তদ্‌দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্‌বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ—বৃহ ৪।৩।২৩

যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ অন্যোঽন্যজ্জিঘ্রেদ্ অন্যোঽন্যদ্রসয়েদ্ অন্যোঽন্যদ্বদেদ্ অন্যোঽন্যচ্ছৃণুয়াদ্ অন্যোঽন্যন্মন্বীত অন্যোঽন্যৎ স্পৃশেদ্ অন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ।—বৃহ্, ৪।৩।৩১

'তিনি ভিন্ন যখন দ্বিতীয় নাই তখন তাঁহা হইতে ভিন্ন কে কিরূপে দেখিবে?' 'যদি অন্য কিছু থাকিত তবে অপর অপরকে দর্শন করিত, আঘ্রাণ করিত, আস্বাদন করিত, বচন করিত, শ্রবণ করিত, মনন করিত, স্পর্শন করিত, বিজ্ঞান করিত।'

সেই জন্য শ্রুতি স্পষ্ট ভাষায় নানাত্বের নিষেধ করিয়াছেন।

"নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন"।

এ বচন উপনিষদে বহুবার দেখা যায়।

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।—বৃহ ৪।৪।১৯

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।—কঠ ২।১।১০

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥—কঠ ২।১।১১

'মনের দ্বারা ইহা দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য যে, এখানে কোন কিছু নানা (বহু) নাই । যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ।'

'যিনি এখানে তিনিই সেখানে। যিনিই সেখানে, তিনিই এখানে। যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ।'

'মনের দ্বারা ইহা নিশ্চয় করা উচিত যে, এখানে কিছু নানা (বহু) নাই। যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ।'

এই নানাত্ব-নিষেধের উদ্দেশ্য কি ? জগতে আমরা বিবিধ বৈচিত্র্য, বহু ভেদ দেখিতেছি ; অথচ শ্রুতি অদ্বৈতের উপদেশ করিয়া দ্বৈতের বারণ করিলেন ! উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রুতি দুই ভাবে অদ্বৈতের প্রতিপাদন ও ভেদের বারণ করিয়াছেন। শ্রুতি কোথাও কোথাও বলিয়াছেন যে, এই যে নানা, দ্বৈত, ভেদ,— ইহা মায়ামাত্র, অসৎ, অবস্তু। আবার কোথাও কোথাও দেখাইয়াছেন যে, জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্মের প্রকার বা বিধা (mode) মাত্র ।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ প্রকৃতিকে মায়ামাত্র বলিয়াছেন—

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ । —শ্বেত ৪।১০

অন্যত্র শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "জগৎ যেন আছে," "দ্বৈত যেন আছে, দ্বিতীয় যেন আছে," "নানা যেন আছে ;" অর্থাৎ দ্বৈত, দ্বিতীয় বাস্তবিক নাই। কেবল তাহার ভাণ হয় মাত্র। *

---

* The world exists, as it were (ইব) ।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি ইত্যাদি।—বৃহ ২।৪।১৪

যত্রা অন্যদিব স্যাৎ ইত্যাদি।—বৃহ. ৪।৩।৩১

য ইহ নানা ইব পশ্যতি বৃহ ৪।৪।১৯, কঠ ২।১।১০, ১১

অন্যত্র উপনিষদ্‌ জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :-

ধ্যায়তীব লেলায়তীব—বৃহ ৪।৩।৭

'জীব যেন ধ্যান করে। যেন ক্রীড়া করে।' এই "ইব" শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। জগৎ যদি মায়ামাত্র না হইত, তবে শ্রুতি জগতের সম্বন্ধে "ইব" শব্দের প্রয়োগ করিতেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় যে, শ্বেতকেতু ঋষি-পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি।—ছা ৬।১।৩

'হে ভগবান্‌! সেই আদেশ (রহস্য উপদেশ) কি, যদ্দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়।' অর্থাৎ এমন কোন্‌ বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না। ঋষি দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই বস্তুর উপদেশ করিলেন।

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্‌ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্‌।—ছা ৬।১।৪

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্‌ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্‌।—ছা ৬।১।৫

যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্‌ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যমেবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি।—ছা ৬।১।৬

"হে সোম্য! যেমন একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু জানা যায়, কারণ তাহারা মৃত্তিকারই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য; যেমন একখণ্ড স্বর্ণকে জানিলে সমস্ত স্বর্ণময়

বস্তু জানা যায়, কারণ তাহারা স্বর্ণেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, স্বর্ণ ইহাই সত্য ; যেমন একখণ্ড লৌহকে জানিলে সমস্ত লৌহময় বস্তু জানা যায়, কারণ তাহারা লৌহেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, লৌহই সত্য ; হে সোম্য ! এ আদেশও সেইরূপ ।” অর্থাৎ এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ, ইহা ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত মাত্র। ইহা বাক্যের যোজনা, নামের রচনা, রূপের প্রস্তাবনা মাত্র।

অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ—ছা ৬।৩।৩

‘তিনি জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের ভেদসাধন করিলেন।’

তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত—বৃহ ১।৪।৭

‘তাহা নামরূপের দ্বারা বিভিন্ন করিলেন।’

আকাশোহবৈ নামরূপয়ো র্নির্বহিতা—ছা ৮।১৪।১

‘আকাশই নামরূপের নির্ব্বাহক।’

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ; জগৎ, অসৎ মিথ্যা। যেমন সুবর্ণ কুণ্ডল বলয় হার প্রভৃতি বাহ্যদৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রতিভাত হইতেছে ; কাহারও রূপ কুণ্ডলাকৃতি কাহারও রূপ বলয়াকৃতি, কাহারও নাম কুণ্ডল, কাহারও নাম বলয়। কিন্তু রসায়নের চক্ষে ইহা কেবল নামরূপের ভ্রান্তি। বস্তুতঃ কুণ্ডলও নাই, বলয়ও নাই, আছে কেবল সুবর্ণ। সেইরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছেন।

জগতের এই যে বিচিত্র বিষয়ভেদ—নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, পশু, মনুষ্য —ইহাদেরও কেবল পরস্পরের নাম রূপের প্রভেদ, বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নাই। কাহারও নাম নদী, কাহারও নাম পর্ব্বত ; কাহার রূপ এক প্রকার, কাহার রূপ অন্য প্রকার। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা সব সেই ব্রহ্ম। যেমন হারে ও বলয়ে নাম রূপের ভেদ

থাকিলেও উভয়ই সুবর্ণ; সেইরূপ জাগতিক পদার্থসমূহের মধ্যে নাম রূপের প্রভেদ সত্বেও সকলেই ব্রহ্ম। কারণ জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেইজন্য কৌষীতকী উপনিষদ্ জগতের নানাত্ব নিষেধ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন:—

তদ্ যথা রথস্য অরেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু অর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অর্পিতাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মাঽনন্দোঽজরোঽমৃতঃ।—কৌষীতকী ৩।৮

"যেমন রথের চক্র অরে অর্পিত থাকে এবং অর নাভিতে অর্পিত থাকে। এইরূপ ভূতসমূহ ইন্দ্রিয়ে অর্পিত আছে এবং ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে অর্পিত আছে। সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মাআনন্দ অজর অমর, ব্রহ্ম।'

এইভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, আত্মা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তুই নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেব, ভূত যাহা কিছু—এ সমস্তই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম তং পরাদাৎ যো অন্যত্র আত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাৎ যো অন্যত্র আত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ * * সর্ব্বং তং পরাদাৎ যঃ অন্যত্র আত্মনঃ সর্ব্বং বেদ। ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রং ইমে লোকাঃ ইমে দেবা ইমানি ভূতানি ইদং সর্ব্বং যদয়ম্ আত্মা।—বৃহ ২।৪।৬

এই অর্থে ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি আরুণি পুত্র শ্বেতুকেতুকে প্রাকৃতিক ও জৈবিক বিবিধ ব্যাপারের (নদীর প্রবাহ, বীজের অঙ্কুর, জীবের স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতির) মূলতত্ত্ব অনুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন—

স য এষ অণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেত-কেতো!—ছান্দোগ্য ৬।৮।৭

'যে সেই অণিমা, তদাত্মক এই সমস্ত, তিনিই সত্য তিনিই আত্মা। তুমিই তিনি, হে শ্বেতুকেতু!'

অর্থাৎ জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, যে কিছু ব্যাপার ঘটিতেছে, সে সমস্তই ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। তিনিই সব, তিনিই সত্য, তিনি ভিন্ন কোন কিছু নাই।

অন্যত্র শ্রুতি সমস্ত জাগতিক পদার্থকে ব্রহ্মেরই প্রকার বা বিধা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদ্ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। —বৃহ ২।১।২০

'যেমন উর্ণনাভি হইতে তন্তু নির্গত হয়, যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত বেদ নির্গত হইয়াছে।' * সেইজন্য ঐতরেয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।—ঐতরেয় ৫।৩

'এই ব্রহ্মা, এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সমস্ত দেবতা, এই পঞ্চমহাভূত পৃথিবী বায়ু আকাশ অপ্ ও জ্যোতিঃ, এই সকল ক্ষুদ্র মিশ্র বীজ, অণ্ডজ জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ জীব, অশ্ব গো পুরুষ হস্তী, যাহা কিছু প্রাণী জঙ্গম পক্ষী স্থাবর, সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র। প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞাই লোকের নেত্র, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।'

এই জন্যই বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন :—

---

* There is no universe outside of the Atman, our self, our soul.
—Deussen. p 167

আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।—বৃহ ২।৪।৫

'আত্মার দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞান হইলে সমস্তই বিদিত হয়।'

অতএব শ্রুতির উপদেশ এই :—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ—বৃহ ২।৪।৫

'আত্মার (ব্রহ্মের) দর্শন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন (ধ্যান) করিবে।' কারণ সমস্ত পদার্থ যখন তাঁহারই প্রকার বা বিধা, তখন তাঁহাকে জানিলে আর কি অজ্ঞাত থাকিতে পারে। এই বিষয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।—বৃহ ২।৪।৭

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।—বৃহ ২।৪।৮

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।—বৃহ ২।৪।৯

অর্থাৎ 'যেমন দুন্দুভি বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়। ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ।'

অর্থাৎ যেমন একই বাদ্য হইতে নানা প্রকার শব্দ উত্থিত হয়,—সে নানাত্ব ভেদ এক বাদ্যেরই প্রকার বা বিধা মাত্র; সেইরূপ এক ব্রহ্ম হইতে জগতের এই নানাত্ব প্রতিভাত হইতেছে। এই নানা তাঁহারই বিধা বা

প্রকারভেদ। অতএব তাঁহাকে জানিলে তাঁহার প্রকারও বিজ্ঞাত হয়। সেই জন্য শৌনক ঋষি অঙ্গিরার নিকট

কস্মিন্ন ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।—মুণ্ডক ১।১।৩

"হে ভগবান্! কাঁহাকে জানিলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়?" এই প্রশ্ন করিলে অঙ্গিরা তাঁহাকে পরাবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন; যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্ম বস্তুকে জানা যায়।

'অথ পরা যয়া তদ্ অক্ষরমধিগম্যতে।'

ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়। সেই জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পূর্ব্বতন মহর্ষিরা বলিয়াছিলেন যে, আজ হইতে আমাদের আর কোন কিছু অশ্রুত, অবিজ্ঞাত রহিল না।

এতদ্ ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোঽদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতম্ উদাহরিষ্যতীতি।—ছা ৬।৪।৫

এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যখন সমস্তই ব্রহ্ম, যখন জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তমাত্র, যখন সমস্ত জাগতিক পদার্থ ব্রহ্মেরই প্রকারভেদ, তখন ব্রহ্মের বিজ্ঞান হইলে আর কোন কিছু অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।

ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলাতে ইহাও বলা হইল যে, তিনি নির্দ্দোষভাবে সম (absolute homogeneity)।

নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম—গীতা, ৫।১৯

অর্থাৎ ব্রহ্ম ত্রিবিধভেদরহিত।

---

*This is also the meaning of the illustrations in Brih 2. 4. 7-9 The atman is the musical instrument (Drum, Conch, Lyre), the phenomena of the universe are its notes. Just as the notes can only be seized, when the instrument is seized ; so the world of plurality can only be known when the atman is known—Deussen p. 76.

জগতে তিন প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়—বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত। বিভিন্ন জাতীয় দুই বস্তুতে যে ভেদ, তাহাই বিজাতীয় ভেদ—যেমন পশুতে ও মানুষে প্রভেদ। ব্রহ্ম যখন এক, ব্রহ্ম ভিন্ন যখন অন্যজাতীয় পদার্থই নাই, তখন ব্রহ্ম যে বিজাতীয়-ভেদ-বর্জ্জিত, তাহা মানিতেই হয়। এক জাতীয় দুই বস্তুতে যে ভেদ, তাহাই সজাতীয় ভেদ—যেমন রামে ও শ্যামে প্রভেদ। ব্রহ্ম যখন অদ্বিতীয়, সমকক্ষহীন (unique), তাঁহাতে সজাতীয় ভেদেরই বা সম্ভাবনা কোথায়? একই ব্যক্তিতে অবয়বগত যে ভেদ, তাহাই স্বগত ভেদ; যেমন একই বৃক্ষের পত্র শাখা ফুল ফল প্রভৃতির প্রভেদ। ব্রহ্ম যখন অকল (অবয়বহীন), তিনি যখন নির্দ্দোষ-সম, সর্ব্বাংশে একরূপ, তখন তাঁহাতে স্বগত ভেদেরও অবকাশ নাই।

ব্রহ্মই পরাৎপর—চরম তত্ত্ব।

যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ।—শ্বেত, ৩৯

‘যাঁহার পর অপর কোন কিছু নাই।’ গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—

মত্তঃ পরতরং কিঞ্চিন্নান্যদস্তি ধনঞ্জয়।—৭।৭

‘হে ধনঞ্জয়! আমা হতে পরতর অন্য কিছু নাই!’

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সগুণ ব্রহ্ম।
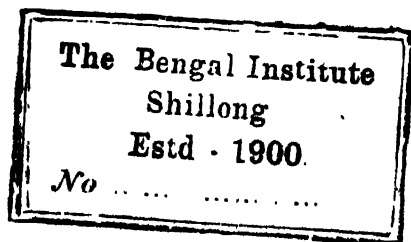
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা নির্গুণ ব্রহ্মের আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর সগুণ ব্রহ্মের আলোচনা করিব।

নির্গুণ ব্রহ্মের আলোচনায় আমরা জানিয়াছি যে, ব্রহ্মের যে ভাব লক্ষণের চিহ্নের বিশেষণের অতীত, তাহাকেই পরব্রহ্ম বলে। এই নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকল্প নিরুপাধি নির্গুণ পরব্রহ্ম যখন মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করেন, যখন তিনি মায়া-উপাধির দ্বারা নিজেকে যেন সঙ্কুচিত করেন, তখন তিনি সবিশেষ সবিকল্প সোপাধি সগুণ হয়েন। তখন সীমাহীন চিদাকাশে চিন্মাত্রের উদয় হয়, অখণ্ড মণ্ডল বৃত্তাকার হইয়া তন্মধ্যে যেন কেন্দ্র-বিন্দুর (centre) অবভাস হয়। ব্রহ্মের এই বিভাবকে অপর ব্রহ্ম বা মহেশ্বর বলা হয়।

মায়িনন্তু মহেশ্বরং—শ্বেত, ৪।১০

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ

স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ—শ্বেত, ৬।১০

'যেমন ঊর্ণনাভ জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, সেইরূপ স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রধানজ জালে আপনাকে আবৃত করিলেন।'

যেমন দুর্নিরীক্ষ্য তেজোমণ্ডলকে ফানুসের দ্বারা আবৃত করিলে, তাহার তেজঃ যেন কতক সঙ্কুচিত হয়, পরব্রহ্মেরও তখন সেইরূপ ভাব হয়। সেই জন্য মায়াকে ব্রহ্মের যবনিকা বা তিরস্করণী বলা হইয়াছে।

যবনিকা মায়া জগন্মোহিনী—রামানুজ
মায়া-যবনিকাচ্ছন্নং—ভাগবত ১ স্কন্ধ, কুন্তীস্তব
ভগবৎস্বরূপতিরোধানকরী—রামানুজ

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।—গীতা, ৭।২৫

এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন—

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ॥—ভাগবত, ২।৬।২৯

'এই জগৎ ভগবান্ নারায়ণে নিহিত আছে। তিনি স্বভাবতঃ নির্গুণ, কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া সগুণ হয়েন।' *

অনন্ত সাগরের যে নিবাত-নিষ্কম্প প্রশান্ত-নিথর অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব। আর সমুদ্রের যে লহরীসঙ্কুল বীচিবিক্ষুব্ধ সফেণ-তরঙ্গিত অবস্থা—ইহাই ব্রহ্মের সগুণ ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন বিক্ষুব্ধ; একই ব্রহ্ম কখন নির্গুণ, কখন সগুণ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইতেছে, আবার বিক্ষুব্ধ সমুদ্র প্রশান্তভাব ধারণ করিতেছে; পরব্রহ্ম মায়াযবনিকার আবরণে সগুণ-সঙ্কুচিত হইতেছেন, আবার মায়ার আবরণ তিরোহিত করিয়া নির্গুণ-নিস্তরঙ্গ হইতেছেন। পর্য্যায়ক্রমে মহাসমুদ্রের ঐ দুই অবস্থা; পর্য্যায়ক্রমে ব্রহ্মের ঐ দুই বিভাব।

---

* অধ্যাত্মবিজ্ঞানের রহস্যভাষায় 'পরিধিকেন্দ্রস্থ বিন্দুজ্যোতিঃ' দ্বারা এই ভাব সূচিত হয়। ইহার সহিত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থ হিরণ্যগর্ভের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

The primeval point in the centre of the circle—the Logos as one within the self-imposed /encircling sphere of subtlest matter for the purpose of manifestation, for shining forth from the darkness. এই encircling sphereকে Madam Blavatsky 'The ring pass*i* not'—এই সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

তিরস্করণীর আবরণে ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ কখন সঙ্কীর্ণ-সসীম হইতেছেন, আবার তিরস্করণীর তিরোধানে ব্রহ্মজ্যোতিঃ অসীম অনন্ত অনাবৃত হইতেছেন। †

এই যে সগুণ ব্রহ্ম, ইঁহাকে বিশেষণে বিশেষিত, চিহ্নে চিহ্নিত, লক্ষণে লক্ষিত করা যায়। সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণ কি? উপনিষদ্‌ ইঁহার দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। যাহা পদার্থকে চিনাইয়া দেয়, তাহা সেই পদার্থের লক্ষণ। লক্ষণ দ্বিবিধ—স্বরূপ ও তটস্থ। যাহা পদার্থের বস্তুতঃ পরিচায়ক, যাহা দ্বারা আমরা পদার্থের প্রকৃত পরিচয় অবগত হই, তাহাই সেই পদার্থের স্বরূপ লক্ষণ।

---

† এ সম্বন্ধে শ্রীমতী এনি বেসাণ্ট কয়েকটী অতি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

Coming forth from the depths of the One Existence, from the One beyond all thought and all speech, a Logos, by imposing on Himself a limit, circumscribing voluntarily the range of His own Being, becomes the manifested God, and tracing the limiting sphere of His activity thus outlines the area of His universe. Within that sphere the universe is born, is evolved, and dies; it lives, it moves, it has its being in Him.—The Ancient Wisdom, p. 51.

We may think of Him as an eternal Centre of Self-consciousness, able to merge in Super-consciousness and to again limit Himself to Self-consciousness, when a new universe is to be brought into existence. Isvara enveloped in maya, brings forth a universe and is enclosed, as it were, in the universe of which He is the light. Breaking the shade, the light shines forth in every direction Dissolving the universe, He still remains. The centre remains, but the circumference that circumscribed it is gone.—Relation of man to God, p. 9.

তটস্থ লক্ষণ পদার্থের অনিত্য সহচর গুণের (accidental attribute) নির্দ্দেশ মাত্র ; অর্থাৎ স্বরূপ লক্ষণ বস্তুর স্বরূপের (essenceএর) জ্ঞাপক, আর তটস্থ লক্ষণ বস্তুর অস্থায়ী গুণের নির্দ্দেশক। যেমন মরণশীলতা বা বাক্‌শক্তিমত্তা মনুষ্যত্বের স্বরূপ লক্ষণ ; কিন্তু সংগীত-প্রিয়তা মনুষ্যত্বের তটস্থ লক্ষণ মাত্র। বলা বাহুল্য যে, বস্তুর যাথার্থ্য জ্ঞানপক্ষে তটস্থ অপেক্ষা স্বরূপ লক্ষণেরই উপযোগিতা অধিক। সেইজন্য শ্রুতি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া, স্বরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে বিরত হন নাই।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তৈত্তি ২।১

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম—বৃহ ৩।৯।২৮

'ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত,' 'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ'—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য তাঁহার স্বরূপের নির্দ্দেশ করিতেছে—অতএব ইহাই সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ—৫।১

শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারে বলা হইয়াছে—

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।

'সচ্চিদানন্দরূপ অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।'

এই অবস্থায় তাঁহাতে তিনটী শক্তির প্রকাশ হয়। এই শক্তিত্রয়ের নাম যথাক্রমে সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সংবিৎ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকে সর্ব্বসংস্থিতৌ।—বিষ্ণুপুরাণ।

'হ্লাদিনী, :সন্ধিনী ও সংবিৎ, এই শক্তিত্রয় বিশ্বাধার অদ্বিতীয় ভগবানে অবস্থিত।'

সন্ধিনীশক্তিযোগে মহেশ্বর সৎ, সংবিৎশক্তিযোগে চিৎ ও হ্লাদিনী-শক্তিযোগে আনন্দস্বরূপ হয়েন। সন্ধিনী শক্তির ক্রিয়া সত্তা বা সত্য, সংবিৎ শক্তির ক্রিয়া জ্ঞান এবং হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া আনন্দ।

বলা বাহুল্য উপাধি ভিন্ন শক্তির প্রকাশ হয় না। সূর্য্যে আলোক-শক্তি আছে; আমাদের বায়ুস্তরে তাহা প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে। কিন্তু বায়ুস্তরের উপরে সূর্য্যের সন্নিকটে নিবিড় অন্ধকার। কারণ, সেখানে উপাধি (medium) নাই, আলোকের অভিব্যক্তি হইবে কিরূপে? এইরূপ মনুষ্যে বাক্ শক্তি আছে; জিহ্বার সাহায্যে তাহা প্রকাশিত হয়। যদি কাহারও জিহ্বা ছেদন করা যায়, তবে উপাধির অভাবে সেই বাক্শক্তি স্তম্ভিত থাকে, অভিব্যক্ত হয় না। কালসহকারে যদি আবার জিহ্বার উদ্গম হয়, তবেই উপাধি-সংযোগে বাক্শক্তি আবার প্রকাশিত হইতে পারে। ইহাই উপাধির উপযোগিতা।

পরব্রহ্মে এই হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তি চিরদিনই অবস্থিত আছে, কিন্তু তিনি যতক্ষণ না মায়া-উপাধিতে উপহিত হন, ততক্ষণ ঐ তিন শক্তির প্রকাশ হয় না। ব্রহ্ম মায়া-উপহিত হইয়া মহেশ্বর হইলে, তবেই ঐ তিন শক্তি সৎ, চিৎ ও আনন্দ-রূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই মায়ার উপযোগিতা।

ইহা গেল সগুণব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। তাঁহাকে যে "তজ্জলান্" * বলা হয়, ইহা তাঁহার তটস্থলক্ষণ। "তজ্জলান্" অর্থে তজ্জ, তল্ল, তদন,—তাঁহা হইতে জগৎ জাত, তাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, তাঁহাতেই জগৎ লীন।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

— তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩।১।

'যাহা হইতে এই সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছে, উৎপন্ন হইয়া যাহা দ্বারা

---

* সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।—ছান্দোগ্য ৩।১৪।১

জীবিত রহিয়াছে, অন্তকালে যাঁহাতে বিলীন হইবে—তিনিই ব্রহ্ম।' অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের যিনি কারণ তিনিই ব্রহ্ম।

জন্মাদ্যস্য যতঃ

—এই ব্রহ্মসূত্রে এই ভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্‌যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।—বৃহদারণ্যক ২।১।২০

'যেমন উর্ণনাভ তন্তু উদ্গীরণ করে, যেমন অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করে, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে।'

ইহাই সগুণ ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ। ইহার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এই বিশাল বিরাট্ অসীম জগৎ যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন এবং সংহার করিবেন, তাঁহার অসীম শক্তিমত্তা, তাঁহার বিরাট ভাবের ইহার দ্বারা কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার—মহেশ্বরের এই তিন জগদ্ব্যাপার স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার নাম দেওয়া হয়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। রজোগুণ-প্রধান সৃষ্টিকার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণপ্রধান পালনকার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বিষ্ণু এবং তমোগুণপ্রধান লয়কার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি রুদ্র। ইঁহাদিগকে ত্রিমূর্ত্তি বলে। এ তিন স্বতন্ত্র নহেন—ইঁহারা তিনেই এক, একেই তিন। সেইজন্য মহেশ্বরের স্তোত্রে বলা হইয়াছে—

ভক্তচিত্তসমাসীন ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক।—সূতসংহিতা, ৩।৪৮

'তিনি ভক্তের চিত্তে অধিষ্ঠিত; তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাত্মক।'

কালিদাস এই ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়া অতি সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন—

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্‌ভেদমুপেয়ুষে ॥

'সৃষ্টির পূর্ব্বে তুমি কেবল অদ্বিতীয়; পরে গুণত্রয়ের উপাধিভেদে তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে ত্রিমূর্ত্তিতে ভিন্ন রূপ হও। তোমাকে নমস্কার।'

ভাগবত এই অর্থে বলিয়াছেন—

আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্‌ রক্ষন্‌ হরন্‌ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্‌ ॥—৪।৭।৪৮

'হে দ্বিজ, আমি গুণময়ী আত্মমায়াকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার নিষ্পন্ন করি; সেই সেই ক্রিয়ার অনুযায়ী আমার (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র) সংজ্ঞা হয়।'

শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, পরব্রহ্মের যে নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহা অনির্দ্দেশ্য, অবাচ্য, অলক্ষ্য। সেই জন্য পরব্রহ্ম বচনের, লক্ষণের, নির্দ্দেশের অতীত। আমরা এখন দেখিলাম যে, সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর ইহার বিপরীত। তাঁহাকে স্বরূপলক্ষণে লক্ষিত করা যায়; তাঁহাকে তটস্থলক্ষণে চিহ্নিত, বিশেষিত করা যায়। অতএব ব্রহ্মের যে সবিশেষ ভাব, তাহা লক্ষণের, বচনের, নির্দ্দেশের অতীত নহে।

শ্রুতি আরও দেখাইয়াছেন যে, পরব্রহ্ম অজ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানাতীত। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, বাক্য-মন-বুদ্ধির অগোচর; এমন কি, তিনি সমাধির বা যোগজ মতিরও অতীত। সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর, কিন্তু, অজ্ঞেয় নহেন। অবশ্য তিনি ইন্দ্রিয়ের বা সাধারণ মন-বুদ্ধির গোচর হন না; কিন্তু তিনি অগ্র্যা বুদ্ধির, বিশুদ্ধ মনের এবং যোগসমাধির বেদ্য।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥—কঠ ৩।১২

'এই আত্মা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, প্রকাশ পান না; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীরা ইঁহাকে সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।'

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥—কঠ ২।১২

'অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীরব্যক্তি সুখদুঃখ অতিক্রম করেন।'

হৃদা মনীষা মনসাভিকপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।—কঠ ৬।৯

'হৃদয়ের দ্বারা, মনীষাযুক্ত মনের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারা অমৃত হন।'

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥—মুণ্ডক ৩।১।৩
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥—মুণ্ডক ৩।১।৮

'জীব যখন জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মার জনক) পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হইয়া পরম সমত্ব লাভ করেন।'

'জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত (সাধক), ধ্যানযোগে নিষ্কল (অখণ্ড) পরমাত্মাকে দর্শন করেন।'

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥—কঠ ২।১।১

'স্বয়ম্ভূ (ভগবান্) ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়াছেন; সেইজন্য জীবগণ বহির্ব্বিষয় দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। তবে কোন ধীর ব্যক্তি অমরত্ব ইচ্ছা করিয়া আবৃত্তচক্ষু হইয়া (বহির্ব্বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া) প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।'

এই সকল শ্রুতি স্মরণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।—ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২৪

'সংরাধনকালে তিনি (মহেশ্বর) দৃষ্ট হন; শ্রুতিস্মৃতি ইহার প্রমাণ। সংরাধন অর্থে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান ইত্যাদির অনুষ্ঠান।

এই সগুণব্রহ্মের পরিচয় উপলক্ষে ঋষিরা শাস্ত্রের নানাস্থানে বহুতর সুন্দর-গম্ভীর বাক্যের সমাবেশ করিয়াছেন। তাহার কয়েকটিমাত্র নিম্নে অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিতেছি।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।

—মাণ্ডূক্য ৬

'ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি বিশ্বের কারণ; ইনিই ভূতসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান।'

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।

—শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯

'তাঁহার হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন, পদ নাই অথচ গমন করেন, চক্ষু নাই অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ অথচ তাঁহাকে কেহ জানে না; তাঁহাকেই মহান্ পরমপুরুষ বলে।'

এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ।—ছান্দোগ্য ৮।১।৫

'এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণা-হীন; ইনি সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প।'

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।—কঠ ৫।১৩

'তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন।'

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্।—কঠ ২।২০

'তিনি অণু অপেক্ষাও অণু ; মহৎ অপেক্ষাও মহান্।'

সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাদ্ধৃতভূতবর্গঃ।
তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধসুবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ॥
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে॥

—ব্রহ্মসূত্রে ৩।২।১১ সূত্রের শ্রীভাষ্যধৃত।

'সমস্ত কল্যাণগুণের আধার ভগবান্ তেজঃ, বল, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বীর্য্য, শক্তি প্রভৃতি গুণের রাশি। তিনি নিজশক্তির কণিকামাত্রে সমস্ত ভূতগণকে ধারণ করিতেছেন। তিনি শ্রেষ্ঠতম, পরাৎপর ; তাঁহাতে পঞ্চক্লেশের তিলমাত্রও নাই।'

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতি'রেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২

'ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি ; সাধুকর্ম্মের দ্বারা ইঁহার উপচয় হয় না, অসাধুকর্ম্মের দ্বারা অপচয় হয় না ; ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি ভূতপাল ; ইনি লোকসমূহের বিভাজক, ধারক সেতু।'

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ংভুবম্।—ভাগবত ৮।৩।৩

'যাঁহাতে এই বিশ্ব, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব, যাঁহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি স্বয়ং এই বিশ্ব ; যিনি এই বিশ্বের পরেরও পরে, সেই স্বয়ম্ভুর শরণাগত হই।'

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম॥
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥
—শ্বেতাশ্বতর ৬।৬-৮

'যিনি কালের অতীত, সংসারবৃক্ষের ঊর্দ্ধে, যাঁহা হইতে এই প্রপঞ্চের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে; যিনি ধর্ম্মের সঞ্চার ও পাপের পরিহার করেন; সেই অমৃত বিশ্বাধার ঐশ্বর্য্যাধিপতি (মহেশ্বরকে) আত্মায় অধিষ্ঠিত জানিবে।'

'তিনি ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, দেবতাগণের পরম দেবতা, প্রজাপতিগণের পরমপতি; পরাৎপর বিশ্বপতি আরাধ্য দেবকে আমরা জানিয়াছি।'

'তাঁহার শরীর নাই, তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই; তাঁহার সমান, তাঁহার অধিক কেহ দৃষ্ট হন না। তাঁহাতে বিবিধ পরা শক্তি স্বভাবসিদ্ধ—জ্ঞানশক্তি, বলশক্তি, ক্রিয়াশক্তি।'

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ॥
—শ্বেতাশ্বতর ৩।৩

'তাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র, তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র, তাঁহার বাহু সর্ব্বত্র, তাঁহার গতি সর্ব্বত্র; তিনি মনুষ্যকে ভুজযুক্ত এবং পক্ষীকে পক্ষযুক্ত করিয়াছেন; তিনি আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি অদ্বিতীয়।'

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥—শ্বেতাশ্বতর ৩।১৬-১৭

'তাঁহার সর্ব্বত্র করচরণ, সর্ব্বত্র শিরোনয়ন, সর্ব্বত্র শ্রুতি-আনন; তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন।'

'তিনি সকল ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, অথচ সকল ইন্দ্রিয়ের গুণযুক্ত; তিনি সকলের প্রভু, মহেশ্বর, সকলের বৃহৎ শরণ (আশ্রয়)।'

মহেশ্বরের এমন বর্ণনা অন্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে সুদুর্লভ।

সপ্তম অধ্যায়।

মহেশ্বর।

আমরা দেখিয়াছি যে, সগুণ ব্রহ্মকে মহেশ্বর বলে। 'মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।' ঈশ, ঈশান, ঈশ্বর, মহেশ্বর—উপনিষদ্ সগুণ ব্রহ্মকে এই সংজ্ঞায় অনেক স্থলে সংজ্ঞিত করিয়াছেন।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্—ঈশ ১

তম্ ঈশানং বরদং দেবমীড্যম্—শ্বেত ৪।১১

সর্ব্বস্য প্রভুম্ ঈশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ—শ্বেত ৩।১৭

তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্—শ্বেত ৬।৭

সগুণ ব্রহ্মকে যে ঈশ্বর বলা হইয়াছে, ইহার বিশেষ সার্থকতা আছে, কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সকলের প্রভু, সমস্ত জগৎ তাঁহার শাসনাধীন।

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ—শ্বেত ৩।১২

'পরম পুরুষ মহান্ প্রভু।'

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামী।—মাণ্ডুক্য ৬

'ইনি সকলের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামী।' সমস্ত লোক তাঁহার বশে।

বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ।—শ্বেত ৩।১৮

'স্থাবর জঙ্গম সমস্ত লোক তাঁহার বশে।'

য ঈশেঽস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ।—শ্বেত ৪।১৩

'তিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ সমস্ত জীবের প্রভু।'

য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব নান্যো হেতু র্বিদ্যত ঈশনায়—শ্বেত ৬।১৭

'যিনি সদাকাল এই জগতের প্রভুত্ব করিয়াছেন, যিনি ভিন্ন ঈশনের অন্য হেতু নাই।'

তিনি সকলের অধিপতি।

সর্ব্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা।—শ্বেত ৫।৩

'সেই মহাত্মা সকলের উপর আধিপত্য করিতেছেন।'

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতপাল এষ ভূতাপতিরেষ সেতুর্বিধরণে এষাং লোকানামসম্ভেদায়।—বৃহ ৪।৪।২২

স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ। ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কর্ম্মণা কনীয়ান্। এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে। এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিরেষ সর্ব্বেশঃ স মে আত্মেতি বিদ্যাৎ—কৌষী ৩।৮

'তিনি সকলের বশী, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি। সাধু কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অপচয় হয় না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, তিনি ভূতপাল, তিনি লোকসমূহের বিভাজক ধারক সেতু।'

'তিনি প্রাণ, তিনি প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর, অমৃত। সাধু কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার উপচয় হয় না, অসাধু কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার অপচয় হয় না। তিনিই সেই জীবকে সাধুকর্ম্ম করান, যাহাকে তিনি উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন; তাহাকেই অসাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে তিনি অধোগত করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি লোকপাল, তিনি লোকের অধিপতি, তিনি সর্ব্বেশ্বর; 'তিনিই আমার আত্মা' এইরূপ জানিবে।'

তিনি সর্ব্বশক্তিমান্—সকল শক্তি, সমস্ত সামর্থ্যের প্রস্রবণ। সেই জন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন

য একো জালবান্ ঈশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।—৩।১
একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ
য ইমান্ লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।—৩।২

'সেই এক জালবান্, সমস্ত লোককে শক্তির দ্বারা শাসিত করেন।

একা রুদ্র—তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি এই সমস্ত লোককে শক্তির দ্বারা শাসিত করেন।'

সেই জন্য বলা হইয়াছে—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ—শ্বেত ৬।৮

'তাঁহার পরা শক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয়। জ্ঞানশক্তি, বল (ইচ্ছা)-শক্তি এবং ক্রিয়া-শক্তি তাঁহার স্বাভাবিক।'*

এই মর্ম্মে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ং চ ব্রহ্ম—ব্র সূ ২।১।৩৭ শঙ্করাভাষ্য
সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ—ব্র সূ ২।১।৩০

বিচিত্রশক্তিযুক্তং পরং ব্রহ্ম। * * তথাহি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্ব্বশক্তিযোগং পরস্যা দেবতায়াঃ। 'সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাকা-

---

* A Jewish prophet writes: 'He hath made the earth by His power, He hath established the world by His wisdom and hath stretched out the heaven by His understanding,' the reference to the three functions being very clear. These three are inseparable, indivisible, three aspeets of One. Their functions may be thought of separately, for the sake of clearness, but cannot be disjoined. Each is necessary to each and each is present in each. In the first Being, Will, Power (বল) is seen as predominant, as characteristic but Wisdom (জ্ঞান) and Creative Action (ক্রিয়াশক্তি)are also present; in the second Being, Wisdom (জ্ঞান) is seen as predominant, but Power (বল) and Creative Action (ক্রিয়াশক্তি) are none the less inherent in them; in the Third Being, Creative Action (ক্রিয়াশক্তি) is seen as predominant, but Power (বল) and Wisdom (জ্ঞান) are ever also to be seen. And though the words First, Second, Third are used, because the Beings are thus manifested in time, in the oder of Self-unfolding, yet in Eternity they are known as interdependent and co-equal. "None is greater or less than Another."

—Evolution of Consciousness.

নাদরঃ' (ছা ৩।১৪।৪) 'সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ (ছা ৮।৭।১) * * ইত্যেবং জাতীয়কা।—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্, বিচিত্র শক্তিযুক্ত। শ্রুতি নানা বচন দ্বারা এই তত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন।

এই শক্তিযোগেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ হইয়া নানা ভাবে প্রতীয়মান হন।

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।—শ্বেত ৪।১

'যিনি অদ্বিতীয়, অবর্ণ (নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্ম, তিনিই বিবিধ শক্তিযোগে স্বার্থ-নিরপেক্ষ হইয়া নানা বিভাব ধারণ করেন।'

তিনি শাস্তা—সমস্ত জগৎ তাঁহার শাসনাধীন।

শাস্তা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।—শ্বেত ৩।১৩

'তিনি জনগণের শাস্তা, হৃদয়ে সন্নিহিত।'

স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ—বৃহ ৫।৬।১

'তিনি সকলের ঈশান, সকলের অধিপতি, এ সমস্ত শাসন করেন।' সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিয়াছিলেন—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণি অর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমনু এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ—বৃহ ৩।৮।৯

'হে গার্গি! ইহারই প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত রহিয়াছে; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিধৃত রহিয়াছে; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র অর্দ্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর বিধৃত রহিয়াছে; হে গার্গি! এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে পূর্ব্বদিগ্বাহী নদীচয়

শ্বেত পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে, পশ্চিমদিগ্‌বাহী নদীচয় অন্যদিকে প্রবাহিত হইতেছে; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে দান, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ,—মনুষ্যগণ, দেবগণ ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইতেছে।”

তাঁহার এই শাসনের ভাব লক্ষ্য করিয়া ঋষিরা স্থানে স্থানে তাঁহাকে ‘মহৎ ভয়’ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—

মহদ্ ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্—কঠ ২।৩।২

‘তিনি যেন উদ্যত বজ্র, মহৎ ভয়।”

সেই জন্য বলা হইয়াছে—

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদ্ অগ্নি শ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।—তৈত্তি ২।৮

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎতপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদ্ ইন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥—কঠ ২।৩।৩

অর্থাৎ ‘তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হয়, অগ্নি, ইন্দ্র, যম, স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।”

অধিক কি—

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥—কঠ ১।২।২৫

‘ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাঁহার অন্ন, মৃত্যু তাঁহার আচমন, তিনি কোথা কে তাহা জানিবে?”

বাস্তবিক জগতে যেখানেই শক্তি মহিমা বা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ, সে তাঁহারই প্রভাব বুঝিতে হইবে। সেই জন্য গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদ্ ঊর্জ্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশ সম্ভবঃ॥—১০।৪১

‘যে কিছু বস্তু বিভূতিযুক্ত, শ্রীযুক্ত অথবা ওজোযুক্ত, সে সমস্তই আমার তেজের প্রকাশ জানিবে।”

এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য কেন উপনিষদ্ একটা উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন—

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্ত অস্মাকমেবায়ং বিজয়ঃ অস্মাকমেবায়ং মহিমা।—৩।১

'কোন সময়ে ব্রহ্ম দেবতাদিগকে জয়ী করিয়াছিলেন। ব্রহ্মকৃত এই বিজয়ে দেবতারা স্পর্দ্ধিত হইয়া মনে করিলেন, 'এই বিজয় আমাদের, এই মহিমা আমাদেরই।'

ব্রহ্ম তাঁহাদের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য অদ্ভুত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন।

তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি

'দেবতারা তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, কি এ অদ্ভুত পদার্থ!' তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন, 'জাতবেদা! এ কি 'যক্ষ' জানিয়া আইস।' অগ্নি তাঁহার সমীপস্থ হইলে, তিনি অগ্নিকে বলিলেন, 'কোঽসি,—'কে তুমি'। অগ্নি উত্তরে বলিলেন, 'আমাকে জাননা! আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা।' ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিলেন—

তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্য্যম্।

'সেই তোমাতে কি বীর্য্য—কি শক্তি আছে।' অগ্নি বলিলেন—

অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যাম্।

'পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত দহন করিতে পারি।'

ব্রহ্ম বলিলেন—বেশ! এই তৃণ গাছটি দহন কর দেখি।

তদ্ উপপ্রেয়ায়। সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকদগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে, নৈতদ্ অশকং বিজ্ঞাতুং যদেতৎ যক্ষমিতি—কেন ৩।১০

'অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই তৃণ দগ্ধ করিবার প্রয়াস

করিলেন। কিন্তু পারিলেন না। তিনি নিবৃত্ত হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন, এ কি অদ্ভুত যক্ষ আমি জানিতে পারিলাম না।'

দেবতারা তখন বায়ুকে পাঠাইলেন—

বায়ো। এতদ্‌ বিজানীহি কিমেতদ্‌ যক্ষমিতি।

'বায়ু! এ কি অদ্ভুত যক্ষ, তুমি জানিয়া আইস।' বায়ুরও অগ্নির অবস্থা ঘটিল। ব্রহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, কে তুমি? বায়ু বলিলেন—

বায়ুর্বা অহমস্মি মাতরিশ্বা বা অহমস্মি।

'আমি বায়ু আমি মাতরিশ্বা, সমস্ত জগৎ আদান করিতে পারি।'

অপীদং সর্ব্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যাম্‌।

ব্রহ্ম বলিলেন—'বেশ! এই তৃণগাছটি আদান কর দেখি।' বায়ু সর্ব্বজবে, সমস্ত শক্তিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাকে স্পন্দিত করিতে পারিলেন না। তিনিও বিফল-প্রযত্ন হইয়া দেবতাদিগের সকাশে ফিরিয়া আসিলেন। দেবতারা এবার ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্রকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ব্রহ্ম তিরোধান করিলেন। তখন ইন্দ্র সে আকাশে বহুশোভমানা এক রমণীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলেন। ইনি ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী উমা হৈমবতী।

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্‌যক্ষমিতি।—কেন ৩।১২

'ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ অদ্ভুত যক্ষ কে? উমা বলিলেন 'আর কে? যাঁহার শক্তিতে তোমরা শক্তিমান্‌, যাঁহার বিজয়ে তোমরা জয়ী হইয়াছিলে, সেই ব্রহ্ম।' তখন দেবতাদিগের ভ্রম অপনীত হইল।

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্‌ বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি—কেন ৪।১

এই তত্ত্ব বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকী উপনিষদ্ অজাতশত্রু-বালাকি-সংবাদে * অনুরূপে বিশদ করিয়াছেন। বেদবিদ্যাবিৎ গর্ব্বী বালাকি রাজর্ষি অজাতশত্রুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

ব্রহ্ম তে ব্রবাণি।

'তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ দিব।' অজাতশত্রু বলিলেন—'ভাল!' তখন বালাকি আদিত্যে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, জলে, আদর্শে, ছায়ায়, দেশে, কালে, আত্মায়, দেবতারূপে যে ব্রহ্মশক্তি বিরাজিত আছেন, একে একে তাহার উল্লেখ করিলেন। অজাতশত্রু বলিলেন—

নৈতাবতা বিদিতং ভবতি।

'ইহার দ্বারা জানা গেল না।' তখন গর্ব্বী বালাকি নীরব হইলেন। অজাতশত্রু বলিলেন—

যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈ তৎকর্ম্ম সবৈ বেদিতব্যঃ।—কৌষী৪।১৮

'হে বালাক! এই সমস্ত পুরুষের যিনি কর্ত্তা, এ সমস্ত যাঁহার কর্ম্ম, তাহাকে জানিতে হইবে'। তিনিই সগুণ ব্রহ্ম, সর্ব্বশক্তিমান্ মহেশ্বর।

———

* বৃহদারণ্যক দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকী চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

অষ্টম অধ্যায়।

অন্তর্যামী।

সগুণ ব্রহ্মের ঈশিত্ব আরও বিশদ করিবার জন্য উপনিষদ্ তাঁহাকে অনেক স্থলে 'অন্তর্যামী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষ অন্তর্যামী—মাণ্ডূক্য ৬

'ইনি সকলের ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্যামী।'

এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ।—বৃ ৩।৭।২৩

'এই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী'। 'অন্তর্যামী'—যিনি অন্তরে যমন করেন, যিনি নিগূঢ় ভাবে, অন্তরতমভাবে, জীবকে ও জগৎকে প্রেরণা করেন। * সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ। স যস্তান্ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামৎ তং ত্বা ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি—বৃ ৩।৯।২৬

'সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষের বিষয় প্রশ্ন করিতেছি, যিনি সমস্ত দেবকে সমস্ত পুরুষকে নিরোধ করিয়া, প্রনোদ করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়াছেন।' †

তাঁহার প্রশাসনে কিরূপে জগদ্ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে, তাঁহার ভয়ে কিরূপে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উদিত হইতেছে, সমস্ত দেবতা স্ব স্ব অধিকারে নিযুক্ত রহিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এই

---

* স্থানে স্থানে এই অন্তর্যামীকে পরমাত্মা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে। পরমাত্মা = অন্তর্যামী।

† 'Who impelling asunder these spirits and driving them back, steps over and beyond them,' i. e. who spurs them on to their work, recalls them from it and is pre-eminent over them.—Deussen.

সমস্তই তাঁহার অন্তর্যামি-ভাবের পরিচায়ক। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর ভাবে তাঁহার অন্তর্যামিত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে এই উপদেশ নিবিষ্ট হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরম্ যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যো দিক্ষু তিষ্ঠন্ দিগ্‌ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। ইত্যধিদৈবতম্‌ ॥

অথাধিভূতম্‌। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্‌ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। ইত্যধিভূতম্‌ ॥

অথাধ্যাত্মম্‌। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্‌ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

যো বাচি তিষ্ঠন্‌ বাচোঽন্তরো যং বাঙ্‌ ন বেদ যস্য বাক্‌ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠঞ্ছ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

যো মনসি তিষ্ঠন্‌ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্‌ ন বেদ যস্য ত্বক্‌ শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

যো রেতসি তিষ্ঠন্‌ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

অর্থাৎ ‘যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।”

‘যিনি সলিলে থাকিয়া সলিলের অন্তর, সলিল যাঁহাকে জানে না,

সলিল যাহার শরীর, যিনি সলিলকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি অগ্নিতে থাকিয়া অগ্নির অন্তর, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, অগ্নি যাঁহার শরীর, যিনি অগ্নিকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি অন্তরীক্ষে থাকিয়া অন্তরীক্ষের অন্তর, অন্তরীক্ষ যাঁহাকে জানে না, অন্তরীক্ষ যাহার শরীর, যিনি অন্তরীক্ষকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।"

'যিনি বায়ুতে থাকিয়া বায়ুর অন্তর, বায়ু যাঁহাকে জানে না, বায়ু যাঁহার শরীর, যিনি বায়ুকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি দিবে থাকিয়া দিবের অন্তর, দিব্ যাঁহাকে জানে না, দিব্ যাঁহার শরীর, যিনি দিব্‌কে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি আদিত্যে থাকিয়া আদিত্যের অন্তর, আদিত্য যাঁহাকে জানে না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি দিকে থাকিয়া দিকের অন্তর, দিক্ যাঁহাকে জানে না, দিক্ যাঁহার শরীর, যিনি দিক্‌কে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি তারকায় থাকিয়া তারকার অন্তর, তারকা যাঁহাকে জানে না, তারকা যাঁহার শরীর, যিনি তারকাকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি আকাশে থাকিয়া আকাশের অন্তর, আকাশ যাঁহাকে জানে

না, আকাশ যাঁহার শরীর, যিনি আকাশকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।’

‘যিনি তমে থাকিয়া তমের অন্তর, তম যাঁহাকে জানে না, তম যাঁহার শরীর, যিনি তমকে অন্তরে যেমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।’

‘যিনি তেজে থাকিয়া তেজের অন্তর, তেজ যাঁহাকে জানে না, তেজ যাঁহার শরীর, যিনি তেজকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।’

‘যিনি সর্ব্বভূতে থাকিয়া সর্ব্বভূতের অন্তর, সর্ব্বভূত যাঁহাকে জানে না, সর্ব্বভূত যাঁহার শরীর, যিনি সর্ব্বভূতকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।’

‘যিনি প্রাণে থাকিয়া প্রাণের অন্তর, প্রাণ যাঁহাকে জানে না, প্রাণ যাঁহার শরীর, যিনি প্রাণকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।’

‘যিনি বাক্যে থাকিয়া বাক্যের অন্তর, বাক্য যাঁহাকে জানে না, বাক্য যাঁহার শরীর, যিনি বাক্যকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।’

‘যিনি চক্ষুতে থাকিয়া চক্ষুর অন্তর, চক্ষু যাঁহাকে জানে না, চক্ষু যাঁহার শরীর, যিনি চক্ষুকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।’

‘যিনি শ্রোত্রে থাকিয়া শ্রোত্রের অন্তর, শ্রোত্র যাঁহাকে জানে না, শ্রোত্র যাঁহার শরীর, যিনি শ্রোত্রকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।’

‘যিনি মনে থাকিয়া মনের অন্তর, মন যাঁহাকে জানে না, মন

যাঁহার শরীর, যিনি মনকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি ত্বকে থাকিয়া ত্বকের অন্তর, ত্বক্ যাঁহাকে জানে না, ত্বক্ যাঁহার শরীর, যিনি ত্বক্‌কে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়া বিজ্ঞানের অন্তর, বিজ্ঞান যাঁহাকে জানে না, বিজ্ঞান যাঁহার শরীর, যিনি বিজ্ঞানকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

'যিনি রেতে থাকিয়া রেতের অন্তর, রেত যাঁহাকে জানে না, রেত যাঁহার শরীর, যিনি রেতকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।'

অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপার, সমস্ত জৈবিক ব্যাপার, সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপারের পশ্চাতে অন্তর্যামী রূপে ব্রহ্মবস্তু বিদ্যমান, তাঁহারই শক্তিতে তাহারা শক্তিমান্, তাঁহারই প্রাণনে তাহারা ক্রিয়াবান্, তাঁহারই সংযমনে তাহারা ব্যাপারবান্।

এই তত্ত্ব অন্য প্রণালীতে বৃহদারণ্যকের মধুবিদ্যায় উপদিষ্ট হইয়াছে। সেখানে এই অন্তর্যামী 'তেজোময় অমৃতময় পুরুষ' রূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু, যশ্চায়ম্ অস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ যশ্চায়ম্ অধ্যাত্মং শারীর তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ অয়মেব স যোয়মাত্মা ইদমমৃতম্ ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্ব্বম্।—বৃহ ২।৫।১

'এই পৃথিবী সমস্ত ভূতের মধু, এই পৃথিবীর সম্বন্ধে সমস্ত ভূত মধু। এই পৃথিবীতে যিনি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং অধ্যাত্মভাবে যিনি শরীরে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, ইনিই তিনি। ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সমস্ত।' পৃথিবীর সম্বন্ধে যাহা বলা

হইল, পর পর অপ্‌ তেজ বায়ু আদিত্য দিক্‌ চন্দ্র বিদ্যুৎ বজ্র আকাশ ধর্ম্ম সত্য মনুষ্য আত্মা—সকলের সম্বন্ধে বলিয়া ঋষি অবশেষে বলিতেছেন—

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা। তদ্‌ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্‌ আত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মনঃ সমর্পিতাঃ। —বৃহ ২।৫।১৫

'সেই এই আত্মা (যাঁহাকে পূর্ব্বে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে) সমস্ত ভূতের অধিপতি, সমস্ত ভূতের রাজা। যেমন রথনাভিতে, রথনেমিতে সমস্ত অর নিবদ্ধ থাকে, তেমনি সমস্ত ভূত সমস্ত দেব সমস্ত লোক সমস্ত প্রাণ সমস্ত আত্মা সেই পরমাত্মাতে সন্নিহিত আছে।'

নবম অধ্যায়।

বিধাতা।

মহেশ্বর বিশ্বকে ঋতমার্গে পরিচালন করেন। তিনি 'বিধাতা *— জগতের যথাযথ বিধান করেন।

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়।—ছা ৮।৪।১

'সেই পরমাত্মা সেতু-স্বরূপ, এই সমস্ত লোকের মর্য্যাদার বিধৃতি।'

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—ঈশ ৮

'তিনি কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভূ। তিনি চিরদিনের জন্য বিষয়ের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছেন।'

সমস্ত ভাব—সমস্ত পদার্থের বিনিয়োগ তাঁহা হইতে।

আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।—শ্বেত ৬।৪

তিনি বিশ্বের অধিষ্ঠাতা, বিশ্বযোনি; স্বভাবের পরিপাক, প্রকৃতির পরিণাম তাঁহা হইতে।

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ পাচ্যাংশ্চ সর্ব্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।
সর্ব্বমেতদ্ বিশ্বং অধিতিষ্ঠত্যেকো গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ॥
—শ্বেত ৫।৫

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ।— ৬।১১

'তিনি কর্ম্মের অধ্যক্ষ, ভূতের আশ্রয়।'

তিনি—

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং একং বীজং বহুধা যঃ করোতি—শ্বেত ৬।১২

---

* বিধাতা—Providence.

'একমাত্র বশী নিষ্ক্রিয়, বহু জীবের এক বীজ বহুধা করেন।'

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি—শ্বেত ৪।১

'সেই অদ্বিতীয়, অবর্ণ (নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্ম বিবিধ শক্তিযোগে স্বার্থ-নিরপেক্ষ হইয়া অনেক বর্ণ ধারণ করেন।' তিনিই জীবের বিবিধ কামনা পূরণ করেন।

নিত্যোনিত্যানাং চেতন শ্চেতনানাম্ একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।—কঠ ৫।১০

তিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন। তিনি এক (অদ্বিতীয়), কিন্তু বহু জীবের কামনা বিধান করেন।'

কারণ তিনিই ফল-দাতা।

স বা এষ মহান্ অজ আত্মা বসুদানঃ।—বৃহ ৪।৪।২৪

'সেই নিত্য পরমাত্মা বসুদান (জীবের ফলদাতা)।' এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

ফলমত উপপত্তেঃ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩৮

'তাঁহা হইতেই জীবের কর্ম্মফল'।

ফলতঃ মীমাংসকেরা যে বলেন যে, জীবের কর্ম্ম আপনি ফল প্রসব করে, তাহাতে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, এ মত শ্রুতিসিদ্ধ নহে। কারণ, উপনিষদের মতে তিনিই ধর্ম্মাবহ পাপনুদ ভগবান্।

ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশম্।—শ্বেত ৬।৬

তিনিই অন্তর্যামী রূপে জীবকে প্রেরণা করেন।

এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এবৈনং অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।—কৌষীতকী ৩।৮

'যে জীবকে তিনি এ সকল লোক হইতে ঊর্দ্ধে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনি সাধু কর্ম্ম করান; আর যাহাকে অধে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনি অসাধু কর্ম্ম করান।'

জীবের মুক্তি তাঁহারই প্রসাদলভ্য।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।—কঠ ১।২।২৩

'যাহাকে তিনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে। তাহারই নিকট পরমাত্মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।'

তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকঃ ধাতুঃ প্রসাদান্ মহিমানম্ আত্মনঃ।*—কঠ ১।২।২০

'ধাতার প্রসাদে অক্রতু জীব পরমাত্মার মহিমা দর্শন করিয়া বিগত-শোক হয়।' সেই জন্য তাঁহাকে 'সংযদ্-বাম,' 'বামনী' প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়।

এতং সংযদ্ বাম ইত্যাচক্ষত এতং হি সর্ব্বাণি বামানি অভিসংযন্তি। এষ উ এব বামনীঃ, এষ হি সর্ব্বানি বামাণি নয়তি। এষ উ এব ভামনীঃ এষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি।—ছা ৪।১৫।২-৪

'তাহাকে 'সংযদ্ বাম' বলে। কারণ সমস্ত বাম তাঁহাকে আশ্রয় করে। তিনিই 'বামনী'; কারণ তিনি সমস্ত বাম নীত করেন। তিনিই 'ভামনী'; কারণ তিনি সমস্ত লোকে ভাতিমান্।' †

জগৎ তাঁহার বিভাব মাত্র (self-manifestation); তিনি রসস্বরূপ।

যৎ বৈ তৎ সুকৃতং, রসো বৈ সঃ।—তৈত্তি ২।৭

---

* এই মন্ত্র কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে শ্বেত ৩।২০ ও মহানারায়ণ ১।১০ শ্লোকে দৃষ্ট হয়।

† Brahman is the refuge of love (সংযদ্ বাম), the Lord of love (বামনী), the Lord of brightness (ভামনী).—Deussen p. 176

দশম অধ্যায়।
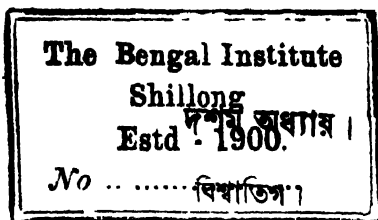
বিশ্বাতিগ।

আমরা দেখিয়াছি যে, পরব্রহ্ম মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া যেন নিজেকে সংকুচিত করেন; তখন তিনি মহেশ্বর হন। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মের এই যে মায়া-আবরণ, তাহা স্বেচ্ছাকৃত। অতএব তিনি সোপাধিক হইলেও সসীম হয়েন না। কারণ তিনি বিশ্বানুগ হইয়াও বিশ্বাতিগ * থাকেন। প্রপঞ্চাভিমানী হইলেও প্রপঞ্চাতীত রহেন। মহেশ্বরের এই বিশ্বাতিগ ভাবের উপনিষদে কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়?

প্রথমতঃ উপনিষদ্ মহেশ্বরের বিশ্বানুগ ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন—

স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। —তৈত্তি ২।৬

'তিনি তপ তপিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।'

সোঽমন্যত এতাসাং প্রতিবোধনায় অভ্যন্তরং বিবিশানি। স বায়ুরিব আত্মানং কৃত্বাভ্যন্তরং প্রাবিশৎ।—মৈত্রী ২।৬

'তিনি মনে ভাবিলেন ইহাদের বোধনের জন্য প্রবেশ করি। তিনি যেন নিজেকে বায়ু করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।'

জগৎ তাঁহাকে আবরণ করিল, তিনি যেন জগতের মধ্যে লুকাইয়া গেলেন।

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।—শ্বেত ১।৩

'মহেশ্বরের শক্তি স্বগুণে নিগূঢ় হইয়া গেল।'

---

* বিশ্বানুগ—Immanent; বিশ্বাতিগ—Transcendant.

স এব ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাৎ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি।—বৃহ ১।৪।৭

'তিনি জগতের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নখাগ্র পর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইলেন—ক্ষুর যেমন ক্ষুরাধারে প্রবিষ্ট হয়, অগ্নি যেমন অরণির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়! তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না।'

তিনি যেন জগতের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। সলিলের মধ্যে যেমন লবণখণ্ড গলিয়া হারাইয়া যায়, যেন সেইরূপই হারাইয়া গেলেন—তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্গ্রহণায়েব স্যাৎ
—বৃহ ২।৪।১২

এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।—৬।১০

'ঊর্ণনাভ যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে, তিনি সেইরূপ প্রাকৃতিক জগৎ-জালে নিজেকে আবৃত করিলেন।'

উপনিষদের ঋষিরা যদি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তবে তাঁহাদের উপদেশ অসম্পূর্ণ হইত—পাশ্চাত্যেরা যাহাকে Pantheism বলেন, তাঁহাদের শিক্ষা তাহারই অনুরূপ হইত। দুগ্ধ যেমন দধিরূপে বিকৃত হয়, মেঘ যেমন বৃষ্টিতে পরিণত হয়, ব্রহ্ম কি সেইরূপ জগদ্‌-রূপে হারাইয়া গেলেন? দধি হইলে আর দুগ্ধ থাকে না, বৃষ্টি হইলে আর মেঘ থাকে না—সেইরূপ জগৎ হওয়াতে কি আর ব্রহ্ম রহিলেন না? তিনি কি জগতে নিঃশেষিত হইয়া গেলেন?

উপনিষদ্ বলিতেছেন—তাহা নয়; ব্রহ্ম যে বিশ্বানুগ অথচ বিশ্বাতিগ—তিনি জগতের অন্তরে আছেন, আবার জগতের বাহিরেও আছে।

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।—ঈশ ৫

ভূতেষু চরতি প্রবিষ্টঃ। স ভূতানামধিপতির্বভূব। ইত্যসৌ আত্মা অন্তর্বহিশ্চ অন্তর্বহিশ্চ।—মৈত্রী ৫।২

'তিনি ভূতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি ভূতের অধিপতি হইলেন। সেই পরমাত্মা ভূতের অন্তরে এবং বাহিরে।'

গীতাও বলিয়াছেন—

বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্।—গীতা, ১৩।১৫

'ঈশ্বর ভূতের অন্তরে এবং বাহিরে।'

সেই জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ জগতে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বর্ণনা করিয়া একই নিঃশ্বাসে বলিতেছেন—

তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদ্ অনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ। নিরুক্তঞ্চ অনিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চ অনিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চ অবিজ্ঞানঞ্চ সত্যঞ্চ অনৃতঞ্চ।*—তৈত্তি,২।৬

অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিশ্বানুগ হইলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বাতিগ রহিলেন। সেই জন্য ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্ত বলিয়াছেন—

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্।

'ঈশ্বর সমস্ত ভূমি আবরণ করিয়াও দশ অঙ্গুলি অধিক হইলেন।'

এ কথাই অন্য ভাবে পুরুষসূক্ত আবার বলিতেছেন—

এতাবান্ অস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

---

* Brahman in creating the universe enters into it as being expressible, self-dependent, consciousness, reality, while it in harmony with its own nature persists as the Opposite—inexpressible, independent, unconsciousness, unreality.—Deussen p. 83.

'ইহার মহিমা এতদূর। কিন্তু পুরুষ (পরমেশ্বর) ইহা অপেক্ষাও বৃহৎ। তাঁহার এক চতুর্থাংশে সমস্ত বিশ্ব—আর তিন অংশ বিশ্বাতিগ, অমৃত।'

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

তাবান্ অস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ইতি। যদ্ বৈতদ্ ব্রহ্মেতি ইদং বাব তৎ।—ছা ৩।১২।৬

এই অর্থে মৈত্রী উপনিষদ্ বলিতেছেন—

ত্রিষ্বেকপাৎ চরেদ্ ব্রহ্ম ত্রিপাৎ চরতি চোত্তরে।
সত্যানৃতোপভোগার্থো দ্বৈতীভাবো মহাত্মনঃ।—মৈত্রী ৭।১১

'ত্রিলোকীর মধ্যে ব্রহ্মের এক পাদ মাত্র—তাহার উত্তরে অমৃত ত্রিপাদ। সত্য ও অনৃতের আস্বাদন জন্যই সেই মহাত্মার দ্বৈতভাব হইয়াছে।'

গীতারও উপদেশ এই—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ।—গীতা ১০।৪২

'আমি একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি।'

নারায়ণ উপনিষদ্ও এইভাবে বলিয়াছেন—

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।—১৩ অনুবাক

'জগতে যে কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, সে সমস্তের অন্তরে নারায়ণ ব্যাপিয়া আছেন, এবং তিনি সে সমস্তের বাহিরেও আছেন।'

ঈশ্বরের বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ ভাব কঠ উপনিষদ্ তিনটি শ্লোকে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥—কঠ,২।২।৯-১১

অর্থাৎ 'যেমন এক (অদ্বিতীয়) অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া রূপ রূপ অনুসারে প্রতিরূপ হয়েন, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা রূপ রূপ প্রতিরূপ হইলেও বিশ্বাতিগ রহেন ।'

'যেমন এক (অদ্বিতীয়) বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া রূপ রূপ অনুসারে প্রতিরূপ হয়েন, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা রূপ রূপ প্রতিরূপ হইলেও বিশ্বাতিগ রহেন ।'

'যেমন সমস্ত লোকের চক্ষু-স্বরূপ সূর্য্য বাহ্যিক চাক্ষুষদোষে লিপ্ত হন না, সেইরূপ সেই অদ্বিতীয় সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা লোকদুঃখে লিপ্ত হয়েন না, কারণ তিনি বিশ্বাতিগ ।'

সেইজন্য বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে, পরব্রহ্মের ষষ্ঠাংশে মায়া । এ কথা না বলিলেও হয় যে, নিরংশ ব্রহ্মের অংশ কল্পনা কেবল বোধের সুবিধার জন্য । এরূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্ম মায়া-উপহিত হইলেও প্রপঞ্চের সসীমতায় তাঁহার অসীমতা নিমজ্জিত হয় না—তিনি বিশ্বরূপ হইলেও বিশ্বাতিগ থাকেন । কারণ ব্রহ্মজ্যোতির পাদাংশই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় । * সেই জন্য জগৎকে তাঁহার নিশ্বাস স্বরূপ বলা হইয়াছে ।

---

* But He will not be merged in His work, for vast as that work seems to us, to Him it is but a little thing ; 'Having pervaded this universe with a portion of Myself I remain.' That marvellous Individuality is not lost and only a portion thereof suffices for the life of a Kosmos. The Logos, the Over-soul remains the God of His universe.—Theosophical Review. July 1902, p. 453.

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্।—বৃহ ২।৪।১০

যেমন অনায়াসে জীব নিশ্বাস প্রশ্বাস করে, সৃষ্টি ঈশ্বরের পক্ষে সেইরূপ আয়াসহীন ব্যাপার। ইহাতে তাঁহার কোন সংকল্প, কোন বিশেষ আয়াসের প্রয়োজন হয় না।

একাদশ অধ্যায়।

বিরাট্ পুরুষ।

ব্রহ্ম বৃহৎ—বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম মহৎ।

এষ মে আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ান্ অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ান্ এভ্যো লোকেভ্যঃ। ছা ৩।১৪।৩

'হৃদয়ের অন্তরে সেই আমার আত্মা—পৃথিবীর অপেক্ষা মহান্, অন্তরিক্ষের অপেক্ষা মহান্, দিবের অপেক্ষা মহান্, এ সমস্ত লোকের অপেক্ষা মহান্।'

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী অন্তরিক্ষমোতম্।—মুণ্ড ২।২।৫

'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই ত্রিলোকীর যিনি আধার।'

তাঁহার পরিমাণ নাই—

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।—শ্বেত ৪।১৯

'ঊর্দ্ধ মধ্য পার্শ্ব—কোন দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করা যায় না।'

সূর্য্য তাঁহাতেই উদিত হয়, তাঁহাতেই অস্ত যায়।

যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি।—বৃহ ১।৫।২৩

যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতা তদু নাত্যেতি কশ্চন॥—কঠ ২।১।৯

'যাহা হইতে সূর্য্য উদিত হয়, যাঁহাতে সূর্য্য অস্ত যায়—সমস্ত দেবতার তিনি আধার। তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।' কারণ তিনি অপরিমিত, অমেয়। তিনি—

মহতো মহীয়ান্।—শ্বেত ৩।২০

আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তো অবাকী অনাদরঃ।—ছা ৩।১৪।২

'তিনি আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকাম সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস সর্ব্বব্যাপী অবাকী অনাদর।' সেইজন্য শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ ॥—৩।১৭

'তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান। তিনি সকলের প্রভু ঈশ্বর, সকলের সুমহৎ শরণ।'

তিনি বিরাট্, তিনি বিশ্বরূপ।—

তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণা, দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণা, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণা, ঊর্দ্ধা দিক্ ঊর্দ্ধাঃ প্রাণা, অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ, সর্ব্বা দিক্ সর্ব্বে প্রাণাঃ।—বৃহ ৪।২।৪

'পূর্ব্বদিক্ তাঁহার পূর্ব্ব প্রাণ, দক্ষিণদিক্ তাঁহার দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিমদিক্ তাঁহার পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক্ তাঁহার উত্তর প্রাণ, ঊর্দ্ধ দিক্ তাঁহার ঊর্দ্ধ প্রাণ, অধোদিক্ তাঁহার অধঃ প্রাণ, সমস্ত দিক্ তাঁহার সকল প্রাণ।'

অর্থাৎ সমস্ত দিক্, সমস্ত দেশ (space), তাঁহার বিরাট রূপের অবয়ব। কারণ,

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম্।—ছা ৭।২৫।১

'তিনিই অধে তিনিই ঊর্দ্ধে তিনিই পশ্চাতে তিনিই সম্মুখে তিনিই দক্ষিণে তিনিই উত্তরে তিনিই এই সমস্ত।'

সেই জন্য ছান্দোগ্য দেখাইয়াছেন যে, চতুর্দ্দিক (পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ) চতুর্লোক (পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যৌঃ সমুদ্র) চতুর্জ্যোতিঃ (অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ) চতুরিন্দ্রিয় (প্রাণ চক্ষুঃ শ্রোত্র মন)—তাঁহারই ষোড়শ কলা।

প্রাচী দিক্ কলা প্রতীচী দিক্ কলা দক্ষিণা দিক্ কলা উদীচী দিক্ কলা এষ বৈ সাম্য চতুষ্কলঃ পাদোব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ নাম।

পৃথিবী কলা, অন্তরিক্ষং কলা, দ্যৌঃ কলা সমুদ্রং কলা। এষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্ নাম। * *

অগ্নিঃ কলা সূর্য্যঃ কলা চন্দ্রঃকলা বিদ্যুৎ কলা, এষ বৈ চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্ নাম। * *

প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ কলা, এষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ নাম। * *

অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত বস্তুই তাঁহার অবয়ব—তিনি বিরাট্ বিশ্বরূপ।

ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্ত এই বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলং।
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যং। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাধিরোহতি।

'বিরাট পুরুষের সহস্র শির সহস্র নয়ন সহস্র চরণ; তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন—জগতের বাহিরেও আছেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—যাহা কিছু, সমস্তই সেই পুরুষ। মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্য—তিনি সমস্তেরই অধীশ্বর।'

এই বিরাট্ পুরুষকেই লক্ষ্য করিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।—শ্বেত ৩।১৬

'তাঁহার সর্ব্বত্র কর-চরণ, সর্ব্বত্র চক্ষুঃ-শ্রবণ, সর্ব্বত্র শির-আনন, তিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন।'

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ।—শ্বেতাশ্বতর ৩।৩

'তাঁহার সর্ব্বত্র চক্ষু, তাঁহার সর্ব্বত্র মুখ, তাঁহার সর্ব্বত্র বাহু, তাঁহার সর্ব্বত্র পদ; সেই দ্যুতিময় দেবতা পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যকে বাহু ও পক্ষীকে পক্ষযুক্ত করিয়াছেন।'

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥ শ্বেত ৩।১১

'সকলের মুখ তাঁহার মুখ, সকলের শির তাঁহার শির, সকলের গ্রীবা তাঁহার গ্রীবা। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত। সেই ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, তিনি শিব সর্ব্বগত।'

ইঁহারই সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত হইয়াছে যে, দ্যুলোক ইঁহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য ইঁহার চক্ষু, দিক্ ইঁহার কর্ণ, বেদ ইঁহার বাণী, বায়ু ইঁহার প্রাণ, বিশ্ব ইঁহার হৃদয়, পৃথিবী ইঁহার চরণ; ইনি সমস্ত ভূতের অন্তরাত্মা।

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥—মুণ্ডক ২।১।৪

এই বিরাট্‌রূপকেই বিশ্বরূপ বলা হয়। কারণ জগৎ জগদীশ্বরের মূর্ত্তি। এখানে জগৎ অর্থে আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটুকু নহে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য—এই সপ্ত ঊর্দ্ধলোক এবং পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অতল—এই সপ্ত অধোলোক জগতের অন্তর্গত। এই সমস্ত জগৎ ও জাগতিক পদার্থ—স্থাবর, জঙ্গম, তরু-লতাগুল্ম, কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপ, পশু-পক্ষী-মনুষ্য, দেব-দানব, যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ-সাধ্য—যে কিছু পদার্থ আছে, ছিল বা হইবে, সেই সমস্তের যে বিরাট সমষ্টি,—যে প্রকাণ্ড সমবায়, তাহাই ভগবানের বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ গীতায় একাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার আরম্ভমাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল,—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥—গীতা, ১১।১৫-১৬

অর্জ্জুন বলিলেন—"হে দেব! আমি তোমার দেহে সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত, পদ্মাসনস্থিত ব্রহ্মা এবং দিব্য মহর্ষি ও উরগগণকে অবলোকন করিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! আমি তোমার অনেক বাহু উদর মুখ ও নেত্র-যুক্ত, সর্ব্বত্র অনন্তরূপ নিরীক্ষণ করিতেছি; কিন্তু ইহার আদি, অন্ত ও মধ্য, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

এই বিরাট্ পুরুষের কথা ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, আদিতে ভগবান্ লোকসৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া মহদাদিগঠিত পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করেন। কারণার্ণবশায়ী সেই ভগবানের নাভি হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। তাঁহার অবয়বসন্নিবেশেই নিখিল ভুবন কল্পিত হয়। তাঁহার সেই রূপ বিশুদ্ধসত্ত্বময়। সেই রূপের চরণ, হস্ত, বক্ষ, বদন, শ্রবণ, নয়ন ও মস্তক প্রভৃতি সকলই অসংখ্য ও অপরিমেয়। ইনিই সকল অবতারের নিধান ও অক্ষয় বীজ। ইঁহারই অংশাংশে পশু, মনুষ্য, দেব প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

ভগবানের এই বিরাট্ রূপের উপাসনা যে ভাবে করিতে হয়, তাহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—

অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংবৃতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥—ভাগবত ২।১।২৫

এই সপ্ত আবরণে * আবৃত ব্রহ্মাণ্ডশরীরে যে বিরাট্ পুরুষ বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে ধারণা করিতে হয়। সপ্ত পাতাল ও সপ্ত লোক তাঁহার শরীর—তাঁহার বিরাট্ দেহ। পাতাল তাঁহার পদতল, রসাতল তাঁহার চরণাগ্র, মহাতল তাঁহার গুল্ফ, তলাতল তাঁহার জঙ্ঘা, সুতল তাঁহার জানু, বিতল ও অতল তাঁহার উরুদ্বয়। ভূর্লোক তাঁহার জঘন,

* এই সপ্ত আবরণ জগতের সপ্ত মূলতত্ত্ব—প্রথমতঃ ক্ষিতি, তাহার পরে পর পর জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব।

ভুবর্লোক তাঁহার নাভি, স্বর্লোক তাঁহার উরস্, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবা, জনর্লোক তাঁহার বদন, তপোলোক তাঁহার ললাট এবং সত্যলোক তাঁহার শীর্ষ। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বাহু, দিক্‌সমূহ তাঁহার প্রাণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নাসাপুট, হুতাশন তাঁহার মুখ, সূর্য্য তাঁহার নয়ন, দিবারাত্রি তাঁহার অক্ষিপত্র, রস তাঁহার জিহ্বা, যম তাঁহার দংষ্ট্রা, মায়া তাঁহার হাস্য, সংসার তাঁহার কটাক্ষ, সমুদ্র তাঁহার কুক্ষি, সর্ব্বতসমূহ তাঁহার অস্থি, নদীসমূহ তাঁহার নাড়ী, বৃক্ষ সকল তাঁহার রোম, বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, কাল তাঁহার গতি, মেঘ তাঁহার কেশ, সন্ধ্যা তাঁহার বস্ত্র, প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়, চন্দ্র তাঁহার মন—ইত্যাদিরূপে সেই বিরাট্ পুরুষের মূর্ত্তির ভাবনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সচ্চিদানন্দ।

আমরা দেখিয়াছি, উপনিষদে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ বলা হইয়াছে। 'সচ্চিদানন্দরূপায়' শাস্ত্রের ব্রহ্মবিষয়ক একটী সুপরিচিত বিশেষণ। ভাগবতে ভাগবান্‌কে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলা হইয়াছে।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটী শব্দের সমাস করিয়া সচ্চিদানন্দ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই সমাসবাক্য প্রাচীনতর উপনিষদে দেখা যায় না। নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদে প্রথম আমরা এই সমস্ত পদটীর সাক্ষাৎ পাই।

সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম।—নৃ পূর্ব্ব ১।৬

সর্ব্বপূর্ণস্বরূপোপ্যি সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।—মৈত্রী ৩।১২

নৃসিংহ উত্তর তাপনীয় (৪।৬।৭) এবং রাম পূর্ব্ব তাপনীয় (৯২) ও রাম উত্তর তাপনীয় (২।৪।৫) উপনিষদেও সচ্চিদানন্দ পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই যুক্ত পদটীর প্রাচীন উপনিষদে প্রয়োগ না থাকিলেও স্বতন্ত্রভাবে 'সৎ, চিৎ ও আনন্দ' ব্রহ্মের পরিচয় স্থলে প্রযুক্ত দেখা যায়। যথা :—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈ ২।১।১

বিজ্ঞানম্‌ আনন্দং ব্রহ্ম।—বৃহ ৩।৯।২৮

বিজ্ঞানং ব্রহ্ম।—তৈ ২।৫।১

আনন্দং ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ।—তৈ ৩।৬।১

এইরূপ দেখা যায় যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের এই তিনটী ভাব স্বতন্ত্র করিয়া উপাসনার উপদেশ আছে।

প্রজ্ঞা ইত্যেবদ্ উপাসীত।
সত্যম্ ইত্যেবদ্ উপাসীত।
আনন্দ ইত্যেবদ্ উপাসীত।

এবং সর্ব্বোপনিষদে এই সমস্ত ভাব সংগ্রহ করিয়া এইরূপে ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং আনন্দং ব্রহ্ম।—সর্ব্বোপনিষৎসার।

অনেকে বিবেচনা করেন যে, সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা শ্রুতি নির্গুণ ব্রহ্মকেই বিশেষিত করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি যে, পরব্রহ্মকে যদি সৎ স্বরূপ, চিৎ স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ বলিতে পারা যায়, তবে আর তিনি নির্ব্বিশেষ অবাঙ্‌মনসগোচর হইলেন কিসে? তবে আর তাঁহার পরিচয় স্থলে শ্রুতি নেতি নেতি বলিয়া কেন ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, আপাত দৃষ্টিতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ সবিশেষ বাচক মনে হইলেও বস্তুতঃ ইহারা নেতিরই প্রতিরূপ, অভাব-সূচক মাত্র। পরব্রহ্মকে সৎ বলিলে এইমাত্র বুঝায় যে, তিনি ব্যবহারিক সত্তার অতীত, তাঁহাকে চিৎ বলিলে এই বুঝায় যে, তিনি নির্বিষয়, এবং আনন্দ বলিলে এই বুঝায় যে, তিনি দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধের বহির্ভূত। * এ মতের

* All three definitions of Brahma as being, thought or bliss are in essence only negative. Being is the negative of all empirical being, thought the negation of all objective being, bliss the negation of all being that arises in the mutual relation of knowing subject and known object,—Deussen p 147.

সমীচীনতার বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ, শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন। চিৎও নহেন, অচিৎও নহেন; আনন্দও নহেন নিরানন্দও নহেন। *

ব্রহ্ম যে সৎও নহেন, অসৎও নহেন, এ বিষয়ে শাস্ত্রে অনেক স্থলে স্পষ্ট উপদেশ দৃষ্ট হয়।

সদসদ্‌ বরেণ্যং।—মুণ্ড ২।২।১

সদসদ্‌ অমৃতঞ্চ যৎ। — প্রশ্ন ২।৫

ন সৎ নচাসৎ শিব এব কেবলঃ।—শ্বেত ৪।১৮

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্‌ নাসদ্‌ চ্যতে।—গীতা ১৩।১২

সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে।—যোগবাশিষ্ঠ

অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ নহেন অসৎও নহেন। তিনি সদসতের পর। অথবা তিনি সৎও বটেন অসৎও বটেন।

নাসদ্‌ আসীদ্‌ তদানং নোসদ্‌ আসীদ্‌ তদানীম্‌।—ঋগ্বেদ ১০।১২৯।১

অর্থাৎ আদিতে অসৎও ছিলেন না, সৎও ছিলেন না। আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, অগ্রে অসৎ ছিলেন, তাঁহা হইতে সৎ হইলেন।

অসদেবেদম্‌ অগ্র আসীদ্‌ তৎসদ্‌ আসীদ্‌।—ছাঃ ৩।১৯।১

অসদ্‌ বা ইদমগ্র আসীদ্‌ ততো বৈ সদ্‌ অজায়ত। — তৈত্তি ২।৭

তবে আর পরব্রহ্মকে কিরূপে 'সৎ' এই বিশেষণে বিশেষিত করা যায়? †

* এ বিষয়ে আমি পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। সেইজন্য এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

† এই সম্পর্কে শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।১।১।১ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।২।৯।১ দ্রষ্টব্য। ম্যাডাম্‌ ব্লাভাস্কি এ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থ Book of Dzyan হইতে নিম্নোক্ত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

To be out-breathed by that which is and yet is not —Verse 6.

The visible and invisible rested in Eternal non-being—the one Being.—Verse 7.

এইরূপ, পরব্রহ্মকে চিৎ অথচ জড় বলা হইয়াছে।

কশ্চেতনোঽপি পাষাণঃ।—যোগবাশিষ্ঠ

এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্ম চিৎও নহেন অচিৎও নহেন। এইরূপ পরব্রহ্মকে সুখ ও দুঃখের অতীত বলা হইয়াছে।

পরং ব্রহ্ম নির্দ্দুঃখম্ অসুখঞ্চ যৎ।—মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮০।২২

সেই জন্য উপনিষদ্ একস্থলে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

মুদিতামুদিতাখ্যোঽস্মি।—মৈত্রী ৩।১৬

আনন্দং নন্দনাতীতম্—তেজোবিন্দু ৮

অর্থাৎ ব্রহ্ম আনন্দ বটেন, কিন্তু তিনি সুখাতীত। ইহা হইতে মনে হয় যে, সচ্চিদানন্দ সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ মহেশ্বরেরই স্বরূপ-বাচক।

ব্রহ্ম=সৎ।

ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্দ্দেশ স্থলে প্রথমেই তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলা হইয়াছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈ ২।১।১

সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদ্ একমেব অদ্বিতীয়ম্।—ছা ৬।২।১

উপনিষদে ব্রহ্মের একটী প্রচলিত নাম "সত্যম্'।

তস্য বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্ ইতি।—ছা ৮।৪।৪

সেই ব্রহ্মের নাম সত্য। *

স যো হৈতং মহৎ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তি ইমান্ লোকান্।—বৃহ ৫।৪।১

---

* এই সত্য শব্দের নিরুক্ত (etymology) ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক বৃহ ৫।৫।১, ছা ৮।৩।৫ এবং কৌ ১।৬ দেখিবেন

'যিনি সেই মহান্‌ যক্ষ প্রথমজকে সত্য ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনি এই লোক জয় করেন।'

তৎ সত্যম্‌ স আত্মা তৎ ত্বমসি।—ছা ৬।৮।৭

'তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তিনিই তুমি।'

তিনিই যখন একমাত্র সত্য, চরম পরমার্থ, সেই জন্য তাঁহাকে "সত্যস্য সত্যম্‌" বলা হয়। এটী তাঁহার রহস্য নাম (উপনিষদ্‌)।

তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যম্‌।—বৃহ ২।১।২০, ২।৩।৬

ব্রহ্মকে সৎ বলিলে কি বুঝায়? তাঁহার সত্তাতেই জগতের সত্তা। তিনি আছেন বলিয়াই জগৎ আছে। অথচ জগতের সত্তা যেমন ভঙ্গুর, ক্ষর, পরিণামী, বিকারশীল, তিনি সেরূপ নহেন। তিনি অক্ষর, অজর, অমর।

যদ্রূপেন যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি।—

'যাহার নিয়ত রূপের ব্যভিচার হয় না তাহাই সত্য।'

ব্রহ্ম সত্য। অতএব তাঁহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, উৎপত্তি বিনাশ নাই, অপচয় উপচয় নাই।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ ১।২।১৮

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণঃ।—কঠ ঐ

তিনি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সকল অবস্থায় একরূপে বিদ্যমান আছেন। তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন।

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা। নোদেতি নাস্তমায়াতি সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা।

অর্থাৎ মাস, বৎসর, যুগ, মন্বন্তর, কল্প, কোন কালেই তিনি ছিলেন না, এরূপ নহেন। তিনি নিত্য, তিনি স্থাণু, তিনি অচল, তিনি সনাতন।

ব্রহ্ম=চিৎ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈত্তি ২।১।১

ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, ব্রহ্ম জ্ঞান স্বরূপ। ব্রহ্মকে জ্ঞান-স্বরূপ বলিলে কি বুঝায়? প্রথম এই বুঝায় যে, তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃ, স্বপ্রকাশ। অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশের জন্ম অন্ত পদার্থের অপেক্ষা নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় যে, জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষঃ।

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য সকল জ্যোতিঃ-পদার্থের একে একে প্রত্যাখ্যান করিয়া জনককে চরম উপদেশ এইরূপে দিয়াছিলেন,—

আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি, আত্মনা এবায়ং জ্যোতিষা আস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি।—বৃহ ৪।৩।৬

অর্থাৎ 'আত্মাই আত্মার জ্যোতিঃ, আত্মারই জ্যোতিঃ দ্বারা জীব সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে।'

সেই জন্ম শ্রুতি তাঁহাকে 'তেজঃ' 'জ্যোতিঃ' প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অথায়ম্ অশরীরঃ অমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব।—বৃহ ৪।৪।৭

অথ য এষ সংপ্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।—ছ ৮।৩।৪, ৮।১২।৩

অর্থাৎ 'ব্রহ্ম পরম জ্যোতিঃ। জীব মুক্ত অবস্থায় তাঁহাতে মিলিত হয়।' ছান্দোগ্য ৮।৪।২ এবং মৈত্র উপনিষদেও (৬।২৪) তাঁহাকে পরম জ্যোতিঃ বলা হইয়াছে। যখন তাঁহারই জ্যোতিতে সমস্ত জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্মান, তাঁহারই আলোকে সমস্ত আলোক দ্যুতিমান্, তাঁহারই

প্রভায় সমস্ত বস্তু প্রভাবান্, তখন তাঁহাকে জ্যোতির জ্যোতি (জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ) বলাই সুসঙ্গত। উপনিষদ্ অনেক স্থলে তাঁহাকে ইহাই বলিয়াছেন।

> যস্মাদ্ অর্ব্বাক্ সম্বৎসরো অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
> তদ্ দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতং ॥—বৃহ ৪।৪।১৬
> হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।
> তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ তদ্ যদ্ আত্মবিদো বিদুঃ ॥ - মুণ্ড ২।২।৯

ব্রহ্ম যে স্বপ্রকাশ, সমস্ত জ্যোতিঃ যে তাঁহারই জ্যোতির ছায়া মাত্র —এ বিষয় বুঝাইবার জন্য উপনিষদে একাধিক স্থলে এই নিম্নোক্ত সুন্দর শ্লোকটী উদ্ধৃত দেখা যায়।

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥
> —কঠ ৫।১৫, শ্বেত ৬।১৪, ও মুণ্ড ২।২।১০

'সেখানে সূর্য্যের ভাতি নাই, চন্দ্রতারকার ভাতি নাই, বিদ্যুৎ সেখানে প্রভান্বিত নহে, অগ্নি সেখানে কোথায়? তাঁহার ভাতির অনুসারে সমস্তের ভাতি, তাঁহার প্রকাশে সমস্ত প্রকাশিত।'

গীতা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

> যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলং।
> যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥—১৫।১২

'আদিত্যগত যে তেজ অখিল জগতকে উদ্ভাসিত করে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ, সে তেজ ভগবানেরই।'

ইহা রূপক বর্ণনা। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি স্বপ্রকাশ, জ্ঞান স্বরূপ, তাঁহার উজ্জ্বলনে সমস্ত উজ্জ্বলিত। এইজন্য তাঁহাকে বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানঘন, প্রজ্ঞানঘন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়।

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ।—বৃহ ৪।৪।২২ *

স যথা সৈন্ধবঘনো অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব।—বৃহ ৪।৫।১৩

অর্থাৎ 'যেমন সৈন্ধবখণ্ড অন্তরে বাহিরে সমস্তটা লবণময়, এইরূপ আত্মা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রজ্ঞানময়, প্রজ্ঞানঘন, প্রজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও কিছু নাই।'

যেহেতু তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানস্বরূপ, সেইজন্য তাঁহাকে "প্রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞাত্মা" † বলা হয়।

এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং।

—বৃহ ৪।৩।২১

যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ।—কৌষী ৩।৪

স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ * * এষ লোকপালঃ এষ লোকাধিপতিঃ এষ সর্বেশঃ।—কৌষী ৩।৮

অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ের তিনিই একমাত্র বিষয়ী; তিনি দ্রষ্টা (প্রশ্ন ৬।৫), সাক্ষী (শ্বেত ৬।১১), চিন্মাত্র।

বিষয়ের বিলোপ হইলেও বিষয়ীর বিলোপ হয় না, কারণ তিনি অবিনাশী। তিনি চিৎ স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, জ্ঞাতা—জ্ঞান তাঁহার বৃত্তি বা গুণমাত্র নহে। এই তত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ে অতি বিশদভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। নিম্নে তাহার একাংশমাত্র উদ্ধৃত হইল।

যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততো অন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ।—বৃহ ৪।৩।২৩

* এ সম্পর্কে বৃহ ৪।৩।১৪, ৪।৪।১৮ কঠ ৫।১৫, ছা ৮।৪।১, ও গৌড়পাদ ৪।৮১ দ্রষ্টব্য।

† Absolute knowing subject.

এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অদ্বৈতের একাকার অবস্থাতে—যখন বিষয় বিষয়ীর, দ্রষ্টা দৃশ্যের ভেদ তিরোহিত হয়, তখনও তাঁহার জ্ঞান-স্বরূপের ব্যত্যয় হয় না,—কারণ তিনি চিৎস্বরূপ। *

ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম জড় নহেন। তিনি চিৎ, চৈতন্যময়। জড় ও চেতনের ভেদ আমাদের অনুভবসিদ্ধ, অতএব তাহা বুঝান অনাবশ্যক। আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলি, তাহারই বিকার জড়বর্গ। বিক্রিয়াহীন ব্রহ্ম তাহা হইতে স্বতন্ত্র চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্ম সর্ব্বতঃ চেতন। সেই জন্য তাঁহাকে চিদ্‌ঘন বলে। চিতের একটি লক্ষণ স্বপ্রকাশিতা। অর্থাৎ চিৎ আপনাকে আপনিই প্রকাশ করে; তাহার প্রকাশ জন্য পদার্থান্তরের প্রয়োজন হয় না। জড়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা বুঝান যাইতে পারে। সূর্য্য স্বপ্রকাশ পদার্থ। নিশার অন্ধকারে বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, গৃহ প্রভৃতি অপ্রকাশ থাকে। কিন্তু সূর্য্য উদিত হইয়া উহাদিগকে প্রকাশিত করেন। অতএব বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, গৃহ প্রভৃতি স্বপ্রকাশ পদার্থ নহে, কারণ তাহারা সূর্য্যালোক ভিন্ন প্রকাশিত হয় না। কিন্তু সূর্য্য আপনিই আপনাকে প্রকাশ করেন। সেই জন্য তিনি স্বপ্রকাশ। কিন্তু সূর্য্য কাহার তেজে তেজীয়ান্, কাহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্?

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।—কঠ ৫।১৫, শ্বেত ৬।১৪, ও মুণ্ড ২।২।১০।

'ব্রহ্মের ভাতিতে সকলেই ভাতিমান্, তাঁহার জ্যোতির অনুসরণ করিয়াই অন্যের জ্যোতিঃ।'

ন তৎ ভাসয়তে সূর্য্যো ন চন্দ্রমা ন তারকঃ।—গীতা, ১৬।৬

---

* It has no consciousness of object and yet is not unconscious —Deussen.

'সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ তাঁহাকে ভাসিত করে না।'

আলোকের ভাতির বিষয়ে যাহা বলা হইল, জ্ঞানের ভাতির বিষয়েও সেই কথা বক্তব্য। বিষয়-সংযোগে ইন্দ্রিয়ের স্পন্দন উদ্ভূত হয়। ঐ স্পন্দন ইন্দ্রিয়-প্রণালী দ্বারা মস্তিষ্কে উন্নীত হয়। পরে কোশ হইতে কোশান্তরে সংক্রামিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশে (বুদ্ধি-ভূমিকায়) উপনীত হয়। কিন্তু স্পন্দন কিরূপে জ্ঞানে পরিণত হয়? পাশ্চাত্য দেহবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অপারগ। এ বিষয়ে উপনিষদের উত্তর এই যে, যেমন আলোক ঘট প্রভৃতি পদার্থকে উজ্জ্বলিত করিয়া প্রকাশ করে, সেইরূপ বুদ্ধিস্থ ব্রহ্মজ্যোতিতে উজ্জ্বলিত হইয়া চিত্তবৃত্তি জ্ঞানাকারে প্রকাশিত হয়। চিত্তবৃত্তি অস্থায়ী ও বহুরূপী। সেই জন্য তদ্দ্বারা উপহিত হইয়া জ্ঞান (যাহা ব্রহ্ম স্বরূপ) তাহাও ক্ষণিক ও নানারূপ মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন জবা কুসুমের সংযোগে লাল মনে হয়, অপরাজিতার সংযোগে নীল মনে হয় এবং গাঁদা ফুলের সংশ্রবে হলুদ বর্ণ মনে হয়, কিন্তু স্ফটিক বাস্তবিক বর্ণরহিত, সেইরূপ বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সাহচর্য্যে চিদ্‌ঘন শুদ্ধ আত্মা সেই সেই বৃত্তির তাদাত্ম্য লাভ করেন। সেই জন্য আত্মাকে সুখী দুঃখী কামী লোভী ইত্যাদি রূপ মনে হয়। অর্থাৎ সুখের অবস্থায় জ্ঞান সুখাকারে আকারিত হয়; দুঃখের অবস্থায় জ্ঞান দুঃখাকারে পরিণত হয়। এই বিভিন্নতা উপাধি-জন্য, বাস্তবিক নহে। আর চিৎ নিত্য বস্তু, কোনকালে কোন অবস্থায় ইহার বাধ হয় না। জাগ্রৎ অবস্থায় যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহা স্বপ্নে বিদ্যমান থাকে না। এইরূপ স্বপ্নাবস্থায় যাহা বেদ্য, সুষুপ্তি অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু চিৎ সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। এমন কি যখন আমরা ঘোর নিদ্রায় সুষুপ্ত থাকি,

তখনও চিৎ তিরোহিত হয় না। এইরূপ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালেই চিত্তের সত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে।

ব্রহ্ম=আনন্দ।

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন,—

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।—বৃহ ৩।৯।২৮

'ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।'

আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।—তৈ ৩।৬।১

'ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ বলিয়া জানিলেন।' ব্রহ্মকে কেন আনন্দস্বরূপ বলা হয়? ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিলে কি বুঝায়?

প্রথমতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রহ্ম আনন্দী নহেন, ব্রহ্ম= আনন্দ।

প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম।—ছা ৪।১০।৫

কং—সুখম্।

'ব্রহ্ম প্রাণ, ব্রহ্ম আকাশ, ব্রহ্ম সুখ।'

স এষ প্রাণ এব, প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ। —কৌষী ৩।৮

'তিনিই প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞা, তিনিই আনন্দ—অজর অমর।'

যদ্ অস্ত অগ্রং তৎ শান্তং অশব্দং অভয়ং অশোকং আনন্দং তৃপ্তং স্থিরমচলমমৃতমচ্যুত' ধ্রুবং বিষ্ণুসংজ্ঞিতং।—মৈত্র ৬।২৩

তৎ শান্তম্ অশব্দং অভয়ং অশোকং আনন্দং তৃপ্তং স্থিরং অচলম্ অমৃতং অচ্যুতং ধ্রুব' ব্রহ্ম বিষ্ণুসংজ্ঞিতং সর্ব্বাপরং ধাম। মৈত্রী ৭।৩

অর্থাৎ 'ব্রহ্ম শান্ত, আনন্দ, অভয়, অশোক, আনন্দ, তৃপ্ত, স্থির, অচল, অমৃত, অচ্যুত ও ধ্রুব। তাঁহার নাম বিষ্ণু। তিনি পরম ধাম।'

আনন্দস্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বোপনিষদ্ বলিতেছেন,—

আনন্দো নাম সুখচৈতন্যস্বরূপঃ। অপরিমিতানন্দসমুদ্র অবিশিষ্টসুখরূপশ্চ আনন্দ ইত্যুচ্যতে ॥

ইহার দীপিকায় নারায়ণ লিখিয়াছেন,—

নতু জ্ঞানাদ ভিন্নং সুখমস্তি। * * দৃষ্টিসুখং শ্রাতসুখম্ ইতিবৎ বিশেষোঽত্র নাস্তি।

অর্থাৎ 'ব্রহ্মকে আনন্দ বলিলে এই বুঝায় যে, তিনি সুখস্বরূপ অথচ চৎস্বরূপ। তিনি অপরিমিত আনন্দ-সমুদ্র। তিনি নির্ব্বিশেষ সুখ।'

উপনিষদের মতে জীব = ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন আনন্দস্বরূপ, তখন জীবও তাহাই। এজন্য জীবকে আনন্দ-বিগ্রহ বলা হয়।

নানাত্বভেদহীনোঽস্মি হ্যখণ্ডানন্দবিগ্রহঃ। —মৈত্র ৩।৮

বলা বাহুল্য যে, এ আনন্দ বিষয়-সুখ নহে। ইহা সাধারণ সুখ-দুঃখের অতীত অবস্থা। সেই জন্য তেজোবিন্দু উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

আনন্দং নন্দনাতীতম্। —তেজ ৮

'সেই আনন্দ সুখের অতীত অবস্থা।'

মৈত্র উপনিষদ্ জীবের তুরীয় অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

ততোঽনিরাত্মকত্বমেতি নিরাত্মকত্বাৎ ন সুখদুঃখভাগ্ ভবতি কেবলত্বং লভতে। —মৈত্রী ৬।২১

ব্রহ্মের যে ভূমানন্দ, জীব তাহার কণিকা মাত্র লাভ করে। তাহাই তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।—বৃহ ৪।৩।৩২

জীব যে, বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করে, তাহার কারণ এই যে, বিষয়ের মধ্যে সেই রস-স্বরূপ ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। অতএব সেই রসের আস্বাদন করিয়াই জীব আনন্দী হয়। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ এইরূপ বলিয়াছেন,—

রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।—তৈত্তিরীয় ২।৭

'তিনিই রস। রস আস্বাদন করিয়া জীব আনন্দী হয়। য আনন্দ স্বরূপ আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তবে কে প্রাণন করি পারিত? তিনিই আনন্দিত করেন।' *

মানুষ সুখান্বেষী। মানুষ যখন কিছুতেই মরিতে চায় না, আত্মা হারাইতে চাহে না, তখন বুঝিতে হইবে, আত্মা সুখস্বরূপ। অন্য বস্তু বা ব্যক্তিতে যে আমাদের প্রেম হয়, তাহারা যে আমাদের প্রিয় হ তাহার কারণ এই যে, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম (যিনি ঐ ব্যক্তি বা বস্তুতে অ স্যূত রহিয়াছেন) আমাদের নিয়তই প্রেমাস্পদ। সেই জন্য উপনিষ বলিয়াছেন :—

প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।—বৃহ, ১।৪।৮

'ব্রহ্ম পুত্রের অপেক্ষা প্রিয় বিত্তের অপেক্ষা প্রিয়—অন্য সমস্তে অপেক্ষা প্রিয়।'

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই তত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে। যাজ্ঞ বল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া বলিতেছেন।

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতি প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায় প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রা প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্ত প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্মপ্রিয় ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয় ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকা প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ

* সেই জন্য পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন যে, গুণময়ী প্রকৃতির বিকার বিষয় হইতে আমাদের যে আনন্দানুভব হয়, তাহার কারণ আনন্দঘন ব্রহ্মের ক্ষণিক অবভাস ভিন্ন আর কিছু নহে।

প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্॥—বৃহ ২।৪।৫

অর্থাৎ—'পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়। জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তের কামনায় বিত্ত প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় বিত্ত প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণের কামনায় ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়। ক্ষত্রিয়ের কামনায় ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। লোকের কামনায় লোক প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় লোক প্রিয় হয়। দেবের কামনায় দেব প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় দেব প্রিয় হয়। ভূতের কামনায় ভূত প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় ভূত প্রিয় হয়। কাহারও কামনায় কেহ প্রিয় হয় না। আত্মারই কামনায় সকলে প্রিয় হয়। অতএব —আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, ধ্যাতব্য; আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন, ধ্যান করিলে সমস্তই বিদিত হয়।'

এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, জগতে যে কিছু বিষয় আছে (যাহার সম্পর্কে জীব সুখ অনুভব করে এবং যাহাতে সুখার্থী হইয়া জীব তাহার কামনা করে), সে সমস্ত বিষয় জীবকে যে সুখ দিতে পারে, তাহার কারণ এই যে, সুখ-স্বরূপ আত্মা সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। যখন জীব বিষয়ের সংস্পর্শে সুখ অনুভব করে, তখন বস্তুতঃ পক্ষে সে ব্রহ্মের ভূমানন্দ কণিকামাত্র আস্বাদন করে। অতএব

জীব যখন সুখলোভে বিষয়ের কামনা করে, তখন সে বাস্তবিক সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মেরই কামনা করে।

ব্রহ্ম কেন আনন্দস্বরূপ? উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রুতি দুই ভাবে ব্রহ্মানন্দের বিবরণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মে দুঃখের অত্যন্ত অভাব, অতএব তিনি সুখ-স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম ভূমা, ব্রহ্ম অনন্ত, ব্রহ্মে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের, বিষয়ীর ও বিষয়ের একাকার অবস্থা; অতএব তিনি আনন্দ।

প্রথমতঃ আমরা অভাব-নির্দ্দেশের (Negative aspectএর) আলোচনা করি।

উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, জগৎ আর্ত্ত, দুঃখময়।

অতোঽন্যদ্ আর্ত্তম্।—বৃহ ৩।৪।২

ব্রহ্ম ইহার বিপরীত। ব্রহ্ম তিনি, যিনি—

যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি।—বৃহ ৩।৫।১

'ক্ষুধা তৃষ্ণা, শোক মোহ, জরা মৃত্যুর অতীত।'

এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ—ছা ৮।১।৫,৮।৭।১।

'এই আত্মা অপাপবিদ্ধ, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প।'

এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিচিকিৎসোঽপিপাসঃ সত্যসংকল্পঃ সত্যকাম এষ পরমেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষ হি খল্বাত্মে-শানঃ শংভুর্ভবো রুদ্রঃ প্রজাপতির্বিশ্বসৃড্ঢিরণ্যগর্ভঃ সত্যং প্রাণো হংসঃ শাস্তাঽচ্যুতো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ।—মৈত্রী ৭।৭

'এই আত্মা পাপহীন, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, তৃষ্ণাহীন, সত্যসংকল্প, সত্যকাম। ইনি পরমেশ্বর, ভূতাধিপতি, ভূতপাল। ইনি

ধারণের সেতু, আত্মার ঈশ্বর, শম্ভু, ভব, রুদ্র, প্রজাপতি, বিশ্বস্রষ্টা, হিরণ্যগর্ভ, সত্যস্বরূপ, প্রাণস্বরূপ, হংস, শাস্তা, অচ্যুত, বিষ্ণুনারায়ণ।'

ব্রহ্মের এই সকল বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ্ একস্থলে বলিয়াছেন,—

তস্য উৎ ইতি নাম। স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ।—ছা ১।৬।৭

'তাঁহার নাম উৎ, কারণ তিনি সমস্ত পাপ হইতে উদিত।' *

ইহা গেল ব্রহ্মের দুঃখাভাব বর্ণনা। অতএব তাঁহার অভাব-সুখ। অতঃপর তাঁহার ভাবসুখের বিবরণ করিব। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ব্রহ্মকে ভূমা বলিয়াছেন।

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। ন অল্পে সুখম্ অস্তি। ভূমৈব সুখং।—ছান্দোগ্য ৭।২৩।১

'যিনি ভূমা, তিনিই সুখ। অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ।'

ব্রহ্ম ভূমা। তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। তিনি অনন্ত, তিনি পরিপূর্ণ—সর্ব্বতঃ পূর্ণ।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণাদ্ হি পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

—যজুঃ শান্তিমন্ত্র

'তিনি পূর্ণ পূর্ণ সম্পূর্ণ—তাঁহার কোন কিছু ত্রুটী অভাব নাই।'

তিনি সত্যস্বরূপ, তিনি অনন্ত। অর্থাৎ তিনি ভূমা। ভূমা কি? ছান্দোগ্য বলিতেছেন,—

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্র অন্যৎ

---

* ব্রহ্মের এই negative aspect সূচক বর্ণনাসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক ডয়েসন লিখিয়াছেন :—

All these frequently recurring descriptions are summed up in the designation of Brahman as Ananda "bliss."—Philosophy of the Upanishads—p. 141.

পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং। যো বৈ ভূমা তদমৃতং। অথ যদল্পং তৎ মর্ত্ত্যং।—ছা ৭।২৪।১

'যেখানে অন্যকে দেখে না, অন্যকে শুনে না, অন্যকে জানে না, সেই ভূমা। আর যেখানে অন্যকে দেখে, অন্যকে শুনে, অন্যকে জানে সেই অল্প। যিনি হন ভূমা, তিনি অমৃত। যাহা হয় অল্প, তাহা মর্ত্ত্য।'

অর্থাৎ তাঁহাতে বিষয় বিষয়ীর (subject object) দ্রষ্টা দৃশ্যের ভেদ নাই। তিনি অখণ্ড, ভেদরহিত, অজর, অমর, একাকার বস্তু। জীব যখনই তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তখন সে ভয়ের অতীত হয়। কারণ, যাহা অল্প তাহাই ভয়ের আস্পদ, যাহা ভূমা তাহা অ-ভয়। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ এইরূপ বলিয়াছেন :—

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি।—২।৭

'যখন এই জীব সেই অদৃশ্য অনাত্ম অবাচ্য, অনাশ্র বস্তুতে অভয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে ভয়ের অতীত হয়। যখন পর্য্যন্ত জীব তাঁহাতে অত্যল্পও ভেদ করে, তখন তাহার ভয় হয়।'

এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন।—তৈত্তি ২।৯

'ব্রহ্মানন্দ জানিলে কোথাও কিছুতে ভয় থাকে না।' সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনককে এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যান করিয়া অবসানে বলিয়াছিলেন,—

স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।—বৃহ ৪।৪।২৫

'সেই এই মহান্ অজ আত্মা অজর অমর অমৃত অভয় ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অ-ভয়। যে জীব এরূপ জানে, সে অভয় ব্রহ্ম হয়।'

সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের এইরূপ একাকার অবস্থা হয়। সে অবস্থায় জীবের বিষয়-বিষয়ী জ্ঞান তিরোহিত হয়, এবং সে সাময়িক ভাবে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। বৃহদারণ্যক এই সুষুপ্তি অবস্থার বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন,—

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি তদা ন কস্যচন বেদ। হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীতৎমভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে। স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে।

—বৃহ ২।১।১৯

'যখন জীব সুষুপ্ত হয়, তখন সে কিছুই জানে না। হৃদয় হইতে "পুরীতৎ" নাড়ীর অভিমুখে ৭২০০০ "হিতা" নামক নাড়ী প্রসৃত আছে, সেই সকল নাড়ীর পথে অপসর্পণ করিয়া জীব "পুরীতৎ" নাড়ীতে শয়ন করে। যেমন কুমার বা মহারাজ বা মহাব্রাহ্মণ আনন্দের "অতিঘ্নী" (আতিশয্য) অনুভব করিয়া শয়ন করে।' ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সুষুপ্তির অবস্থায় জীব আনন্দের "অতিঘ্নী" (ব্রহ্মানন্দ) অনুভব করে। অন্যত্র, বৃহদারণ্যক সুষুপ্তি অবস্থার পরিচয় দিয়া বলিতেছেন,—

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি।

তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যঃ।

যত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদং সর্ব্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমো লোকঃ।

তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাঽভয়ং রূপং তদ্‌যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবময়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্।

অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদা

অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসোঽনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্ব্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি ॥

সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ ॥

—বৃহ ৪।৩।১৯, ২০, ২১, ২২, ৩২

'সেই সুষুপ্তি অবস্থা – যে অবস্থায় জীব সুপ্ত হইয়া কোন কামনা করে না, কোন স্বপ্ন দেখে না। তখন জীব 'হিতা' নামক নাড়ীতে অবস্থান করে। তখন সে দেবের ন্যায় রাজার ন্যায় মনে করে, 'এ সমস্তই আমি।' সেই তাহার পরম লোক। এই তাহার অতিচ্ছন্দ অভয় রূপ। যেমন প্রিয়া রমণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া, মানুষ অন্তর বাহির কিছুই জানিতে পারে না, এইরূপ জীব প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক পরিষক্ত হইয়া অন্তর বাহির কিছুই জানিতে পারে না। এই তাহার আপ্তকাম আত্মকাম অকাম রূপ—যাহা শোকের অতীত। সে অবস্থায় পিতা পিতা থাকেন না, মাতা মাতা থাকেন না, লোক লোক থাকে না, বেদ বেদ থাকে না, চণ্ডাল অচণ্ডাল হয়, পৌল্কস অপৌল্কস হয়, শ্রমণ অশ্রমণ হয়, তাপস অতাপস হয়। তখন জীব সমস্ত পাপ পুণ্যের অতীত হয়, এবং হৃদয়ের সমস্ত শোক হইতে মুক্ত হয়।'

এই 'অভিপ্রায়ানন্দত্ব', এই পরম আনন্দের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য শ্রুতি উপমার সাহায্য লইয়াছেন।

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্বলোক

আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধর্ব্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তেঽথ যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজান দেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ।—বৃহ ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মনুষ্যের মধ্যে ঋদ্ধিশালী সমৃদ্ধ, সকলের অধিপতি, সমস্ত মানুষিক ভোগে সম্পন্নতম, তাহার যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্যের পরম আনন্দ। এই মনুষ্য-আনন্দের শতগুণ জিতলোক পিতৃগণের আনন্দ। পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দ। গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দের শতগুণ কর্ম্ম-দেবগণের আনন্দ। (কর্ম্মদেব তাঁহারা, যাঁহারা কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন)। কর্ম্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ আজান দেবগণের আনন্দ। নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। আজান দেবগণের আনন্দের শতগুণ প্রজাপতিলোকের আনন্দ। নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। প্রজাপতিলোকের আনন্দের শতগুণ ব্রহ্মলোকের আনন্দ। নিষ্পাপ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়ের এইরূপ আনন্দ। ইহাই পরম আনন্দ—ইহাই ব্রহ্মলোক।'

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকাম-হতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্ব্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকা-নামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোক লোকানামানন্দাঃ। স একঃ আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শত-মাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্ম্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্ম্মণা

দেবানপি যন্তি । শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতং কর্ম্মদেবানাং দেবানা মানন্দাঃ । স একো দেবানামানন্দঃ । শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ । স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ । শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ । স একো বৃহস্পতেবানন্দঃ । শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ । স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ । শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য । তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ । স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ । শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য

—তৈত্তিরীয় ২।৮

অর্থাৎ 'আনন্দের এইরূপ মীমাংসা । যুবা যদি সাধু হন, অধ্যায়ক, আশিষ্ট দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হন এবং এই সর্ব্ববিত্ত-পূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার আয়ত্ত হয়, তবে সেই মনুষ্য-আনন্দের পরিমাণ । মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের আনন্দ এই মনুষ্য-আনন্দের শত গুণ । অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই । দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ এই মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব-আনন্দের শতগুণ । অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই । চিরলোকলোকী পিতৃগণের আনন্দ এই দেব গন্ধর্ব্ব আনন্দের শতগুণ । অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই । আজান দেবগণের আনন্দ এই চিরলোকলোকী পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ । অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই । কর্ম্মদেবগণের আনন্দ এই আজান দেবগণের আনন্দের শতগুণ । অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই । দেবগণের আনন্দ এই কর্ম্মদেবগণের আনন্দের শতগুণ । অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই । ইন্দ্রের আনন্দ এই দেবগণের আনন্দের শতগুণ । অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই । বৃহস্পতির আনন্দ ইন্দ্রের আনন্দের শতগুণ । অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই । প্রজাপতির আনন্দ বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ । অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই । ব্রহ্মের আনন্দ প্রজাপতির আনন্দের শতগুণ । অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই ।'

কিন্তু যাহা ভূমানন্দ, যাহা বাক্য মনের অতীত, ভাষা দ্বারা তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি।—তৈত্তিরীয় ২।৪

'যাহার লাগ না পাইয়া বাক্য মন নিবর্ত্তিত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিলে কোন কিছুতে ভয় থাকেনা।'

সুষুপ্তি জীবের স্বাভাবিক অবস্থা। এ অবস্থা স্থায়ী নহে। নিদ্রা ভঙ্গে ইহার ক্ষয় হয়। তখন জীবকে ব্রহ্মানন্দ ছাড়িয়া আবার দুঃখ-সঙ্কুল জগতে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু সাধনার দ্বারা ব্রহ্মের সহিত সুষুপ্তি কালের একাকার অবস্থার নিশ্চলতা সম্পাদন করা যায়। এই সাধনার নাম যোগ। উপনিষদের অনেক স্থলে এই যোগ-প্রণালীর উপদেশ আছে। তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ নহে। তবে সেই যোগ সিদ্ধ হইলে জীবের যে তুরীয় অবস্থা হয়, সেই অবস্থার সূচক কয়েকটি শ্রুতি নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। এই অবস্থার বিশেষত্ব স্থায়ী ব্রহ্মানন্দ লাভ।

ততো নিরাত্মকত্বমেতি নিরাত্মকত্বাৎ ন সুখদুঃখভাগ্ ভবতি কেবলত্বং লভতে।

—মৈত্রী ৬।২১

'ইহা হইতে জীব নিরাত্মক হয়, নিরাত্মক হইয়া সুখদুঃখের অতীত হয়, কৈবল্য লাভ করে।'

মানসে চ বিলীনে তু যৎ সুখং চাত্মসাক্ষিকম্।
তৎ ব্রহ্ম চামৃতং শুক্রং সা গতির্লোক এব সঃ।—মৈত্রী, ৬।২৪

অর্থাৎ 'মনের লয় হইলে যে আত্মসংস্থ সুখলাভ হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই শুদ্ধ। তাহাই (পরমা) গতি, তাহাই (পরম) লোক।'

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ঈশ্বর ও মহেশ্বর।

উপনিষদে ব্রহ্মকে ঈশ্বরের ঈশ্বর বলা হইয়াছে।

তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্।—শ্বেত ৬।৭

'মহেশ্বর ঈশ্বরের ঈশ্বর।'

তবে কি ঋষিরা বহু ঈশ্বর মানিতেন? তাঁহারা কি polytheist ছিলেন?

এ আশঙ্কা অমূলক। কারণ বহু ঈশ্বর মানিলেও তাঁহারা তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, যিনি ঈশ্বরদিগের ঈশ্বর সেই মহেশ্বর, সেই ব্রহ্মবস্তু এক।

এক এব মহেশ্বরঃ।

ব্রহ্ম শুধু এক নহেন, তিনি অদ্বিতীয়।

একমেবাদ্বিতীয়ম্।—ছা ৬।২।১

'তাঁহার দ্বিতীয় নাই, তিনি এক, অদ্বিতীয়।' বস্তুতঃ যাঁহারা ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব (uniqueness) পুনঃ পুনঃ খ্যাপন করিয়াছেন, যাঁহারা বলিয়াছেন,—

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।—বৃহ ৪।৪।১৯

'এখানে নানা, বহু, দ্বৈত নাই'—আছেন শুধু সেই অদ্বৈত এক ব্রহ্ম বস্তু—তাঁহাদিগকে বহুদেববাদী মনে করা অতিশয় বিড়ম্বনা। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মই পরতত্ত্ব—তাঁহার পর আর কোন কিছু নাই, তিনিই পরাৎপর চরম পদার্থ।

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ।—শ্বেত ৩।৯

এই অর্থে কঠ উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

মহতঃ পরমব্যক্তম্ অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥—কঠ ১।৩।১১

'মহতের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষ। পুরুষের পর আর কোন কিছু নাই—তিনিই পরাকাষ্ঠা, পরম গতি।'

গীতাও এই অর্থে বলিয়াছেন,—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।—৭।৭

সেই জন্য উপনিষদের মীমাংসাকারী বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন,—

পরমতঃ সেতূন্মান সম্বন্ধ ভেদব্যপদেশেভ্যঃ, ইত্যাদি—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৩১-৩৭

মহেশ্বর যদি এক, তিনিই যদি পরতত্ত্ব, তবে ঋষিরা বহু ঈশ্বরের কথা বলিলেন কেন? এই ঈশ্বররা কে? ইঁহাদিগের অধিকার কি? মহেশ্বরের সহিতই বা ইঁহাদিগের সম্বন্ধ কি? এ তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য আমাদের জ্যোতিষবিজ্ঞানের (astronomy) সাহায্য লওয়া আবশ্যক।

সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল গ্রহ উপগ্রহ আবর্ত্তিত হইতেছে, সূর্য্যের সহিত তাহাদিগের সমষ্টি-নাম সৌরমণ্ডল। ইংরাজীতে ইহাকে, solar system বলে। আমাদের সূর্য্য আমাদের নিত্য পরিচিত বস্তু। অতি পরিচয়ে সূর্য্যের বৃহত্ত্ব-জ্ঞান আমাদের মনে জাগরূক না থাকিতে পারে; সেইজন্য বিজ্ঞান আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সূর্য্যের তুলনায় আমাদের পৃথিবী কত ক্ষুদ্র। সমুদ্রের তুলনায় সৈকতের বালুকণাও বুঝি এত ক্ষুদ্র নহে! এই ক্ষুদ্র পৃথিবী বৃহৎ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া আকাশমার্গে আবর্ত্তিত হইতেছে। পৃথিবী যেমন সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত একটী গ্রহ, এইরূপ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি আরও কয়েকটী গ্রহ আমাদের সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত। কোন কোন

গ্রহের আবার উপগ্রহ আছে ; যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র। এইরূপ বৃহস্পতির ৪টী উপগ্রহ আছে। প্রত্যেক গ্রহ সূর্য্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া নিজ নিজ কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে। সেইরূপ, উপগ্রহ আবার গ্রহকে বেষ্টন করিয়া আপন কক্ষায় আবর্ত্তিত হইতেছে। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যের সহিত মিলিয়া—সৌরমণ্ডল। যে বৃত্ত সৌরমণ্ডলের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাকে সূর্য্যের পরিধি কহে।

আকাশে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ দীপ্তি পাইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদেরা তাহাদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম। কত সহস্র সহস্র নক্ষত্র আকাশের চন্দ্রাতপতলে বিলম্বিত রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমাদের সূর্য্যই ত পৃথিবী হইতে কত দূরে। কিন্তু এমন সকল নক্ষত্র আছে, যাহাদের দূরত্বের তুলনায় সূর্য্য আমাদের অতি নিকটস্থ। কোন কোন নক্ষত্র হইতে আলোকরেখা পৃথিবী পঁহুছিতে ৯ বৎসর লাগে। আবার কোন কোন নক্ষত্র এতই দূরে অবস্থিত যে, উৎকৃষ্টতম দূরবীক্ষণের সাহায্যেও তাহাদিগকে নেত্রগোচর করা যায় না।

বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিয়াছি যে, এক একটী [illegible] এক একটী সূর্য্য। এই সকল নক্ষত্র-সূর্য্যের মধ্যে কয়েকটার পরিমাণ আমাদের সূর্য্য অপেক্ষাও সহস্রগুণে বৃহৎ। সে সকল নক্ষত্র-সূর্য্য না জানি কতই প্রকাণ্ড!

আমাদের সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যেমন কতকগুলি গ্রহ উপগ্রহ আবর্ত্তিত হইতেছে, কে জানে, ঐ সকল তারা-সূর্য্যের অধীনে কত কোটী গ্রহ উপগ্রহ আকাশে বিচরণ করিতেছে! সম্ভবতঃ প্রত্যেক নক্ষত্র-সূর্য্যই এক একটী সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থল। অতএব, বিশ্বজগতে সৌরমণ্ডলের সংখ্যা গণনার অতীত।

আমাদের পৃথিবী 'ভূতল ধারিণী', নানা জীবজন্তুর আবাসভূমি।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, মঙ্গল গ্রহেও মানুষের বসবাস আছে। তাহা যদি হয়, তবে অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহেও যে জীবের নিবাস নাই, তাহার প্রমাণ কি? আমরা দেখিতে পাই যে, এক বিন্দু জলও প্রাণিশূন্য নহে, পরন্তু তাহা সহস্র জীবের ক্রীড়াভূমি। তাহাতেই মনে হয় যে, পৃথিবী ভিন্ন অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ যে জনশূন্য, ইহা ভাবা দুঃসাহস। আমাদের সৌরমণ্ডলের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, নভঃস্থিত অন্যান্য সৌরমণ্ডল সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। সম্ভবতঃ অসীম সৃষ্টির কুত্রাপি জীবের অভাব নাই।

হিন্দুশাস্ত্রে এক একটী সৌরমণ্ডলকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। ঋষিদিগের মতে এরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে। সূর্য্যমণ্ডলের পরিধির আকার অণ্ডের মত (oval form)—সেইজন্য তাহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ট এইরূপ বলিয়াছেন,—

> যথা তরঙ্গা জলধৌ তথেমাঃ সৃষ্টয়ঃ পরে।
> উৎপত্যোৎপত্য লীয়ন্তে রজাংসীব মহানিলে॥
> একস্যানেকসংখ্যস্য কস্যাপ্যোরম্বুধেরিব।
> অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডলক্ষাণি লীয়ন্তে বুদ্বুদাইব॥

'যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ, তেমনি পরমেশ্বরে বহু সৃষ্টি, অনিলে ধূলিকণার ন্যায় আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। কোন এক 'অণু' আছেন, যাহার মধ্যে সাগরে বুদ্বুদের মত লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইতেছে।'

সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।—দেবী ভাগবত, ৯।৩।৭

'বরং ধূলিকণার সংখ্যা করা যায়, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা হয় না।'

লক্ষ্যন্তেঽন্তর্গতাশ্চান্যে কোটিশোহণ্ডরাশয়ঃ।—ভাগবত ৩।১১।৪১

'বিশ্বের মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশি লক্ষিত হইতেছে।'

একোপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং * * গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

'সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, যিনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন।'

অতএব ব্রহ্মাণ্ডের বহুত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রাচ্য প্রজ্ঞান একমত।

ঋষিদিগের শিক্ষা এই যে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন; * তিনি ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক। ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন, এবং শিবরূপে সংহার করেন।

> ভক্তচিত্ত-সমাসীন ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাত্মক।—সূতসংহিতা।

'তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাত্মক, তিনি ভক্তের চিত্তে সমাসীন।'

এই তিনেই এক, একেই তিন—ত্রিত্বে একত্ব এবং একত্বে ত্রিত্ব প্রতিপাদন করিয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন,—

> নমো বিশ্বসৃজে তুভ্যং বিশ্বং তদনুবিভ্রতে।
> অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্রে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥

'তুমি ত্রিমূর্ত্তি, তোমায় নমস্কার। তুমি বিশ্ব সৃষ্টি কর, বিশ্ব পালন কর, বিশ্ব সংহার কর, তোমায় নমস্কার।'

> ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
> রুদ্ররূপায় সংহর্ত্তে তুভ্যং ত্রেধাত্মনে নমঃ॥

'ব্রহ্মারূপে তুমি সৃষ্টি কর, স্থিতিতে (বিষ্ণুরূপে) পালন কর, রুদ্র রূপে তুমি সংহার কর; তুমি ত্রেধাত্মা (ত্রিমূর্ত্তি), তোমায় নমস্কার।'

ব্রহ্মাণ্ড যখন অসংখ্য, তখন ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও অসংখ্য। এ সম্বন্ধে দেবীভাগবত এইরূপ লিখিয়াছেন,—

---

* পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে পিথাগোরাস, প্লেটো, কেপ্লার, সোয়েডনবর্গ প্রভৃতিরও মত এইরূপ।

সংখ্যা চেৎ রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে।
প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥—৯।৩।৭৮

'বরং ধূলিকণার সংখ্যা করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা কখনও করা যায় না। প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা গণনাতীত।'

কোটি কোট্যযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু।
তত্র তত্র চতুর্বক্ত্রা ব্রহ্মাণো হরয়ো ভবাঃ॥

'ব্রহ্মাণ্ড যে কোটি কোটি, অযুত, অযুত তাহা উক্ত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন।'

এই সমস্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের যিনি অধীশ্বর অর্থাৎ যিনি নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি—ঋষিরা তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়াছেন।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ।
*   *   *   *
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ।

'হে ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবগণ ব্রহ্মের প্রধান প্রধান শক্তি। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবগণেরও উপরে, তিনিই মহেশ্বর।'

এ সম্বন্ধে লিঙ্গপুরাণ এইরূপ লিখিয়াছেন—

অসংখ্যাতাশ্চ রুদ্রাখ্যা অসংখ্যাতাঃ পিতামহাঃ।
হরয়শ্চ অসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বরঃ॥

'অসংখ্য রুদ্র, অসংখ্য ব্রহ্মা, অসংখ্য বিষ্ণু; কিন্তু মহেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।' এ বিষয়ে ত্রিপাদ্বিভূতি উপনিষদে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে; তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশানি অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি।

চতুর্মুখ পঞ্চমুখষণ্মুখসপ্তমুখাষ্টমুখাদিসংখ্যাক্রমেণ সহস্রাবধি মুখান্তৈর্নারায়ণাংশৈ রজোগুণপ্রধানৈ রেকৈকসৃষ্টিকর্ত্তৃভিরধিষ্ঠিতানি বিষ্ণুমহেশ্বরাখ্যৈর্নারায়ণাংশৈঃ সত্ত্বতমোগুণপ্রধানৈ রেকৈকস্থিতিসংহারকর্ত্তৃভিরধিষ্ঠিতানি মহাজলৌঘমৎস্যবুদ্বুদানন্তসংঘবৎ ভ্রমন্তি ।

'এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে এইরূপ অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড ক্ষিত্যাদির আবরণে আবৃত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ ষণ্মুখ সপ্তমুখ অষ্টমুখ সংখ্যাক্রমে সহস্রমুখ পর্য্যন্ত নারায়ণের অংশ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণপ্রধানে বিভিন্ন হইয়া এক এক ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। মহাসমুদ্রে যেমন অনন্ত মৎস্য বুদ্বুদ ক্রীড়া করে, সেইরূপ বিশ্বের মহাকাশে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিতেছে।'

সেই জন্ত মহেশ্বরকে 'অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি' বলা হয়। এক এক ঈশ্বর এক এক ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; যিনি সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর, তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি।

অনন্তশক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্‌ ।

'অনন্ত শক্তি সমন্বিত ব্রহ্ম (মহেশ্বর), সকল ঈশ্বরদিগের ঈশ্বর।'

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার সম্বন্ধ বুঝাবার জন্ত উপনিষদ্‌ একস্থানে সম্রাট্‌ ও রাজার তুলনা করিয়াছেন। যেমন এক সম্রাটের অধীনে অনেক রাজা থাকেন—রাজারা পরস্পর স্বতন্ত্র, কিন্তু সকলেই সম্রাটের পরতন্ত্র।

---

* The Iswara, the ruler of a system must be distinguished from Iswara the One—the saguna Brahman. This secondary Iswara is the ruler of one universe where there are many universes—the ruler of a solar system among countless systems * * Many Iswaras? Yes as many as there are universes but one supreme Iswara who is Brahman himself.—Annie Besant's Wisdom of the Upanishads. p. 41

আবার এক এক রাজার অধীনে যেমন বহু প্রাধীন থাকে; সেই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা পরস্পর স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহারা সকলেই সেই সেই রাজার অধীন। জগতের শাসন ও পালন কার্য্যও তদ্রূপে পরিচালিত। সর্ব্বোপরি মহেশ্বর বিরাজিত আছেন; তিনি সম্রাট্ স্থানীয়। তাঁহার অধীনে অসংখ্য ব্রহ্মা—এক এক ব্রহ্মাণ্ডের অধিনায়ক, পরস্পর স্বতন্ত্র কিন্তু সকলেই মহেশ্বরের শাসনাধীন। আবার এক এক ব্রহ্মার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের শাসক ও পালক প্রজাপতিগণ, গণদেবতা প্রভৃতি। এইরূপে দেখা যায় যে, জগতের শাসন-কার্য্য সেই মহেশ্বরের শাসনেরই অনুকরণে চালিত হইতেছে।

মহেশ্বরের ও ঈশ্বরের ভেদ নির্দ্দেশ করিবার জন্ম শঙ্করাচার্য্য মহেশ্বরকে নিত্য ঈশ্বর ও ঈশ্বরকে জন্ম ঈশ্বর বলিয়াছেন,—

জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যেশ্বরস্য। * * পর এব হীশ্বরো জগদ্ব্যাপারে অধিকৃতঃ।
—৪।৪।১৭ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।

কোথাও কোথাও জন্ম ঈশ্বরকে প্রজাপতি এবং নিত্য ঈশ্বর বা মহেশ্বরকে প্রজাপতি-পতি—* বলা হইয়াছে।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ।—শ্বেত ৬।৭

'সেই পরাৎপর পরম পুরুষ, (প্রজা) পতির পতি।'

প্রজাপতিপতিঃ স্রগ্বী সাক্ষান্ মন্মথমন্মথঃ।

'প্রজাপতি-পতি বনমালী মদনমোহন।'

উপনিষদ্ অনেকস্থলে নিত্য ঈশ্বরকে 'ব্রহ্ম' এবং জন্ম ঈশ্বরকে 'ব্রহ্মা' বলিয়াছেন।

---

* বিষ্ণুপুরাণ, ১।৩।২। পুরাণে ঈশ্বর ও মহেশ্বরকে পৃথক করিবার জন্ম ঈশ্বরকে কোথাও কোথাও বিষ্ণু এবং মহেশ্বরকে মহাবিষ্ণু বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব।
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।—মুণ্ডক ১।১

'দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি বিশ্বের (ব্রহ্মাণ্ডের) কর্ত্তা, ভুবনের গোপ্তা।'

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।—শ্বেত ৬।১৮

'যিনি (মহেশ্বর), ব্রহ্মাকে প্রথমে সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে বেদ প্রদান করিলেন।'

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া ভাগবত বলিয়াছেন,—

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে।—১।১

'যিনি আদি কবি (ব্রহ্মার) হৃদয়ে ব্রহ্ম (বেদ) সঞ্চার করিলেন।' এই মর্ম্মে উপনিষদ্‌ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।—শ্বেত ৫।২

'যিনি (মহেশ্বর), অগ্রে জাত কপিলবর্ণ ঋষি (ব্রহ্মাকে) জ্ঞানযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে জন্মিতে দেখিয়াছেন।'

উপনিষদ্‌ কোথাও কোথাও তাঁহাকে 'হিরণ্যগর্ভ,' 'প্রজাপতি,' 'পরমেষ্ঠী'—এই সকল আখ্যা দিয়াছেন।

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।—প্রশ্ন, ২।৭

'প্রজাপতিরূপে তুমি গর্ভে সঞ্চরণ করিয়া উৎপন্ন হও।'

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।
ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।—ঋগ্‌বেদ
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং।—শ্বেত ৩।৪

'অগ্রে হিরণ্যগর্ভ বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ভূতগণের এক মাত্র 'জাত পতি' (জাত ঈশ্বর)।'

'ব্রহ্ম প্রথমতঃ হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করিলেন।' ব্রহ্মা ব্রহ্মের তপঃ হইতে উৎপন্ন হন। অর্থাৎ তিনি নিত্য নহেন, জন্য।

যঃ পূর্ব্বং তপসো জাতম্ অদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।—কঠ ২।১।৬

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।

তস্মাদ্ এতদ্ ব্রহ্ম * * জায়তে।—মুণ্ড ১।১।৯

'সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ ব্রহ্মের জ্ঞানময় তপঃ হইতে এই ব্রহ্ম (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইলেন।'

এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ।—বৃহ ২।৬।৩

'সনগ ঋষি পরমেষ্ঠীর (ব্রহ্মার) নিকট, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা পাইয়াছিলেন। ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মকে নমস্কার।' এখানে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার ভেদ স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম নিত্য (স্বয়ম্ভু)—ব্রহ্মা জন্য পরমেষ্ঠী।

ছান্দোগ্য বলিতেছেন,—

তদ্ধি এতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্ মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ।—৩।১১।৪

'ইহা ব্রহ্মা প্রজাপতিকে (দক্ষাদিকে) বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি মনুকে, মনু মানবদিগকে বলিয়াছিলেন।'

ঐতরেয় উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে এই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মার—নিত্য ঈশ্বর ও জন্য ঈশ্বরের ভেদ স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।—১।১

'আদিতে এক পরমাত্মা (মহেশ্বরই) বিদ্যমান ছিলেন। অন্য কোন কিছু ছিল না। তিনি সংকল্প করিলেন, আমি লোক সৃষ্টি করিব।'

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রকৃতির (Matterএর) সৃষ্টি—ব্রহ্ম (মহেশ্বরের) অধীন। তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতি লইয়া ব্রহ্মা নিজ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন। সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

জগদ্ব্যাপারস্ত নিত্যসিদ্ধস্যেশ্বরস্য।

ব্রহ্মসূত্রের "জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জম্" সূত্রেও এই কথাই বলা হইয়াছে। ঐতরেয় বলিতেছেন যে, যখন মহেশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছা হইল, তখন তিনি অপ্ সৃষ্টি করিলেন। এই অপ্ই কারণার্ণব—জগতের অমূল মূল, অব্যক্তা প্রকৃতি।

স ইমান্ লোকান অসৃজত অম্ভো মরীচির্মরমাপঃ।—১।২

পরে তিনি সংকল্প করিলেন,—

ইমে নু লোকা লোকপালান্ নু সৃজা ইতি।—১।৩

'লোক সৃষ্টি হইয়াছে। অতঃপর লোকপাল সৃষ্টি করি।'

স অদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্চ্ছয়ৎ।—১।৩

'সেই পরমাত্মা অপ্ হইতে এক পুরুষ উদ্ধৃত করিয়া সংগঠিত করিলেন।' এই পুরুষই ব্রহ্মা। তিনিও প্রাকৃত উপাদানে গঠিত; সেই জন্য অনিত্য, জন্য পুরুষ। কিন্তু পরমাত্মা নিত্য বস্তু; তিনি পুরুষোত্তম।

আমরা দেখিয়াছি যে, এক একটী সূর্য্য, এক একটী সৌরমণ্ডলের (ব্রহ্মাণ্ডের) কেন্দ্র। জন্য ঈশ্বর এই সৌরমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী *, অধিষ্ঠাতা পুরুষ। সেই জন্য উপনিষদ্ অনেক স্থলে তাঁহাকে আদিত্যস্থ পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

যোসৌ আদিত্যো পুরুষঃ।—

য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি।—ছা ৪।১১।১

ঈশ উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

---

* পুরাণের ভাষায়—

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।

পূষন্ একর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তেরূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।—১৬

'হে পূষন্! এক-ঋষি! যম! সূর্য্য! প্রজাপত্য! তোমার রশ্মি পৃথক্ কর, তেজ সংহৃত কর। তোমার যে কল্যাণতম রূপ, তাহাই আমি দর্শন করিব। আদিত্যে যে পুরুষ, আমি তিনি।'

এই আদিত্যে পুরুষকে বিষ্ণু বলা হয়।

কারণ, 'বেবেষ্টি ইতি বিষ্ণুঃ'—তিনি ব্যাপক, সমস্ত সৌরমণ্ডল ব্যাপিয়া আছেন। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার শরীর।

জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে।

'তিনি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী।'

ইনিই সবিতা—সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী। * গায়ত্রীতে ইঁহারই বরণীয় ভর্গকে ধ্যান করা হইয়াছে, এবং জীবের ধীকে প্রচোদনা করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই আদিত্যস্থ পুরুষের একটু বিশেষ বর্ণনা ছান্দোগ্য উপনিষদে দৃষ্ট হয়:—

অথ য এষ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশঃ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কাপ্যাসং পুণ্ডরীকং এবমক্ষিণী।—ছা ১।৬।৬

'আদিত্যের মধ্যে যে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, যিনি হিরণ্য-শ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, যাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত সুবর্ণ। যেমন রক্তিম পুণ্ডরীক, সেইরূপ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়।' সেই জন্য পুরাণের ভাষায় তাঁহাকে 'পুণ্ডরীকাক্ষ' বলে।

মহেশ্বরের তুলনায় ঈশ্বরকে কেন জন্য ঈশ্বর বলা হয়, তাহার

---

* Solar Logos। ব্রহ্ম Supreme Logos। ইনি Solar Logos।

কতক আভাস আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। কিন্তু এ বিষয়ে অনুমানের অপেক্ষা নাই। কারণ উপনিষদ্ স্বয়ং এ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। * * যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষঃ।—বৃহ ১।৪।১

'আদিতে আত্মা 'পুরুষ' রূপে ছিলেন। তাঁহাকে 'পুরুষ' বলে কেন?

পুরা ঔষৎ = পুরুষ।

'যেহেতু তিনিই প্রথম হইয়া অন্য সকলের পূর্ব্বে সমস্ত পাপ দহন করিয়াছিলেন।' ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

পুরুষবিধঃ পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণো বিরাট্, স এব প্রথমঃ সম্ভূতঃ। * * স চ প্রজাপতি রতিক্রান্ত জন্মনি সম্যক্ কর্ম্মজ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ সাধকাবস্থায়াং যদ্ যস্মাৎ কর্ম্মজ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ প্রজাপতিত্বং প্রতিপিৎসূনাং পূর্ব্বঃ প্রথমঃ সন্ অস্মাৎ প্রজাপতিত্ব প্রতিপিৎসুসমুদয়াৎ সর্ব্বস্মাৎ আদৌ ঔষৎ অদহৎ কিম্? আসঙ্গাজ্ঞানলক্ষণান সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ প্রজাপতিত্বপ্রতিবন্ধককারণভূতান্।

অর্থাৎ 'পুরুষ-বিধ ছিলেন, তাঁহার প্রকার পুরুষের মত ছিল। শিরঃ হস্তাদিযুক্ত বিরাট্ পুরুষ। তিনিই প্রথমে উৎপন্ন হন। সেই প্রজাপতি পূর্ব্বজন্মে সাধকাবস্থায় কর্ম্মজ্ঞানধ্যানাদির সাধনা দ্বারা যেহেতু প্রজাপতিত্ব-লাভেচ্ছু অন্যান্য সাধকদিগকে অতিক্রম করিয়া প্রথম হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমেই প্রজাপতিত্বের প্রতিবন্ধকভূত আসক্তি অজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত পাপ দহন করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে 'পুরুষ' বলে। পুরা = প্রথমে, উষ = দহন।'

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্ব কল্পে যে সকল সাধকোত্তমেরা সাধন পথে বহু অগ্রসর হইয়া মুক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম, তিনি প্রলয়ে মহেশ্বরে বিলীন হইয়াছিলেন। পুনরায়

যখন কল্প আরম্ভ হইল, যখন প্রলয়ান্তে আবার সৃষ্টির উদয় হইল, তখন সেই সিদ্ধ পুরুষ কোন ব্রহ্মাণ্ডের প্রজাপতিত্বের অধিকার বহন করিবার জন্য মহেশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ব্রহ্মরূপ চিদাকাশে চিন্ময় অবৎ ব্রহ্মা-রূপে আবির্ভূত হইলেন। অর্থাৎ যিনি এ কল্পের ব্রহ্মা, তিনি অন্য কল্পের সিদ্ধ জীব। * ব্রহ্মসূত্রে এইরূপ জীবকে অধিকারী পুরুষ বলা হইয়াছে,—

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাং।—ব্রহ্মসূত্র।

ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিগণ যে সিদ্ধি সাধক, সাধনার পারগত জীব, যোগবাশিষ্ঠ এ কথার অনুমোদন করিয়াছেন,—

পৌরুষেণৈব যত্নেন সহসাম্ভোরুহাস্পদম্। কশ্চিদ্ এব চিদুল্লাসো ব্রহ্মতাম্ অধিতিষ্ঠতি॥
সারেণ পুরুষার্থেন স্বেনৈব গরুড়ধ্বজঃ। কশ্চিদ্ এব পুমানেষ পুরুষোত্তমতাং গতঃ॥
পৌরুষৈণৈব যত্নেন ললনাবলিতাকৃতিঃ। শরীরী কশ্চিদ্ এবেহ গতশ্চন্দ্রার্দ্ধচূড়তাং॥

—যোগবাশিষ্ট মুমুক্ষু, ৪।১৪—১৬

'কোন জীব প্রযত্ন দ্বারা পৌরুষ অবলম্বন করিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মার পদবী লাভ করিয়াছেন, কোন পুরুষ চেষ্টার দ্বারা গরুড়ধ্বজ বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পৌরুষপ্রয়োগ দ্বারা অন্য কোন শরীরী অর্দ্ধনারীশ্বর চন্দ্রচূড়ের অধিকার লাভ করিয়াছেন।'

ঈশ্বর ও মহেশ্বরের সম্বন্ধ আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

---

* পুরাণে লিখিত আছে যে, আগামী কল্পে হনুমান্ এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা হইবেন। অর্থাৎ ব্রহ্মা result of evolution। তিনি জন্য ঈশ্বর—নিত্য সিদ্ধ নহেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ত্রি-পুরুষ।

আমরা দেখিয়াছি যে, উপনিষদের মতে আদিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

আত্মা বা ইদম্ এক অগ্র আসীৎ।—ঐতরেয় ১।১

নাসদ্ আসীৎ তদানীং নো সদ্ আসীদ্ তদানীং।—ঋগ্বেদ

'তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না।' কেবল ছিলেন "একমেবা-দ্বিতীয়ং"। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, এক আমি বহু হইব,—

স ঐক্ষত একোঽহং বহুঃ স্যাম্ প্রজায়েয়।

তখন—

তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ। অগ্নে-রাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।—তৈত্তি ১।২।১

অর্থাৎ 'সেই আত্মা হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত আবির্ভূত হইল।' এই আবির্ভাবের মূল ব্রহ্ম।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আমরা জানিয়াছি যে, এই আবির্ভাবের পূর্ব্বে নিরঞ্জন, অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্ম, মায়া-উপাধিযুক্ত হয়েন। এই মায়াই প্রকৃতি। আর মায়া-উপহিত পরব্রহ্ম মহেশ্বর নামে অভিহিত হন।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনং তু মহেশ্বরং।—শ্বেত ৪।১০

এই মহেশ্বর যে আকাশাদি মহাভূত সৃষ্টি করেন, তাহার নাম কারণ-

সৃষ্টি বা তত্ত্বসৃষ্টি। স্থূল হইতে সূক্ষ্মতরের গণনা করিলে আমরা পাঁচটী তত্ত্বের উল্লেখ পাই। যথা—পৃথিবীতত্ত্ব, অপ্‌তত্ত্ব, তেজস্তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও আকাশতত্ত্ব। বস্তুতঃ কিন্তু আকাশের অপেক্ষাও দুইটী সূক্ষ্মতর তত্ত্ব আছে। সাধারণতঃ তাহাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহাদের নাম অনুপাদকতত্ত্ব ও আদিতত্ত্ব। সাংখ্য-পরিভাষায় ইহাদিগের নাম অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব। সাংখ্যাচার্য্যেরা সৃষ্টির ক্রম এইরূপে নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্মভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি। *

মহত্তত্ত্বকে কখন কখন সমষ্টিবুদ্ধি (Cosmic Ideation) বলা হয়। ইহার অর্থ এই যে, মহেশ্বর ঐ মহত্তত্ত্ব-উপাধিতে উপহিত হইয়া সৃষ্টির অধ্যবসায় (নিশ্চয়, resolve) করেন। শ্রুতি,—

স ঐক্ষত।

(তিনি নিশ্চয় করিলেন) এই বাক্য দ্বারা ঐ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন। মহতের পর অহঙ্কার, অধ্যবসায়ের পর অভিমান; অভিমানই অহঙ্কারের লক্ষণ।

একোঽহং বহুঃ স্যাম্।

এক বাক্যে শ্রুতি মহেশ্বরের সৃষ্টি-অভিমানের অতি বিশদ নির্দ্দেশ

* এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ২ স্কন্ধ ২ অধ্যায় ২৮-৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহ তাঁহার ভাগবত গ্রন্থে (১১ পৃঃ) ব্রহ্মাণ্ডের একটী চিত্র প্রদর্শন করিয়া এ বিষয় বিশদ করিয়াছেন। ভাগবতের মতে ব্রহ্মাণ্ডের পর পর সাতটী সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আবরণ আছে। ইহারা আমাদের আলোচ্য সপ্ততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রথমতঃ ক্ষিতি; তাহার পরে, পর পর জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব।

করিয়াছেন। অতএব সৃষ্টির তিনটী মুহূর্ত—পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় যাহাকে moments বলে। প্রথম মুহূর্ত্তে পরব্রহ্ম মায়া-উপহিত হইয়া মহেশ্বর হয়েন। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে মহেশ্বর মহত্তত্ত্ব-উপাধিসংযুক্ত হইয়া ঈক্ষা বা অধ্যবসায় করেন, এবং তৃতীয় মুহূর্ত্তে তিনি অহঙ্কারসংযুক্ত হইয়া "বহুস্যাম্" এই অভিমান স্বীকার করেন। অতঃপর, যথাক্রমে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইহার নাম কারণ বা তত্ত্বসৃষ্টি। যিনি এই সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করেন, তাঁহাকে প্রথম পুরুষ বলা হয়।

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যাণ্যথো বিদুঃ। আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ।

ব্রহ্মসংহিতার এই বচনে জানা যায় যে, যিনি বিষ্ণুর পুরুষাখ্য প্রথম-রূপ তিনিই মহতের স্রষ্টা; অর্থাৎ তিনিই তত্ত্ব বা কারণসৃষ্টির সমাধান করেন। ব্রহ্মসূত্রের "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" সূত্রে (৪।৪।১৭) এই বিষয়ের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ঐ সূত্রের যিনি লক্ষ্য, তিনিই মহেশ্বর, আমাদের আলোচ্য প্রথম পুরুষ। জগৎ ব্যাপার (তত্ত্বসৃষ্টি প্রভৃতি) তাঁহারই আয়ত্ত। দ্বিতীয় পুরুষ কে? ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন,—

প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ, দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী, ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী, যাঁহাকে হিরণ্য-গর্ভ, পরমেষ্ঠী, ব্রহ্মা বলা হয় (যাঁহার বিষয় আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি), তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মাণ্ড একটী মাত্র নহে। মহেশ্বরের সৃষ্টিতে কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত রহিয়াছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনিই সেই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা। কিন্তু অপর ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অধিকারে নহে। আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি,—যিনি সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডাভিমানী, তিনিই মহেশ্বর,—আমাদের পূর্ব্বকথিত প্রথম পুরুষ। আর যিনি ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের

অধিনায়ক তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ। ইনি কে? আমরা দেখিয়াছি যে, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন,—

আত্মৈবেদং অগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। * * স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষঃ।—১।৪।১

অর্থাৎ প্রথমে আত্মাই পুরুষরূপে বিরাজিত ছিলেন। তাঁহাকে যে পুরুষ বলে, তাহার কারণ এই যে, তিনিই সকলের পুরোবর্ত্তী হইয়া সমস্ত পাপ অতিক্রম করিয়া প্রজাপতি অর্থাৎ ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। শঙ্করাচার্য্য এই শ্রুতির যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার মতে পুরাকল্পের কোন জীবন্মুক্ত সাধকোত্তম, যিনি অত্যুগ্র সাধনাবলে সমস্ত মায়া মলিনতা পরিহার করিয়া মহেশ্বরের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনিই পরবর্ত্তী কল্পে জগতের হিতার্থে কোন ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের ভার বহন করেন। ইনিই দ্বিতীয় পুরুষ। পূর্ব্বকল্পে ইনি মহেশ্বরে বিলীন হইয়া মহেশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়াছিলেন। অতএব ইঁহার ব্রহ্মাণ্ডের ভারগ্রহণ মহেশ্বরেরই কার্য্য বলিয়া প্রতীতি হয়। এই পুরুষের কথা ভাগবতের ১ম স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, আদিতে ভগবান্ লোকসৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া মহদাদিগঠিত পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করেন। কারণার্ণবশায়ী সেই ভগবানের নাভি হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার অবয়ব-সন্নিবেশেই নিখিল ভুবন কল্পিত হয়। তাঁহার সেই রূপ বিশুদ্ধসত্ত্বময়। সেই রূপের চরণ, হস্ত, বক্ষ, বদন, শ্রবণ, নয়ন ও মস্তক প্রভৃতি সকলই অসংখ্য ও অপরিমেয়। ইনিই সকল অবতারের নিধান ও অক্ষয় বীজ। ইঁহারই অংশাংশে পশু, মনুষ্য, দেব প্রভৃতি সৃষ্ট হয়।

গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন, তাহা এই দ্বিতীয় পুরুষেরই মূর্ত্তি। ইনিই পুরুষসূক্তোক্ত—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

ইঁহার অসংখ্য শির, অসংখ্য নয়ন, অসংখ্য চরণ। ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া গীতাকার বলিয়াছেন,—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

'তাঁহার সর্ব্বত্র হস্তপদ, সর্ব্বত্র চক্ষু, শির, মুখ ও কর্ণ। তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।' ইঁহাকেই বিরাট্ পুরুষ বলে।

অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥—ভাগবত, ২।১।২৫

এই সপ্ত আবরণে আবৃত ব্রহ্মাণ্ড-শরীরে যে বিরাট্ পুরুষ বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে ধারণা করিতে হয়। সপ্ত পাতাল ও সপ্ত লোক তাঁহার শরীর। তাঁহার বিরাট্ দেহ। আমরা দেখিয়াছি, পাতাল তাঁহার পদতল, রসাতল তাঁহার চরণাগ্র, মহাতল তাঁহার গুল্ফ, তলাতল তাঁহার জঙ্ঘা, সুতল তাঁহার জানু, বিতল ও অতল তাঁহার উরুদ্বয়। ভূর্লোক তাঁহার জঘন, ভুবর্লোক তাঁহার নাভি, স্বর্লোক তাঁহার উরস, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবা, জনর্লোক তাঁহার বদন, তপোলোক তাঁহার ললাট এবং সত্যলোক তাঁহার শীর্ষ। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বাহু, দিক্‌সমূহ তাঁহার শ্রোত্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নাসাপুট, হুতাশন তাঁহার মুখ, সূর্য্য তাঁহার নয়ন, দিবারাত্রি তাঁহার অক্ষিপত্র, রস তাঁহার জিহ্বা, যম তাঁহার দংষ্ট্রা, মায়া তাঁহার হাস্য, সংসার তাঁহার কটাক্ষ, সমুদ্র তাঁহার কুক্ষি, পর্ব্বতসমূহ তাঁহার অস্থি, নদীসমূহ তাঁহার নাড়ী, বৃক্ষ তাঁহার রোম-সমূহ, বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, কাল তাঁহার গতি, মেঘ তাঁহার কেশ,

সন্ধ্যা তাঁহার বস্ত্র, প্রকৃতি তাঁহার হৃদয়, চন্দ্র তাঁহার মন, ইত্যাদি-রূপে সেই বিরাট্ পুরুষের মূর্ত্তির ভাবনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জগতে যে কিছু মূর্ত্তি আছে, সে সমস্তই বিরাট্ পুরুষের অবয়ব। ইহা বিচিত্র নহে। কারণ, প্রথম পুরুষ যেমন কারণ বা তত্ত্বসৃষ্টি সমাধান করেন, দ্বিতীয় পুরুষ সেইরূপ মূর্ত্তি বা অবয়বের সংস্থান করেন। অতএব সমস্ত অবয়বের বা সমষ্টি মূর্ত্তির যিনি অভিমানী, তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ।

শঙ্করাচার্য্য গীতা-ভাষ্যের প্রারম্ভে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

নারায়ণো পরোঽব্যক্তাদ্ অব্যক্তাদণ্ডসম্ভবঃ।
অণ্ডস্যান্তরিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥

অর্থাৎ 'অব্যক্ত (প্রকৃতির) পরে নারায়ণ (মহেশ্বর)। তিনি প্রকৃতির স্রষ্টা। অব্যক্ত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি—যাহার মধ্যে এই সপ্তলোক ও তদন্তর্গত সপ্তদ্বীপা মেদিনী।'

এখানে যাঁহাকে নারায়ণ বলা হইয়াছে, যিনি অব্যক্তের পারে, তিনিই প্রথম পুরুষ ; আর যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক তিনিই দ্বিতীয় পুরুষ।

অতঃপর তৃতীয় পুরুষের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব, কারণ তাঁহার আলোচনার স্থান এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে—'জীবতত্ত্বে'।

ব্রহ্মসংহিতায় আমরা তিন পুরুষের উল্লেখ পাইয়াছি।

আদ্যং তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ম্ অণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থম্।

যিনি সর্ব্বভূতস্থ, তিনিই তৃতীয় পুরুষ। কিরূপে সর্ব্বভূতস্থ? অন্তর্যামীরূপে। ইনি জীবরূপে হৃদয়ে বিরাজিত আছেন।

হৃদি-অয়ম্ ইতি তস্মাৎ হৃদয়ম্। ছা ৮।৩।৩

'ইনি হৃদয়ে আছেন বলিয়া হৃদয়ের নাম হৃদয়।' হৃদয়ের একটী নাম গুহা। সেই জন্য তাঁহাকে বলা হয়,—

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্‌ । নিহিতং গুহায়াম্‌ ইত্যাদি ।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ ।—গীতা, ১৫।১৫

গীতাতে ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছি। ইনিই মার্কিন মনীষী এমার্সনের কথিত Oversoul। ইঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন,—

এষ তে আত্মান্তর্যামী অমৃতঃ।

'এই তোমার আত্মা অন্তর্যামী অমৃত।'

এই তিন পুরুষকে জানিলে কি হয়? ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন,—

এতজ্‌জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।

'এই জ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়।'

ইহা হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ—

ব্রহ্মবিদ্‌ আপ্নোতি পরং।

'ব্রহ্মজ্ঞান হইলে পরম বস্তু লাভ হয়।'

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সূত্রাত্মা—ব্যষ্টি ও সমষ্টি।

কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে, যম নচিকেতাকে বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন যে, তিনি ব্রহ্মবিদ্যা ধারণের উপযুক্ত পাত্র তখন তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ করিলেন,—

> সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
> যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ওঁম্ ইত্যেতৎ॥
> এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্দ্যেবাক্ষরং পরম্।
> এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥—কঠ ১।২।১৫-৬

'সমস্ত বেদ যে পদ আমনন করে, সমস্ত তপঃ যাঁহাকে নির্ব্বচন করে, যাঁহাকে বাঞ্ছা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্য চরণ করে, সংক্ষেপে তোমার নিকট সেই পদ নির্দ্দেশ করি। তিনি ওঁম্। ওঁকারই অক্ষর ব্রহ্ম, ওঁকারই অক্ষর পর; এই আলম্বন জানিলে যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই হয়।'

অর্থাৎ ব্রহ্মের বাচক ওঁকার (প্রণব)।

> তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।—যোগসূত্র ১।২৫

মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

> ওম্ ইত্যেদক্ষরম্ ইদং সর্ব্বং।—১

'ওম্ এই অক্ষর, এ সমস্তই।'

অ—উ—ম—এই তিনি অক্ষর মিলিয়া ওম্। ইহাদিগেকে ওঁকারের ত্রিপাদ বা তিন মাত্রা বলে।

পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ। অকার উকারো মকার ইতি ।—মাণ্ডূক্য ৮

'অকার উকার মকার—ওঁকারের এই তিন পাদ বা মাত্রা।' ইহার উপর একটী অর্দ্ধ মাত্রা আছে—যাহা অজ্ঞের অমেয় পরব্রহ্মের সূচক।

অমাত্রশ্চতুর্থঃ অব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈতঃ।—মা ১২

'ওঁকারের যে চতুর্থ মাত্রা, তাহা অমাত্র অব্যবহার্য্য; সেখানে প্রপঞ্চের উপশম। তিনি শিব অদ্বৈত।'

অন্য তিন ব্যবহার্য্য মাত্রার ব্যাখ্যান করিয়া মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরো অকারঃ প্রথমা মাত্রা। * *

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা। * *

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা। * *—মাণ্ডূক্য ৯-১১

'প্রথম মাত্রা অকার জাগ্রৎ-স্থান বৈশ্বানরকে, দ্বিতীয় মাত্রা উকার স্বপ্ন-স্থান তৈজসকে, তৃতীয় মাত্রা মকার সুষুপ্ত-স্থান প্রাজ্ঞকে সূচনা করিতেছে।'

বৈশ্বানর স্থূলভুক্, তৈজস সূক্ষ্মভুক্ এবং প্রাজ্ঞ আনন্দভুক্।

(মাণ্ডূক্য,৩-৫)

এই উপদেশের সম্যক্ মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে,—আর্য্য ঋষিরা জগৎকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। জাগ্রদ্ অবস্থায় আমরা সর্ব্বদা যে জগতের সাক্ষাৎ পাইতেছি, সেই স্থূল জগৎ। স্থূল দেহের সহযোগে এই স্থূল জগৎ আমাদের অনুভবের বিষয় হইতেছে। সূক্ষ্ম জগতের অনুভবের উপযোগী আমাদের সূক্ষ্ম দেহ আছে। স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন আমরা এই সূক্ষ্ম জগতের অনুভব করি। কদাচ সূক্ষ্ম জগতের অধিবাসী গন্ধর্ব্ব পিশাচাদির সাক্ষাৎ লাভ করি। কারণ জগৎ আরও সূক্ষ্ম।

সে জগতের অনুভবের উপযোগী কারণ দেহ অধিকাংশ মনুষ্য-শরীরে এখনও সুব্যক্ত হয় নাই। সেইজন্য সুষুপ্তি অবস্থায় কেহ কেহ কদাচ এই কারণ-জগতের অনুভব করিতে পারে। আর সাধনাবলে কদাচিৎ ঐ জগতের অধিবাসী দেবতাগণের সাক্ষাৎকার লাভ করে। অতএব মনুষ্যকে জগৎ-ত্রয়েরই অধিবাসী বলা যায়।

জগতের স্থূল সূক্ষ্মের তারতম্য অনুসারে, অনুভবের করণ দেহেরও তারতম্য দৃষ্ট হয়। যেমন স্থলপথে ভ্রমণ করিতে হইলে মনুষ্য শকটের ব্যবহার করে; জলপথে ভ্রমণ করিতে হইলে তাহাকে নৌকার সাহায্য লইতে হয়, আর আকাশপথে বিচরণ করিতে হইলে ব্যোমযানের প্রয়োজন হয়—সেইরূপ, জীব যখন স্থূল জগতে বিচরণ করে, তখন সে স্থূল দেহের ব্যবহার করে; যখন সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করে, তখন সে সূক্ষ্ম দেহের বিনিয়োগ করে; এবং যখন কারণ জগতে বিচরণ করে, তখন তাহাকে কারণ দেহের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অতএব যেমন স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই তিনটি জগৎ, তেমনি জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি মানবের এই তিন অবস্থা বা স্থান এবং স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন দেহ।

আত্মসম্বিৎ (Consciousness) যখন জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল দেহে অবস্থান করেন, তখন উপনিষদের মতে তাঁহার পারিভাষিক নাম 'বিশ্ব'; যখন স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম দেহে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম 'তৈজস'; এবং যখন সুষুপ্তি অবস্থায় কারণ দেহে অবস্থান করেন, তখন তাঁহার নাম 'প্রাজ্ঞ'। সম্বিৎ এক ও অদ্বিতীয়, কেবল উপাধি-ভেদে তাঁহার নামান্তর হয় মাত্র। এই সম্বিৎই ব্রহ্ম। স্থূল উপাধিতে তাঁহার নাম বিশ্ব, সূক্ষ্ম উপাধিতে তাঁহার নাম তৈজস এবং কারণ উপাধিতে তাঁহার নাম প্রাজ্ঞ।

ইহা গেল ব্যষ্টির কথা। ভিন্ন ভিন্ন জীবের ব্যক্তিগত দেহকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলা হয়। জগতে কিন্তু সমস্ত ব্যষ্টি মিলিয়া একটা সমষ্টি আছে। সেই সমষ্টির দিক্ হইতে দেখিলে কিরূপ হয়? মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ বলিতেছেন,—

অয়মাত্মা ব্রহ্ম।—২

'এই আত্মা (জীব) হন ব্রহ্ম'। আত্মার যেমন জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ উপাধিকে লক্ষ্য করিয়া বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞ নাম দেওয়া হয়; সেইরূপ পরমাত্মারও স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—এই তিন উপাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছে—বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও সূত্রাত্মা।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভেদ বুঝাইবার জন্ম বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ বন ও জলাশয়ের দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বৃক্ষের সমষ্টি বন; অতএব বৃক্ষ ব্যষ্টি, বন সমষ্টি। এইরূপ জলের সমষ্টি জলাশয়; অতএব জল ব্যষ্টি, জলাশয় সমষ্টি। এ উপমায় কথাটা বড় বিশদ হয় না। কারণ বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র বনের অথবা জল হইতে স্বতন্ত্র জলাশয়ের কোন অস্তিত্ব নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটা যোগ্যতর দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিতে পারি, এবং তদ্দ্বারা বুঝিতে পারি যে, সমষ্টি একটা কাল্পনিক পদার্থ মাত্র নহে—ব্যষ্টির রূপকাদর্শ (Idealisation) মাত্র নহে, সমষ্টির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। সে দৃষ্টান্তটা কোষাণুর (Cell) দৃষ্টান্ত। কোষাণু-সমষ্টি মিলিয়া স্থূল শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক কোষাণুর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে। অথচ কোষাণু-সমষ্টি দেহের যে অস্তিত্ব সে অস্তিত্ব কোষাণু

হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন। এ বিষয়ে জৈবতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত এইরূপ। *

যেমন কোষাণুর সমষ্টিতে এক একটী শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে—এইরূপ সমস্ত ব্যষ্টি স্থূল দেহের সমষ্টি মিলিয়া বিরাট্, সমস্ত ব্যষ্টি সূক্ষ্ম দেহের সমষ্টি লইয়া হিরণ্যগর্ভ এবং সমস্ত ব্যষ্টি কারণ দেহের সমষ্টি মিশিয়া সূত্রাত্মার শরীর গঠিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা ভগবান্‌কে শরীরী বলা হইল না। ইহার ভাবার্থ এই যে, যখন ভগবান্ স্থূল জগতে ক্রিয়া করেন, তখন স্থূল উপাধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সম্বিতের নাম হয় বিরাট্; যখন তিনি সূক্ষ্ম জগতে ক্রিয়া করেন, তখন সূক্ষ্ম উপাধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সম্বিতের নাম হয় হিরণ্যগর্ভ, এবং যখন তিনি কারণ জগতে ক্রিয়া করেন, তখন কারণ উপাধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সম্বিতের নাম হয় সূত্রাত্মা। অর্থাৎ স্থূল জগতে কর্ম্ম করিবার সময় ভগবানের করণ হয়, জীবপুঞ্জের স্থূল দেহসমষ্টি; সূক্ষ্ম জগতে কর্ম্ম করিবার সময় ভগবানের করণ হয়, জীবপুঞ্জের

---

* The cells composing an organism are regarded as individual units, each with a distinct life and function of its own. * * Every cell of the great colony of cells composing the organism of every animal and plant has thus its special work to perform, the work consisting in the extraction from its immediate environment of those materials which are necessary for its own growth and nutrition, But this work is entirely subservient to and indeed is solely performed for the ultimate nutrition and building up of the whole organism of which each individual cell forms a very small but yet necessary unit.

সূক্ষ্ম দেহ সমষ্টি ; আর কারণ জগতে কর্ম্ম করিবার সময় ভগবানের কারণ হয়, জীবমুক্তের কারণ দেহ-সমষ্টি ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সাধারণ জীবে কারণ-দেহ বড় পরিস্ফুট হয় নাই। কারণ-দেহের পূর্ণ পরিণতি জীবন্মুক্ত পুরুষে। বস্তুতঃ মুক্ত জীবের কারণ দেহ সমষ্টি লইয়াই ঈশ্বরের কারণ শরীর। তাঁহারা প্রত্যেকে যেন ভগবানের কারণ শরীরের এক একটা কোষাণু (Cell)। যেমন স্থূল দেহের কেন্দ্র হৃদয় হইতে নানাদিকে প্রবাহিত ধমনী সমূহ দিয়া জীব-শরীরে রক্ত সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ বিশ্ব দেহের কেন্দ্র স্বরূপ ভগবান্ হইতে ধমনী-স্থানীয় মুক্ত পুরুষগণের কারণ দেহ সহযোগে জগন্ময় তাঁহার করুণারাশি বিতরিত হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষ ভগবানে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার যাহা কিছু আছে সমস্তই ভগবানে নিবেদন করেন। তাহার ফল এইরূপ হয় যে, যেমন সুস্থ স্থূল দেহের প্রত্যেক কোষাণু নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্থূল দেহের পুষ্টি ও পরিণতির জন্য আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ প্রত্যেক জীবন্মুক্ত পুরুষ নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া এবং জগদ্ব্যাপার কার্য্যে আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ মিশাইয়া দিয়া ভগবানের প্রতিভূ স্বরূপ পৃথিবীতে বিচরণ করেন। তাঁহারাই ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তাঁহাদের কারণ-শরীর সমষ্টিরূপ উপাধিযোগেই ঈশ্বরের কারণ দেহ।

ঈশ্বরকে 'সূত্রাত্মা' বলিবার বিশেষ সার্থকতা আছে। জীব-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিয়াছি যে, যে কোষাণুসমষ্টি লইয়া প্রাণি-দেহ গঠিত হয়—তা' সে প্রাণী মনুষ্য, পশু অথবা উদ্ভিদ্ হউক না কেন—সেই সকল কোষাণু পরস্পর অসংযুক্ত স্বতন্ত্র পৃথক্ থাকে না। কিন্তু অতি সূক্ষ্ম সূত্রাকার জীব-পঙ্ক (protoplasm)

দ্বারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সংযোজিত রহে।* এইরূপ ঈশ্বর সূত্রাত্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবকে পরস্পর সংযুক্ত রাখেন। কারণ সূক্ষ্মরূপে, অব্যক্ত মূর্ত্তিতে তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ সূক্ষ্মঃ। স পর্য্যগাৎ শুক্রমকায়মব্রণম্।—ঈশ, ৮

'সেই অকায় অব্রণ শুদ্ধ (ব্রহ্ম) সমস্তে প্রবেশ করিলেন।'

গীতাতেও ভগবান্ বহুবার বলিয়াছেন,—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদ্ অব্যক্তমূর্ত্তিনা।

'অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি।' জগতের মধ্যে তিনি ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত আছেন।

* But the very important discovery made within the last few years that all the living cells of every even vegetable organism are intimately united by means of very minute threads of protoplasm (the vehicle of life) passing through the cell walls * * The cells of a plant no longer discrete and separated by a dead unorganised cell-wall but united by the basic substance of life,

How typical all this is of that larger organism of humanity—each man thereof a separate unit gleaning from the environment of his earthly experience just that material which is suited to his own life and growth. But for what purpose ? In order that he may therefrom contribute to the wider life, the vaster organism of humanity at large. * * The theosophical teaching that the finest thread of spirtual 'life substance' unites men in the world ever into one great brotherhood. The Buddhic nature inherent in each one of us, destroys individual separateness and invisible and unrecognisable tho' it be for the majority like the subtle protoplasmic substance passing from cell to cell, is like the latter the binding life and soul of the whole human family.—Theosophical Review vol 25 p. 191.

c. f. Light on the Path, Rules 15 and 16, of Part I.

এতক্ষণ আমারা ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের কথা বলিলাম। কিন্তু যিনি সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিনায়ক, যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর—তাঁহার সম্বন্ধে কি? যেমন জীব-সমষ্টি লইয়া ঈশ্বরের দেহ, সেইরূপ ঈশ্বর সমষ্টি লইয়া মহেশ্বরের দেহ। যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে জীব কোষাণু স্থানীয়, সেইরূপ মহেশ্বর সম্বন্ধে ঈশ্বর কোষাণু স্থানীয়। ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধে পরমাণুর যে স্থান, ব্রহ্মাণ্ড-সমষ্টি যে মহাবিশ্ব (মহেশ্বরের যাহা লীলাক্ষেত্র)—তাহার সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডের সেই স্থান। কারণ, মহেশ্বররূপ অসীম সমুদ্রে ঈশ্বরগণ—ব্রহ্মা-সকল, বুদ্‌বুদ স্থানীয়। সেই জন্য ভক্ত কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছিলেন,—

> কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা।
> তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত সাগর লহরী সমানা॥

সাগরের বক্ষে অনন্ত লহরী ভাসিতেছে, হাসিতেছে আবার বিলীন হইতেছে। ব্রহ্ম-সাগরেও সেইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মা জন্মিতেছে, কয়ে কয়ে লীলা করিতেছে, পরে বিলীন হইতেছে। সেই জন্য রূপকের ভাষায় বলা হইয়াছে যে, মহাবিষ্ণুর নাভি কমল হইতে সহস্র সহস্র নাল উদ্ভূত হয়—প্রত্যেক নালে এক একটী সৃষ্টিপদ্ম এবং প্রত্যেক পদ্মে এক একজন পদ্মযোনি ব্রহ্মা। এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য পুরাণকার একটী সুন্দর গল্প রচনা করিয়াছেন। তাহা এই,—

এক দিন আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা কোন কার্য্যোপলক্ষে মহাবিষ্ণুর সদনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমাদের ব্রহ্মার ধারণা ছিল যে, তিনি ভিন্ন আর সৃষ্টিকর্ত্তা নাই—আর এই ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া আর ব্রহ্মাণ্ড নাই। তাঁহার এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য মহাবিষ্ণু এক মায়াজাল বিস্তার করিলেন। ব্রহ্মা যখন বৈকুণ্ঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন, দ্বারী

এক পঞ্চমুখ গণেশ। ইহাতে ব্রহ্মা কিছু বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এ আবার কি? আমার সৃষ্ট গণেশের ত এক মুখ। এ গণেশ কোথা হইতে আসিল?' পরে বিস্ময়ের ভাব সংবরণ করিয়া দ্বারী গণেশকে বলিলেন, 'আমি ব্রহ্মা; ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী'। গণেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা? ভগবানের কাছে কাঁহার নাম বলিব?'। ব্রহ্মার বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি বলিলেন—'কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা? ব্রহ্মাণ্ড ত এক এবং আমিই ত তাহার স্রষ্টা। ভূরাদি সপ্তলোক ত আমারই সৃষ্ট।' গণেশ বলিলেন, 'বুঝিয়াছি। আপনি পৃথিবী-ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা। আচ্ছা সংবাদ দিতেছি।' পরে সংবাদ দিয়া ব্রহ্মাকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। ভিতরে গিয়া ব্রহ্মা যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। দেখিলেন, কারণার্ণবে একটী অনন্ত-দল কমল ফুটিয়া আছে, আর সেই কমলের প্রতিদলে এক একটী পরমরূপসী কন্যা অধিষ্ঠিত হইয়া এক একটী ক্রীড়া-গোলক লইয়া খেলা করিতেছে। ব্রহ্মা সেই কমলের দলের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিলেন,—পারিলেন না। কারণ সে কমল অনন্তদল। ব্রহ্মা বিমোহিত হইয়া মুগ্ধনেত্রে সেই কন্যাগণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কত যুগ বহিয়া গেল; ব্রহ্মার সে জ্ঞান নাই। সহসা একটী কন্যার ক্রীড়া-গোলকটি চূর্ণ হইয়া গেল। সে কন্যা করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা তাহার আর্ত্তনাদে বিগলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা তুমি কাঁদ কেন? একটী গোলা ভাঙ্গিয়াছে, তাহার জন্য ভাবনা কি? আমি ব্রহ্মা। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা। এখনই তোমাকে এরূপ কত গোলা সৃষ্টি করিয়া দিতেছি।' কন্যা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা

তাহাকে ভুলাইবার জন্ত নানামতে একটী ক্রীড়া-গোলক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। কিছুতেই সে গোলক নির্ম্মাণ করিতে পারিলেন না। তখন স্তম্ভিত হইয়া বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। পঞ্চমুখ গণেশ এতক্ষণ ব্রহ্মার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন। তিনি ব্রহ্মার মোহ দূর করিবার জন্ত তাঁহাকে প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—'এই কারণার্ণবশায়ী অনন্তদল কমল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপক স্বরূপ। ইহার এক একটী দলে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড। এক একটী ব্রহ্মা এক একটী ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি সৃষ্টির বিকাশকালে ব্রহ্মাণ্ডরূপ ক্রীড়া-গোলক লইয়া খেলা করেন। প্রলয়ের সময় ঐ গোলক চূর্ণ হইয়া যায়। অদ্য আপনি একটী ব্রহ্মাণ্ডের ঐরূপ প্রলয় প্রত্যক্ষ করিলেন। আপনার সাধ্য কি আপনি ঐ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। প্রলয় রাত্রির অবসানে ঐ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উহা আবার সৃষ্ট হইবে। সৃষ্টির সীমা নাই। জগৎ অসীম; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—কমলের অনন্ত দল।'

ভাগবতেও দেখা যায় যে, ব্রহ্মা মহাবিষ্ণু মহেশ্বরের স্তুতি করিয়া বলিতেছেন :—

> কাহং তমোমহদহং খচরাগ্নি বার্ভূ সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
> তাদৃগ্‌বিধা অগণিতাঃ পরমাণুচর্য্যা বাতাধ্বরোম বিবরস্ত চ তে মহিত্বম্॥
>
> —ভাগবত ১০।

ব্রহ্মা মহেশ্বরকে বলিতেছেন,—

'ক্ষুদ্র আমি কোথায়? আর পরম মহান্ তুমি কোথায়? ক্ষিত্যাদি সপ্ততত্ত্ব গঠিত একটী ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর। আর তোমার শরীরের রোমকূপে এমন অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করিতেছে এবং নির্গত হইতেছে,

।াতায়ন পথে যেমন পরমাণু সকল প্রবেশ করে এবং নির্গত হয়।' বিন্দুর কখন সিন্ধুর সহিত তুলনা হয়? অণুর কখন মহানের সহিত তুলনা হয়? ব্যষ্টির কখন সমষ্টির সহিত তুলনা হয়?

ষোড়শ অধ্যায়।

প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি।

উপনিষদে ব্রহ্মকে 'প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি' বলা হইয়াছে। এ কথার অর্থ কি?

প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ।—শ্বেত, ৬।১৬

'ব্রহ্ম প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞপতি, তিনি গুণাধীশ।' ভাগবত এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তাঁহাকে 'প্রধানপুরুষেশ্বর' বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, প্রধান=প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ=পুরুষ। ব্রহ্মকে 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি' বলিলে এই বুঝাইল, যে সাংখ্যেরা জগতের বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃতি পুরুষ রূপ যে মহাদ্বৈতে উপনীত হইয়াছেন—যাহাকে তাঁহারা বিশ্লেষণের চরম সীমা মনে করেন—ব্রহ্ম সেই চরম দ্বৈতের, সেই অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতি পুরুষের ঐক্য-সমন্বয়।

বিজ্ঞানের সাহায্যে এ তত্ত্ব কতকটা বিশদ হইতে পারে। এই যে বিশাল বিশ্ব প্রতিক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে, যাহার বিবিধ বৈচিত্র্যে আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছি, যদি আমরা ধীর ভাবে তাহার বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করি, তবে দেখিব যে, সেই জগৎ স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই কোটিতে ভাগ করা যায়। স্থাবর=Inorganic; জঙ্গম=organic। সাগর ভূধর নদী আকাশ জল স্থল অন্তরিক্ষ ধাতু শিলা ক্ষিতি বাষ্প—এ সমস্তই স্থাবরের অন্তর্গত। আর বৃক্ষ লতা গুল্ম পশু পক্ষী কীট সরীসৃপ মানুষ—এ সমস্তই জঙ্গমের অন্তর্গত। বিজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, যে কিছু স্থাবর পদার্থ আছে যদি তাহার বিশ্লেষণ

করা যায়, তবে আমরা ৭০টী মূলভূতে (elements) উপনীত হইব। আর যে কোন জঙ্গমেরই বিশ্লেষণ করি না কেন, আমরা দেখিতে পাইব যে, তাহার শরীর কোষাণুর (cell) দ্বারা গঠিত। এ কোষাণুকে আবার বশ্লেষণ করিলে আমরা ঐ ৭০টী মূলভূতের মধ্যে কয়েকটী মূলভূতেরই সাক্ষাৎ পাইব। অতএব পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের মতে এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় জড় জগৎ ঐ ৭০টী মূল ভূত—(হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, গন্ধক, কারবন প্রভৃতির) সংযোগ ও সংহননে রচিত। অনেকদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্ত মূলভূতের পরমাণুকে পরস্পর স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন। তাঁহারা বলিতেন যে, স্বর্ণের পরমাণু চির দিন স্বর্ণের পরমাণু আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পূর্ব্বাপর একটা আশাকল্পনা ছিল যে, ঐ ৭০টি মূলভূত হয়ত এক অদ্বিতীয় উপাদানে গঠিত, তাহারা হয়ত এক চরম ভূতের পরিণাম মাত্র। * মনীষী সার উইলিয়ম ক্রুক্স এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেন। তিনিই প্রথম প্রতিপাদন করেন যে, রসায়নোক্ত ঐ ৭০টী মূলভূত বস্তুতঃ মূলভূত নহে, তাহারা প্রোটাইল (protyle) নামক এক চরম ভূতের বিকার মাত্র। এই প্রোটাইলই জগতের নির্ব্বিশেষ (homogeneous) চরম উপাদান—ইহারই সংযোগ সংহননে এই বিচিত্র বিশ্ব। তিনি আরও প্রতিপন্ন করেন যে, বৈজ্ঞানিক যাহাকে নিত্য অখণ্ড পরমাণু মনে করিতেন, তাহা নিত্যও নহে, অখণ্ডও নহে। তাহারা পরস্পর স্বতন্ত্র নহে;

---

* It is the dream of science that all the recognised chemical elements will one day be found to be modifications of a single material element.—World Life p. 48.

কিন্তু যেমন এক রাশি ইষ্টককে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সজ্জিত করিলে নানা জাতীয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা যায়, সেইরূপ সেই প্রোটাইলরূপ মূল পরমাণুর সংহনন-ভেদে রাসায়নিকের ৭০টী বিভিন্ন পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রুক্সের এই মত একণে বৈজ্ঞানিক-সমাজে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। *

এই প্রোটাইলই আমাদের পরিচিত প্রকৃতি। সাংখ্যেরা ইহাকে জগতের অদ্বিতীয় উপাদান, অমূল মূল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

প্রকৃতেঃ সর্ব্বোপাদানতা। মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলং।—সাংখ্য-সূত্র

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, প্রকৃতির (matter) হ্রাস বৃদ্ধি নাই, উপচয় অপচয় নাই—কেবল রূপান্তর হয় মাত্র।

সাংখ্যেরাও বলিয়াছেন,—

নাসদ্ উৎপদ্যতে ন সদ্ বিনশ্যতি।—সাংখ্য-সূত্র

---

* এ সম্বন্ধে বিস্তার না করিয়া কয়েকজন মাত্র বৈজ্ঞানিকের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity vaguely designated by the word "Ether" * * All matter then is merely whirling Ether. Crooke's chemistry admits that the primary constituents of all matter, of all atoms, are identical in their nature and issue from one single basis called Protyle, their difference of form and appearance, in molecules and compound bodies being only the result of a difference in distribution or position.—Dr. Marques's Scientific corroborations, p. 11

'অসতের ভাব হয় না, সতের অভাব হয় না।' অতএব, প্রধান বা প্রকৃতিকে জগতের চরম উপাদান বলা অসঙ্গত নহে।

কিন্তু প্রকৃতি ছাড়া জগতে আর একটী বস্তু আছে—বিজ্ঞান তাহার নাম দিয়াছেন Force (শক্তি), Energy বা Power।

প্রথম দৃষ্টিতে শক্তির বিবিধ বৈচিত্র্যে আমরা বিমোহিত হই; আমরা মনে করি, শক্তির অনন্ত ভেদ। কিন্তু ধীর ভাবে জাগতিক শক্তি-পুঞ্জের বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভৌতিক শক্তির যতই বৈচিত্র্য হউক না কেন, তাহারা ছয়টী মাত্র বিভাগের অন্তর্গত—গতি, তাপ, আলোক, তাড়িত, চৌম্বুক শক্তি, এবং রসায়ন শক্তি অর্থাৎ Motion, Heat, Light, Electricity, Magnetism and Chemical Affinity। ইহা ছাড়া আর দুইটী শক্তি আছে—প্রাণ-শক্তি (Vital force) এবং জীব-শক্তি (Psychic force)। অতএব শক্তির এই আট ভেদ।

বিজ্ঞান অনেকদিন অবধি বিশ্বাস করিতেন যে, এই অষ্টবিধ শক্তি পরস্পর বিভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহারা যে এক মহাশক্তিরই ভাবান্তর, এ তত্ত্ব তাঁহাদের পরিজ্ঞাত ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সার উইলিয়ম গ্রোভ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত ষড়্‌বিধ ভৌতিক শক্তিকে পরস্পর রূপান্তরিত করা যায়—অর্থাৎ তাড়িত হইতে তাপ, আলোক, চৌম্বুক শক্তি উৎপন্ন করা যায়, আবার তাপ আলোক প্রভৃতিকে তাড়িতে রূপান্তরিত করা যায়। এই প্রক্রিয়ার তিনি নামকরণ করেন—শক্তির সমাবর্ত্তন (correlation of physical forces)। * হেলমহোল্‌টস (Helmholts) এবং মায়র

---

* The principle that any one of the various forms of physical force may be converted into one or more of the other forms.

(Myer) এই তত্ত্ব আরও বিশদ করেন। পরিশেষে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসার এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, শুধু ভৌতিক শক্তিই নহে—প্রাণশক্তি এবং জীবশক্তিও ঐ সমাবর্ত্তন বিধির অন্তর্ভুক্ত। সকল জাতীয় শক্তিই অন্য জাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। শক্তির বস্তুতঃ হ্রাস বৃদ্ধি নাই, উৎপত্তি বিনাশ নাই, উপচয় অপচয় নাই; শুধু আছে আবির্ভাব তিরোভাব, শুধু আছে রূপান্তর ও ভাবান্তর। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই তত্ত্বকে conservation of energy বলে।* হারবার্ট স্পেনসর ইহার নাম দিয়াছেন—Persistence of force। তিনি বলেন কোন অজ্ঞের অচিন্ত্য power আছে—যাহা রূপান্তরিত হয়, কিন্তু বিনষ্ট হয় না।

---

* Each force is transformable directly or indirectly into the others. They differ from each other chiefly in the character of the motion involved in the phenomena.—Dolbear.

Similarly with Force; modern Science has made the magnificent generalisation that all the forces that we know are modifications of one Force and are identical in their essential nature; that, heat and light and all the various forces around us, Electricity, Magnetism and the rest—that all these are but vibrations of varying lengths and activities in a subtle medium, and that they may be transmuted the one into the other. They are not fundamentally different, but one and the same in their root.—Life and Form p. 33.

অর্থাৎ যেমন সমস্ত রাগ রাগিণী সপ্তস্বরের বিকার মাত্র, যেমন সমস্ত পদবাক্য পঞ্চাশৎ বর্ণের সমন্বয় মাত্র, সেইরূপ আমরা দেখিলাম যে, সমস্ত শক্তিপুঞ্জ প্রথমতঃ অষ্ট মূল শক্তিতে সংকুচিত হইল; পরে আমরা দেখিলাম যে, সেই অষ্টশক্তি আবার এক মহাশক্তিরই রূপান্তর বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

এই মহাশক্তি কি জড় না চিন্ময়? জগৎ কি অন্ধ জড়শক্তির খেলা না চিন্ময়ের বিলাস?

জগৎ জড়শক্তির খেলা হইলে, শঙ্করের ভাষায় 'জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত'। সুখের বিষয়, পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড়ে আমরা যে শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাই, তাহা জীব শক্তিরই রূপান্তর। সেইজন্য তাঁহারা এ শক্তিকে এখন force না বলিয়া Power বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।*

প্রাকৃতিক জগতে যাহা জড়শক্তির ব্যাপার বলিয়া মনে হয়, তাহা যে বাস্তবিক সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মহেশ্বরেরই বিলাস, গীতা এ কথা স্পষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন। গীতা বলিয়াছেন,—

> যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলং।
> যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥—১৫।১২

---

* The power which manifests itself in consciousness is but a differently conditioned form of the power which manifests itself beyond consciousness,—Herbert Spencer's Ecclesiastical Institutions p, 838.

The power which manifests throughhout the universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness.—Ibid p. 839.

'আদিত্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ আলোকরূপে দীপ্তি পায় তাহা তাঁহারই তেজ ।'

তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।—গীতা, ৭।৯

'অগ্নিতে উত্তাপরূপে যে শক্তি প্রকাশ পায় সে তাঁহারই ।'

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।—গীতা, ১৫।১৩

'পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণরূপে যে শক্তি অভিব্যক্ত হয় তাহা তাঁহারই ।' তিনিই

"জীবনং সর্ব্বভূতেষু ।"—গীতা, ৭।৯

'সমস্ত জীবে প্রাণশক্তি ।'

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।—গীতা, ১৫।১৪

'তিনিই বৈশ্বানররূপে প্রাণীর দেহে অবস্থিত ।'

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

'সমস্ত ক্ষেত্রে তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজিত ।'

সাংখ্যেরা এই শক্তিকে পুরুষ বলিয়াছেন । আমরা দেখিয়াছি, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ ইঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন । পাশ্চাত্য দর্শনের Monad এই ক্ষেত্রজ্ঞেরই অনুরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের অপর নাম জীব । ক্ষেত্রজ্ঞ বলিলে সাধারণতঃ মনুষ্য-জীব মনে হয় । কিন্তু সে ধারণা ঠিক নহে । স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু মূর্ত্ত পদার্থ আছে, সকলেই ক্ষেত্রজ্ঞ বিরাজিত আছেন । মনুষ্য পশু উদ্ভিদ ও স্থাবর—কেহই ক্ষেত্রজ্ঞ-বিযুক্ত নহে । সেইজন্য 'মোনেড'-বাদীরা Mineral Monad, Vegetable Monad, Animal Monad ও Human Monad—এইরূপ ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন । গীতা পাঠেও জানিতে পারি,—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্‌ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ তদ্‌ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ।—গীতা, ১৩।২৬

'স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের সংযোগজনিত জানিবে। স্থাবর = Mineral আর জঙ্গমের তিন ভেদ,—উদ্ভিদ্ (Vegetable), পশু (Animal) ও মনুষ্য (Human)। জড়বাদীরা স্থাবরকে অচেতন জড় মনে করেন। স্থাবর কিন্তু বস্তুতঃ জড় নহে। স্থাবরের দেহ জড় বটে কিন্তু অন্তরে পুরুষ বিরাজমান। আর ক্ষেত্রজ্ঞ অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়াই স্থাবরে আকর্ষণ বিকর্ষণ প্রভৃতির ক্রীড়া দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা ইদানীং বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, স্থাবর (ধাতু প্রভৃতি) যেন শ্রান্তি ক্লান্তি অনুভব করে। তাঁহারা বলেন, "It gets tired"—স্থাবর অবসন্ন হয়; আবার বিশ্রাম লাভ করিলে অবসাদ গিয়া সুস্থ হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সজীব স্নায়ু পেশী প্রভৃতি যেমন আহত হইলে সেই আঘাতের প্রতিঘাত হয়, সেইরূপ কোন ধাতু পদার্থে আঘাত করিলে তাহারও প্রতিঘাত হয়। উভয় স্থলেই যে কেবল প্রতিঘাত হয় তাহা নহে, কিন্তু সেই ঘাত-প্রতিঘাতের প্রকার ও প্রণালীও একরূপই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—কি স্থাবর কি জঙ্গম উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রজ্ঞ অধিষ্ঠিত আছেন।

---

* One of the newest points of interest in recent science is the remarkable parallelism, which Prof. J. C. Bose of the Calcutta Presidency College has demonstrated to exist, between the response to electrical and mechanical stimulus on the part of living nerve and muscle and the response of metals. If you pinch or strike a bit of muscle, it changes its volume and an electric current is excited in it. This has long been known; but Prof. Bose has now proved that if you strike or pinch a metal rod, an electric current is set up in the metal also, and what is more, the entire character of this electric response is identical for both muscle and metal.—Science Notes in the Central Hindu College Magazine.

যেখানেই ঘাতের প্রতিঘাত, যেখানেই বচনের প্রতিবচন, সেখানেই বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতিতে পুরুষ মিলিত হইয়াছেন। প্রকৃতি জড়, পুরুষ চেতন—এই জড় চৈতন্যের মিশ্রণে জগতের উৎপত্তি। যেখানেই প্রকৃতি সেখানেই পুরুষ—যেখানেই Matter সেখানেই force। সেই জন্য পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন,—No matter without force—no force without matter. Matter and force are co-existent and inseparable; যেখানেই জড সেখানেই শক্তি, যেখানেই শক্তি সেইখানেই জড়; জড় ও শক্তি পরস্পরের নিত্য অভিন্ন সহচর এই যে শক্তি—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের force—ইহা বস্তুতঃ ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকাশ মাত্র। শক্তি পুরুষেরই শক্তি, প্রকৃতির নহে। আর শক্তি ও শক্তিমানে কোন প্রভেদ নাই। 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ'।

অতএব দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিকের matter ও force এবং দার্শনিকের প্রকৃতি ও পুরুষ একই মহাদ্বৈতকে লক্ষ্য করিতেছে। এই দ্বৈতকে একত্বে সমন্বিত করা যায় কি না?

এ বিষয়ে ব্রহ্মবিদ্যার মীমাংসা কি? ব্রহ্মবিদ্যা বলেন যে, ঐ যে মহাদ্বৈত প্রকৃতি পুরুষ অথবা প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ,—উহারা ভগবানেরই বিভাব মাত্র। প্রহ্লাদ বিষ্ণুর স্তব করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

'যতঃ প্রধানপুরুষৌ'—'যাঁহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ, তাঁহাকে নমস্কার করি।' শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতি। আর—

ক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানৌ ঈশতে দেব একঃ।*—শ্বেত ১।১০

* স ঈশ্বরঃ ক্ষরাত্মানৌ প্রকৃতিপুরুষৌ ঈশতে ঈষ্টে দেব একঃ চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা।—শঙ্কর।

'এক অদ্বিতীয় দেব (শ্রীভগবান্) ক্ষর ও অক্ষর (প্রধান,ও জীব)—উভয়কেই শাসন করেন।'

গীতাতে ভগবান্ নিজের পরা ও অপরা প্রকৃতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়।—৭।৬

'সমস্ত ভূত এতদ্ উভয় হইতে উৎপন্ন।' এই অপরা প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত প্রধান ; এবং পরা প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ।

অপরেয়ম্ ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।—গীতা, ৭।৫

'এই অপরা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন আমার পরা প্রকৃতি—যে প্রকৃতি জীবরূপী এবং যদ্দ্বারা এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে।' পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জীবভূতা পরা প্রকৃতি মনুষ্য মধ্যে সীমাবদ্ধ নহেন—ইনি স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বত্র monadরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।

গীতার অন্যত্র এই উভয় প্রকৃতিকে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।—১৫।১৬

'জগতে ক্ষর অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষ দৃষ্ট হয়। ক্ষর পুরুষ সমস্ত-ভূত, (অর্থাৎ যাহা কিছু মূর্ত্ত, যাহারই মূর্ত্তি আছে তাহাই ক্ষর); আর যিনি কূটস্থ (ক্ষেত্রজ্ঞ) তিনিই অক্ষর পুরুষ।' কিন্তু ভগবান্ অক্ষর ও ক্ষর উভয়ের অতীত—তিনি পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন, তিনি পুরুষোত্তম।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।—গীতা, ১৫।১৮

'আমি (ভগবান্) ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতে উত্তম; সেইজন্য লোকে ও বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে।'

এই প্রকৃতি পুরুষকে উপনিষদ্ নানাস্থানে নানাসংজ্ঞায় পরিচিত করিয়াছেন। কোথাও ইহাদিগের নাম দিয়াছেন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, কোথাও মূলপ্রকৃতি-প্রত্যগাত্মা; কোথাও অন্ন-অন্নাদ; কোথাও স্বধা ও প্রযতি; কোথাও রয়ি ও প্রাণ; আবার কোথাও অপ্ ও মাতরিশ্বা। কিন্তু যেখানেই যে ভাবে উল্লেখ থাকুক, উপনিষদ্ কোথাও এ উভয়কে চরম তত্ত্ব বলিয়া খ্যাপন করেন নাই।

প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ * * স মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি। এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি।—প্রশ্ন ১।৪

'প্রজাপতি প্রজা কামনা করিয়া 'রয়ি ও প্রাণ' এই যুগ্ম উৎপাদন করিলেন; ইহারাই আমার নিমিত্ত, বহুবিধ প্রজা উৎপন্ন করিবে।'

এতাবদ্ বা ইদং সর্ব্বং। অন্নং চৈব অন্নাদশ্চ।—বৃহ ১।৪।৩

'ইহাই এই সমস্ত—অন্ন ও অন্নাদ'—অর্থাৎ অন্ন ও অন্নাদ এই উভয় মিলিয়া সমস্ত জগৎ।

তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি।—ঈশ ৪

'মাতরিশ্বা (প্রাণ) তাঁহাতে (ব্রহ্মে) অপ্ নিহিত করেন।'

অপ্ = কারণার্ণব = অব্যক্ত প্রকৃতি (অপ এব সসর্জ্জাদৌ -মনু)। মাতরিশ্বা * = প্রাণ = পুরুষ।

প্রলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ মহেশ্বরে বিলীন হয়।

---

* মাতরি (matterএ) শ্বসিতি (moves) = মাতরিশ্বা। মাতর্ প্রকৃতির একটী সংজ্ঞা। খৃষ্টানদের Virgin Mother। তাঁহারাও বলেন Holy Ghost moving on the face of the Waters

এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন,—

প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি।—বিষ্ণু, ৬।৪।৩৮

'ব্যক্ত ও অব্যক্ত-স্বরূপা প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়েই পরমাত্মাতে বিলীন হন।'

অন্যত্র উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

অক্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেবে একীভবতি।

'অক্ষর তমসে লীন হয়। তমঃ পরমাত্মায় একীভূত হয়।' তমঃ প্রকৃতির একটী পারিভাষিক নাম।*

প্রলয়ে প্রকৃতি পুরুষ মহেশ্বরে বিলীন হয়—ইহাই উপনিষদের উপদেশ। সেই জন্য মহেশ্বরের একটী সার্থক নাম নারায়ণ। নারের অয়ন (আশ্রয়)=নারায়ণ। নার অর্থে কারণার্ণব (প্রকৃতি), (আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ—মনু); এবং নার অর্থে নরের (ক্ষেত্রজ্ঞের) সমূহ। মহেশ্বর প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ—উভয়েরই নিধান।

আমরা দেখিয়াছি যে, বিজ্ঞানের মতে matter ও force—প্রকৃতি এবং পুরুষ সমবায়-সম্বন্ধে জড়িত—যেখানেই প্রকৃতি, সেই খানেই পুরুষ, যেখানেই পুরুষ সেইখানেই প্রকৃতি। গীতাও বলিয়াছেন যে, স্থাবর জঙ্গম—সমস্ত পদার্থেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযুক্ত হইয়া বিরাজিত। উপনিষদ্ও এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন :—

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।—শ্বেত ১।৮
সংযুক্তম্ =পরস্পরসংযুক্তমুভয়ম্—শঙ্কর।

'এই ক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি ও পুরুষ), ব্যক্ত ও অব্যক্ত—উভয়ে পরস্পর সংযুক্ত। ঈশ্বরই তাহাদের ভরণ করেন।' কারণ তাহারা

---

*তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে—ঋগ্বেদ। আসীদিদং তমোভূতম্।—মনু

স্বতন্ত্র নহে,—ঈশ্বর পরতন্ত্র। সেই জন্ত পুরাণের ভাষায় মহেশ্বর অর্দ্ধনারীশ্বর—তিনি এক অঙ্গে হর, অপর অঙ্গে গৌরী; প্রকৃতিপুরুষের, হরগৌরীর নিত্য মিলন—তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাই। রূপকের ভাষায় এই তত্ত্ব বিবৃত করিয়া ঋগ্‌বেদের ঋষি 'নাসৎ সূক্তে' বলিয়াছেন,—

রেতোধা আস মহিমানআস স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ।

ইহার সহিত গীতার নিম্নোক্ত বাক্য তুলনীয়।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্মমহদ্‌ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥—১৪।৪

ভগবান্‌ বলিতেছেন,—

'জগতে যে কিছু মূর্ত্ত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) তাহার যোনি এবং আমি তাহার বীজপ্রদ (রেতোধাঃ) পিতা।'

মনুসংহিতার ঋষি বলিয়াছেন,—

অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাকিরৎ।

'(মহেশ্বর) আদিতে অপ্‌ (প্রকৃতি) সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বীজ আধান করিলেন' অর্থাৎ জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এই প্রকৃতি ও পুরুষ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ইহারা তাঁহারই প্রকার বা বিধা মাত্র—তাঁহারই modes of manifestation। সেই জন্ত গীতা ইহাদিগকে ভগবানের 'প্রকৃতি' বলিয়াছেন—জড়বর্গ তাঁহার অপরা প্রকৃতি এবং জীববর্গ তাঁহার পরা প্রকৃতি। প্রলয়ের সময় এই প্রকৃতি পুরুষ ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়, তখন থাকেন কেবল তিনিই।

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ।—ঐত ১।১

সেই একাকার অবস্থায়, যখন প্রকৃতি পুরুষ মহেশ্বরে অদর্শন হইয়া যায়, তখন তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। পুরাণের ভাষায় এই অবস্থাকে

মহেশ্বরের যোগ-নিদ্রা বলে। প্রকৃতি ও পুরুষ—ভগবানের এই দুই বিপরীত প্রকৃতি, তখন মহেশ্বরে যুক্ত লইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরে প্রলয়ের অবসানে মহেশ্বর প্রবুদ্ধ হইলে তাঁহার সিসৃক্ষা হয়।

একোঽহং বহুঃস্যাম্।

'এক আমি বহু হইব।' এই সিসৃক্ষা হইলে প্রকৃতি পুরুষের যোগ ভগ্ন হইয়া—

যা পরাপরসংভিন্না প্রকৃতিস্তে সিসৃক্ষয়া।

পরা ও অপরা প্রকৃতির আবির্ভাব হয়। যেমন লৌহে চৌম্বক শক্তির positive ও negative ভেদ যোগ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে; কিন্তু সেই লৌহ তাড়িত প্রবাহের বৃত্তের মধ্যে আসিলে, সুপ্ত চৌম্বক শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া positive ও negative ভেদে ভিন্ন হয়; সেইরূপ মহেশ্বরে সৃষ্টির প্রবৃত্তি প্রস্তুত হইলে তাঁহার যোগ-নিদ্রা ভগ্ন হইয়া অপরা প্রকৃতি (প্রধান) ও পরা প্রকৃতি (ক্ষেত্রজ্ঞের) আবির্ভাব হয়। কারণ, তিনি প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি—প্রকৃতি পুরুষ তাঁহার বিধা বা প্রকার মাত্র।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ নিম্নোক্ত বাক্যে—

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং এবং সোম্য স আদেশঃ।—৬।১।৪

'যেমন একমাত্র মৃৎপিণ্ড জানিলেই সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থকে জানা যায়, কারণ বাক্যের যোজনা, বিকার, নামের প্রভেদ মাত্র—মৃত্তিকা ইহাই সত্য। ব্রহ্মবিষয়েও সেইরূপ উপদেশ।'

এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ নিম্নোক্ত বাক্যে—

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীত ইত্যাদি।—বৃহ ৪।৫।৮

'যেমন দুন্দুভি বাদিত হইলে বাহ্যশব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি গৃহীত হইলে দুন্দুভির শব্দও গৃহীত হয়, ইহাও সেইরূপ।'

—এই তত্ত্বেরই উপদেশ দিয়াছেন। উভয় শ্রুতিরই লক্ষ্য এই যে, জগতে যে কিছু বিষয় বা ব্যাপার আছে (তাহারা হয় প্রকৃতি নয় পুরুষ, হয় প্রধান নয় ক্ষেত্রজ্ঞ—এই উভয়ের এক কোটিতে পড়িবেই পড়িবে) সে সমস্তই ব্রহ্মের প্রকার বা বিধা মাত্র। কারণ, তিনি প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতি।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য।
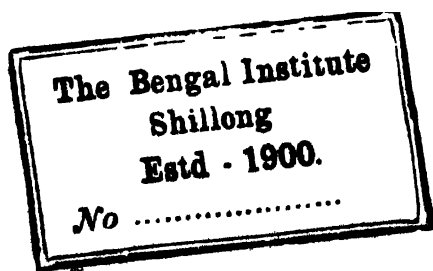
ভগবানের দুই ভাব—ঈশ ভাব, ঐশ্বর্য্য এবং মধুর ভাব, মাধুর্য্য। তাঁহার যে ঈশভাব (ঐশ্বর্য্য), উপনিষদে প্রধানতঃ তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। 'মহেশ্বর,' 'অন্তর্যামী', 'বিরাট্‌পুরুষ', 'বিশ্বাতিগ' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা এ ভাবের যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। ভগবানের যে মধুর-ভাব, প্রাচীন উপনিষদে তাহার ইঙ্গিত মাত্র আছে; উপনিষদের ঋষিরা তাহাকে আকার দিয়া সজীব করেন নাই। 'বিধাতা' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা এই মধুর ভাবের কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি রসস্বরূপ—

> রসো বৈ সঃ।—তৈত্তিরীয়, ২।৭

তিনি 'সংযদ্‌ বাম', তিনি 'বামনী'—

> এতং সংযদ্‌ বাম ইত্যাচক্ষতে * * এষ উ এব বামনী।—ছান্দোগ্য।

'তাঁহাকে 'সংযদ্‌ বাম' (refuge of love) বলা হয়। তিনি বামনী (lord of love)।' একভাবে মুক্তি তাঁহারই প্রসাদলভ্য।

> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
> তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্‌।—কঠ ১।২।১০

'যাহাকে তিনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে পায়। তাঁহার নিকট পরমাত্মা নিজ তনু বিবৃত করেন।'

> তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকঃ
> ধাতুঃ প্রসাদাৎ মহিমানমাত্মনঃ।—কঠ ১।২।২০, শ্বেত ৩।২০

'ধাতার্ প্রসাদে অক্রতু জীব তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া বীত-শোক হন।'

তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি।—শ্বেত ৪।১১

'সেই ঈশান বরদ ঈড্য (পূজ্য) দেবকে জানিলে জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।'

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্য॰।—শ্বেত ৪।২১

'হে রুদ্র। তোমার যে দক্ষিণ মুখ তদ্দ্বারা আমাকে রক্ষা কর।'

ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আলোচনা করিয়া আমি ১৩০৪ সালে 'পন্থা' নামক মাসিকপত্রে 'ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য' শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। উপনিষদের সহিত তাহার সম্পর্ক ঘনিষ্ট না হইলেও এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে সেই দুইটী প্রবন্ধ নিবদ্ধ করিলাম।

পরিশিষ্ট।

(১)

শ্রীভগবান্‌কে নানা জাতি নানা নামে অভিহিত করিয়াছে। য়ুহুদীরা তাঁহাকে জিহোবা বলে, গ্রীকেরা বলে জিয়ুস, রোমকেরা বলে জুপিটর, পার্সিকেরা বলে অহুরমস্‌দ, মুসলমানেরা বলে আল্লা। সকল নামেরই অল্প বিস্তর সার্থকতা আছে; কিন্তু ভারতবাসীরা শ্রীভগবান্‌কে যে নামে ডাকে, সে নামটী যেমন সার্থক, এমন সার্থক অন্য কোন নামই নহে। সে নামটী 'ঈশ্বর'। সকল নামই সেই গুণাতীতের কোন না কোন গুণের অভিধান করে; কিন্তু ঈশ্বর নামটী যেমন তাঁহার স্বরূপ-অভিধায়ক, এমন কোন নামই নহে। জিহোবা শব্দে ভগবানের সত্তা লক্ষিত হয়; জিয়ুস শব্দে তাঁহার অমরত্ব, জুপিটর শব্দে তাঁহার লোক-পিতৃত্ব, অহুরমস্‌দ শব্দে তাঁহার অপাপবিদ্ধত্ব এবং আল্লা শব্দে তাঁহার পূজনীয়ত্ব অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর শব্দে ভগবানের যাহা স্বরূপ,—সেই ঐশিত্ব, শক্তিমত্তা, প্রভুভাব প্রকটিত হয়। অতএব ভগবানের ঈশ্বর নামটীই বিশেষভাবে সার্থক।

এই যে শক্তিমত্তা প্রভুভাব, ইহাই ভগবানের ঐশ্বর্য্য। যে ভাবে তিনি অদৃষ্টের বিধাতা, পাপের শাস্তা, জগতের নিয়ন্তা, সাধুর পরিত্রাতা, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা—যে ভাবে তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়-কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্‌, সেই তাঁহার ঈশভাব, ঐশ্বর্য্য। গরুড়বাহন মহাবিষ্ণু এবং সিংহবাহিনী মহামায়া শ্রীভগবানের ঐ ঈশমূর্ত্তি। যে মূর্ত্তিতে তিনি কেশী-মথন মধুসূদন কৈটভমর্দ্দন অসুর-বিনাশন, যে মূর্ত্তিতে তিনি প্রলয়-

পয়োধিজলে বেদের উদ্ধারক, অতি বিপুল ক্ষিতির সংস্থাপক, ত্রিপাদ পরিমাণে ত্রিভুবনের আচ্ছাদক, সুবিশাল ক্ষত্রিয়-কাননের প্রচণ্ড পাবক, সেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি। যে মূর্ত্তিতে তিনি দশভুজে দশ প্রহরণ ধরিয়া পাপাসুরকে নিগড়িত নিপীড়িত বিধ্বস্ত করেন, রণাঙ্গনে ভৈরব তাণ্ডব করিয়া লেলিহান লোল রসনায় অরাতির উষ্ণ শোণিত শোষণ করেন বিন্ধ্যবাসিনী বিমোহিনীরূপে সিংহনাদে ভূতল গগন কাঁপাইয়া শুম্ভ নিশুম্ভ মথন করেন, সেই তাঁহার ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির উৎকৃষ্ট প্রকটন গীতার বিশ্বরূপাধ্যায়ে। শশী সূর্য্য যাঁহার নেত্রে, দীপ্তানল যাঁহার আননে, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে, যাঁহার অনন্ত বদন, অনন্ত দশন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ, যিনি বিশ্বরূপে জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়াছেন, সেই আদি-অন্ত-মধ্যহীন, 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ' মহামূর্ত্তি ভগবানের ঐশ্বর্য্যের চরম দৃষ্টান্ত।

দর্শন-শাস্ত্রে ভগবানের যে ভাব বিচারের বিষয়, সেও ঐ ঈশ্বর ভাব, ঐশ্বর্য্য। দর্শনে ভগবান্ সগুণ নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ। নির্গুণ ভাবে তিনি অজ্ঞেয়বাদীর অবাঙ্মনসগোচর পরমতত্ত্ব, বাক্যাতীত চিন্তাতীত জ্ঞানাতীত; উপনিষদের প্রতিপাদ্য সেই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম, যাঁহার স্বরূপ বর্ণনে মাত্র অভাববাচক 'নেতি নেতি' শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়; যাঁহার তটস্থলক্ষণে কেবল 'তজ্জলান্' * শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে—তাঁহা হইতে সৃষ্টি, তাঁহা দ্বারা স্থিতি, তাঁহাতেই লয়।

সগুণ ভাবে ভগবান্ সকল ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য, সকল জীবের উপাস্য। ইনিই পূর্ব্বোক্ত জিহোবা, জিয়ুস্, জুপিটর, অহুরমজ্‌দ, আল্লা। ইনিই হিন্দুর

* তজ্জলান্—তজ্জ তল্ল তদন অর্থাৎ তাহা হইতে জাত, তাহাতে লীন, তাহার দ্বারা জীবিত।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এক হইয়াও গুণ-ভেদে ত্রিধা বিভিন্ন, অথবা কর্ম্ম-ভেদে সংখ্যায় অনন্ত, তেত্রিশ কোটী। ইনিই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ভেদে ব্যষ্টির মহাসমষ্টিভাবে বেদান্তের প্রতিপাদিত বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও সূত্রাত্ম এবং যোগশাস্ত্রের উল্লিখিত যোগিধ্যানগম্য পুরুষ-বিশেষ।

ভগবানের এই ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা বা ধারণা করিয়া উঠা যায় না। প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক ব্যাপারে ঐ ঐশ্বর্য্য কতকটা উপলব্ধি করা যায়। বাত্যা-বিক্ষুব্ধ মহাসাগর, বনব্যাপী দাবানল, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, গগনভেদী বজ্রনির্ঘোষ,—এই সকল ঘটনায় ভগবানের ঐশ্বর্য্য ঈষৎ হৃদয়ঙ্গম হয়। অসীম আকাশে অসংখ্য চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারার অনন্তকাল সঞ্চরণে; অবিশেষ নীহারিকার বিবিধ বৈচিত্র্যময় সৌর জগতে বিবর্ত্তনে; জড় চেতন, ব্যক্ত অব্যক্ত, সাজ নিরজ, স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বত্র অলংঘ্য ক্রম-পরিণতি নিয়মের ব্যবস্থাপনে, ঐ ঐশ্বর্য্যের বিশেষ আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় বিশ্বময় ভগবানের বিভূতি পর্য্যালোচনা। গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান্ স্বয়ং তাহার প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক ভগবানের বিভূতির সীমা নাই। তবে বোধ সুগম করিবার জন্য ভাবিতে হয় যে,—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদ্ উর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

‘যাহা কিছু বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ও বলবৎ, তাহাই আমার অংশসম্ভূত বলিয়া জান করিবে।’

বোধ হয় ভগবানের ঐশ্বর্য্যের কিছু পরিচয় দিয়াছি; অতঃপর তাঁহার মাধুর্য্যের আলোচনা করিব।

ঐশ্বর্য্য ছাড়া ভগবানের আর একটা ভাব আছে, সেটা তাঁহার মধুর ভাব, মাধুর্য্য। ঐশ্বর্য্যে যেমন নিয়মের কঠোরতা, মাধুর্য্যে তেমনি করুণার

কোমলতা। এই ভাবে তিনি দয়াময় স্নেহময় প্রেমময় করুণাময়। এই ভাবে তিনি বিশ্বযজ্ঞে প্রজাপতিরূপে আত্মবলিদান দিয়া সৃষ্টি কার্য্য সম্ভাবিত করেন। এই ভাবে তিনি জীবের দুঃখে কাতর হইয়া জগতের পাপভার বহন করিবার জন্য আপনার প্রিয় পুত্রকে মনুষ্যলোকে প্রেরণ করেন। এই ভাবে তিনি মাতা পিতা পত্নী পরিজন ছাড়িয়া শোভাময় সুখময় সংসার-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, মানবের দুঃখ নির্ব্বাণ করিবার অভিলাষে মর্ত্য সংক্রমণ করেন। এই ভাবে তিনি ভৃগুর পদাঘাতে বক্ষে তাড়িত হইয়া লক্ষ্মীর উৎসঙ্গ-শয্যা হইতে ঝটিতি উঠিয়া মুনির কোমল চরণে পাছে ব্যথা লাগিয়া থাকে এইজন্য ব্যাকুলতা * প্রকাশ করেন। এই তাঁহার মধুর ভাব, মাধুর্য্য। উমার আগমনী বিজয়ার এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলায় এই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি।

মায়াতীত মহামায়া যখন মায়াবী মানুষের মত স্নেহ ভক্তিতে উদ্বেল হইয়া পিতা মাতাকে সম্বৎসরান্তে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হয়েন, যখন ছল ছল চক্ষে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন,—

এসেছেন পিতা অচল, আঁখি দুটী ছল, ছল,
কেবল বল্‌ছেন চলচল, কি আজ্ঞা হয় পশুপতি
সম্বৎসর হইল গত, মা আমার কাঁদিছেন কত,
আসিব হে ত্বরান্বিত করি আমি এই মিনতি।

যখন জগন্মাতা মায়িক মাতার বিরহভয়ে বিধুর হইয়া সারা নিশি জাগিয়া বিষণ্ণ ও মলিন বদনে রোদন করেন, যখন বিজয়াদশমীর দিন গিরিরাণী তাঁহার উদ্দেশে কাতরে বলেন,—

* প্রথম দৃষ্টিতে এই দৃষ্টান্তটী ভগবানের মাধুর্য্যের একশেষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাধার "পদপল্লবমুদারম্" শিরে ধারণ করা যেন মধুরতার আর এক গ্রাম ঊর্দ্ধে বলিয়া মনে হয়।

জাগাওনা হরজায়ার জয়া তোমায় বিনয় করি
' যাবে বলে সারা নিশি কাঁদিয়া পোহাল গৌরী ;
নিশি জেগে কাতর হয়ে, আছেন উমা ঘুমাইয়ে ;
বিষাদে ও বিধুবদন মলিন হয়েছে মরি ॥

—তখন আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, ভগবান্ শুধু ঐশ্বর্য্যশালী নহেন, তিনি মধুরতাময়।

আর যখন অনাদি অনন্ত নিরাকার নির্ব্বিকার নিরঞ্জন অজ্ঞেয় অমেয় অচিন্ত্য অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, মায়ার মানুষ সাজিয়া উদ্ধব অক্রূরের প্রভু হয়েন, নন্দ যশোদার পুত্র হয়েন, শ্রীদাম সুদামের সখা হয়েন, ব্রজগোপীর নাগর হয়েন ;—যখন তাঁহার দাস্য ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া তাঁহার লীলাবসানের সহিত মায়িক দেহের অবসান হইবে বুঝিয়া করুণ কণ্ঠে উদ্ধব তাঁহার প্রভুকে বলে—

নাহং তবাঙ্ঘ্রি কমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি॥

'হে কেশব! আমি তোমার চরণকমল অর্দ্ধক্ষণও ছাড়িতে পারিব না ; নাথ! আমায়ও বৈকুণ্ঠে লইয়া চল।' যখন বাৎসল্যে বিভোর হইয়া, তাঁহার বিরহে অঝোর নয়নে ঝুরিয়া যশোদা তাহার নীলমণির উদ্দেশে ডাকিয়া বলেন,—

অঞ্চলের মণি এসরে নীলমণি
দেখিতে তোমারে দেহে আছে প্রাণ।
পরাণ বিদরে, মা বলে ডাকরে
আয়রে কোলে করি হেরি চাঁদ বয়ান।

যখন সখ্য প্রীতিতে আকুল হইয়া শ্রীদাম খেলার সাথী প্রিয় সহচর অভিরামদের রাখাল রাজার শ্রীমুখে অর্দ্ধভুক্ত ফল তুলিয়া দিয়া বলে,—

বড় সুমিষ্ট এ ফল খায়ে কৃষ্ণ আমি খেয়েছি ।
মধুর ব'লে আর না খেয়ে ধড়ায় বেঁধেছি ॥
ফল খেয়ে ভাই নাচতে হবে
নাচ্‌বো আমরা রাখাল সবে
সবে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে আয় দেখি নাচি ॥

যখন প্রেমে তন্ময় হইয়া শ্রীরাধা জীবনে জীবনে জনমে মরণে তাঁহাকেই প্রাণেশ্বর ভাবিয়া আপনার সর্ব্বস্ব শ্রীপদে উপহার দিয়া একতান মন প্রাণে বলেন,—

ভাবিয়া ছিলাম এ তিন ভুবনে
আর কেহ মোর আছে ।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে ॥
এ কুলে ও কুলে গোকুলে দুকুলে
আপনা বলিব কায় ।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায় ॥—

তখন আমরা অন্তরে অন্তরে বুঝি যে, ভগবান্‌ কেবলই ঈশ্বর নহেন, তিনি মধুময়, মধু হইতে মধুর, মাধুর্য্যঘন ।

ভগবানের ঈশিত্ব শক্তিমত্তা বুঝাইবার পক্ষে যেমন ভারতবাসীর ভাষার ঈশ্বর নাম সার্থক, তেমনি তাঁহার মধুময়ত্ব, মাধুর্য্য বুঝাইবার জন্য সার্থক নাম রাম, হরি, কৃষ্ণ* । রাম নামে ভগবানের মনোরম,

---

* রম ধাতু হইতে রাম ; হৃ ধাতু হইতে হরি এবং কৃষ ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ।

অভিরাম ভাবটী কেমন প্রকাশিত হয়। হরি নামে তাঁহার স্নিগ্ধকর চিত্তহর ভাবটী কেমন অভিব্যক্ত হয়। আর কৃষ্ণ নামে তাঁহার চিত্ত-বিনোদন আকর্ষক ভাবটি কেমন প্রকটিত হয়!

অন্য জাতির ভাষায় এরূপ ভাবব্যঞ্জক নাম আছে কিনা সন্দেহ; অন্য ধর্ম্মীবা ভগবানের এ মধুরভাব তেমন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। খৃষ্টানের ধর্ম্মগুরু ইহুদীরা ভগবানের মাধুর্য্য লীলার কোন ধারই ধারেন না, তাঁহাদের ঈশ্বর কঠোর কঠিন কোপনস্বভাব। তাঁহারা শান্তভক্তির উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। কেবল যেন ডেভিডের গীতিতে (Songs of David) (যদি তাহার কোন আধ্যাত্মিক অর্থ থাকে, যাহা কেহ কেহ অস্বীকার করেন) এই মধুর ভাব লুক্কায়িত দেখা যায়। কিন্তু সাধারণের তাহার রসাস্বাদনের কোন সুযোগ ছিল না। এদেশে মধুর ভাব ভাগবতের সংস্কৃতের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বাঙ্গালী মহাজনেরা অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহাকে সুগম করিয়া সাধারণ্যে তাহার প্রচার করেন। জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সুমধুর পদাবলীতে ভগবানের মধুর ভাব জীবের বোধায়ত্ত করেন। বাঙ্গালী সুস্বর তানে ভগবানের নাম গান করিয়া কবিতার সাহায্যে তাঁহার মাধুর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু আদর্শের অভাবে ভগবান্‌কে মধুর ভাবে ভজন তাহার কবিকল্পনা বলিয়া বোধ হইত; দেহ-ধারী রাধা সে কল্পনার চক্ষেও দেখিতে পাইত না। সেই সময় শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া সেই আদর্শ তাহার নয়নের সম্মুখে উপস্থিত করেন। যে সকল মহাভাবের প্রসঙ্গ লোকে ভাগবতে পাঠ করিয়াছিল, মহাজনের পদাবলীতে সঙ্গীত শুনিয়াছিল, সে সকল তাঁহাতে বিদ্যমান দেখিতে পাইল। শ্রীরাধার যে অবস্থা সাধারণে অলীক কল্পনা মনে করিত, এখন তাহাই শ্রীচৈতন্যে বিকশিত দেখিতে লাগিল। "তিনি শয়নে স্বপনে জলে আকাশে সমস্ত সংসার কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি আর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ—

এই দুই জন ব্যতীত ত্রিজগতে কেহ আছে বা থাকিবার প্রয়োজন আছে এ বোধ তাঁহার নাই"।* তখন প্রেম ভজনের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তির যেরূপ পূর্ণবিকাশ সাধন করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যে আবিষ্ট হইয়া প্রেমের সেইরূপে চরম পরিণতি সাধন করিলেন। তাঁহার মাধুর্য্য-উপলব্ধি জীবের তখন অতি সহজসাধ্য হইল।

মধুর ভজনের এই সংক্ষেপে ইতিহাস। ইহার ক্রম-আলোনায় প্রবন্ধের বিষয় কিছু বিশদ হইবে এই আশায় কতক অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে তাহা সন্নিবেশিত করিলাম। প্রেম-ভজন বাঙ্গালীর অতি নিজস্ব-ধন, অতএব বিশেষ আদরণীয় হওয়া উচিত।

অতএব ভগবানের দুই ভাব ঈশভাব ঐশ্বর্য্য এবং মধুরভাব মাধুর্য্য। বদ্ধজীব কি প্রকারে ভগবানের মুক্ত ভাব আয়ত্ত করিবে? ইহার কি কোন উপায় আছে? পরবর্ত্তী প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

(২)

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, ভগবানের দুই ভাব; ঈশভাব ঐশ্বর্য্য ও মধুর ভাব মাধুর্য্য। বদ্ধজীব কি উপায়ে ভগবানের মুক্তভাব আয়ত্ত করিবে? ইহার কি কোন উপায় আছে? এই প্রশ্নের আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উপায় কি তাহা ইঙ্গিতে পূর্ব্ব প্রবন্ধেই উক্ত হইয়াছে। ভগবানের ঐশ্বর্য্য ঈশভাব উপলব্ধি করিবার উপায় জ্ঞান; এবং তাঁহার মাধুর্য্য মধুর ভাব উপলব্ধি করিবার উপায় ভক্তি। এই জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের অতঃপর সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

জ্ঞান অর্থে তত্ত্বজ্ঞান—তুচ্ছ বিষয়জ্ঞান বা প্রচলিত বিজ্ঞান নহে।

---

* শ্রীশিশিরকুমার ঘোষের অমিয় নিমাইচরিত।

ঐ জাতীয় জ্ঞান অনেক স্থলে নিষ্ফল বিড়ম্বনা মাত্র—শুধুই অহংকার ও বৃথাভিমানের জনক। যে জ্ঞানে ভগবানের ঈশভাব ঐশ্বর্য্যের উপলব্ধি হয়, সে এ জাতীয় জ্ঞান নহে। সে জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান। এই জ্ঞানের উচ্চ সীমায় উপনীত হইবার জন্য কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিতে হয়। জ্ঞানমার্গের প্রথম সোপান—অনন্ত অব্যয় ব্রহ্মসত্তার অনুভব। যে সত্তা জগতের সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন, যাঁহাতে সৃষ্টির বিকাশ বিবর্ত্ত ও বিরাম, যিনি অজ্ঞেয় অমেয় অচিন্ত্য, এক ও অদ্বিতীয়—সেই ব্রহ্মসত্তার অনুভব। ঐ ব্রহ্মপদার্থই সৎ, অন্য সকল বস্তুই অসৎ, মায়িক, ভঙ্গুর, নশ্বর—অজ্ঞ দৃষ্টিতে বহু কিন্তু জ্ঞানীর চক্ষে একমাত্র; যেহেতু সকল পদার্থই অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তায় সত্তাবান্, অতএব তাহারা অভিন্ন—সমান। এই সাম্যবোধ জ্ঞানমার্গের দ্বিতীয় সোপান। "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম"। ঐকান্তিক সমতাই ব্রহ্মের লক্ষণ। অনন্তর সমতাজ্ঞান হইতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বের অনুভূতি হয়। পঞ্চকোষের আবরণে আবৃত জীবাত্মা সর্ব্ববিধ উপাধি বিমুক্ত পরমাত্মা হইতে অভিন্ন—এই বিবেকের উৎপত্তি হয়। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা ভগবানের ঈশভাব ঐশ্বর্য্যের সম্যক্ উপলব্ধি* হয়। এই জ্ঞানলাভের ফল তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিং বাক্ পতিশ্চক্ষুঃ পতিঃ। শ্রোত্রপতির্বিজ্ঞানপতিঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ জীবন্মুক্তের সম্বিৎ বিশ্বময় সম্প্রসারিত হওয়াতে সকল ভূতের চক্ষু তাহার চক্ষু হয়, শ্রোত্র তাহার শ্রোত্র হয়, বাক্য তাহার বাক্য হয়, বুদ্ধি তাহার বুদ্ধি হয়। সুতরাং সর্ব্বভূতের যাহা দর্শন শ্রবণ বচন মনন, তাহা তাহার দর্শন শ্রবণ বচন

* এই সম্বন্ধে শ্রীমতী অ্যানি বেসেন্টের ভক্তি ও অধ্যাত্মজীবন শীর্ষক বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

মননের অঙ্গীভূত হয়। ইহাই স্বারাজ্য সিদ্ধি। বদ্ধ জীব স্বরাট্ হইলে ভগবানের মুক্তাত্মার সাযুজ্য লাভ করে, এবং এইরূপ সর্ব্বাত্মকতার ফলে ভগবানের ঈশভাবের অধিকারী হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে। ইহাই জ্ঞানমার্গ।

ভক্তিমার্গ স্বতন্ত্র। যেমন ঘসা কাঁচের সাহায্যে তেজোময় সূর্য্যকে নয়নগোচর করা যায়, সেইরূপ ভক্তি-কাঁচ দ্বারা অচিন্ত্য ভগবান্‌কে চিত্তগোচর করা যায়। ভক্তির সাহায্যে মধুর ভগবানের মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়, নিশ্চয় বুঝা যায় যে, তিনি মধুময়।

এই ভক্তি কি? 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে'। ভগবানে সাতিশয় অনুরাগের নাম ভক্তি। চিত্তের যে অবস্থায় ভগবান্‌কে অতি নিজ জন বলিয়া বোধ হয়, সেই অবস্থার নাম ভক্তি। এক কথায় অনুকূল * ভাবে ভগবান্‌কে ভজনের নাম ভক্তি। ইহার ফলে চিত্তশুদ্ধি।

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেৎ ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ।

'ঈশ্বর স্মরণ জন্য রোমাঞ্চ চিত্তদ্রব ও আনন্দাশ্রু বিনা—এক কথায় ভক্তি ব্যতিরেকে কিরূপে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে?' চিত্তশুদ্ধির অনন্তর

---

* প্রতিকূল ভাবেও ভগবানের ভজন হয়। হিরণ্যকশিপু হরিকে অহরহ শত্রুভাবে চিন্তা করিয়া শুভগতি লাভ করিয়াছিল। শিশুপাল তীব্র বৈরহেতু সকল অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে বাধ্য হইয়া জীবনান্তে তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইল। জয় বিজয় রিপুভাবে নারায়ণের সংসর্গে আসিয়া তিন জন্মে মুক্তিলাভ করিল। ফলতঃ কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ। নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে। ভগবানে কাম ক্রোধ স্নেহ একত্ব এবং সৌহার্দ্দ—যে কোন ভাব নিত্য হৃদয়ে পোষণ করিলে, তন্ময় হওয়া যায়। বলাবাহুল্য, অনুকূল ভজনই শ্রেষ্ঠ পথ।

বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবানের মাধুর্য্যের আভাস হয়। উদ্ধবগীতায় ভগবান্ ভক্তের অবস্থা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

> বাক গদ্‌গদা দ্রবতে যস্ত চিত্তং
> রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কচিচ্চ।
> বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
> মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি।

অর্থাৎ 'ভগবদ্ভক্তের বাক্য ভাববিজড়িত, চিত্ত বিগলিত হয়। সে কখন রোদন করে, কেখন হাস্য করে। কখন বা লৌকিক লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া গান করে এবং নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। সেরূপ লোকের সংযোগে ভুবন পবিত্র হয়।' এ বর্ণনা কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে। যাঁহারা কখনও ভক্ত-জনের হাব ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন। ভাগবতকার ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার দ্বারাও ইহার সত্যতা অনুমিত হইবে। সে বর্ণনা এই,—

> কচিদ্ রুদতি বৈকুণ্ঠ-চিন্তা-শবলচেতনঃ
> কচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্গায়তি কচিৎ।
> নদতি কচিদ্ উৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি কচিৎ
> কচিৎ তদ্ভাবনাযুক্ত তন্ময়োঽনুচকার হ।
> কচিদ্ উৎপুলক তুষ্ণী মাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ।
> অস্পন্দ প্রণয়ানন্দ সলিলামীলিতেক্ষণঃ।

'প্রহ্লাদ কখন ভগবানের চিন্তাকুলিতচিত্তে রোদন করিত, কখন তাঁহার মিলনানন্দে হাস্য করিত, কখন গান করিত, কখন মুক্তকণ্ঠে চীৎকার করিত। কখন নির্লজ্জের মত নৃত্য করিত। কখন তাঁহার

ভাবনাবেশে তন্ময় হইয়া ভগবানের লীলার অনুকরণ করিত। কখন বা ভগবানের সংস্পর্শ সুখে রোমাঞ্চিত হইয়া প্রগাঢ় প্রেমজনিত অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিত।'

এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। ভগবানের নাম হৃষীকেশ—হৃষীকেশ—ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর। অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিই তাঁহার সেবায় নিয়োজিত করা যাইতে পারে। আর সকল ইন্দ্রিয়ের তাঁহাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়। এই ভাবেই বোধ হয় ভাগবতকার লিখিয়াছেন, "যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ না করে, হায়! তাহার কর্ণ দুইটী বৃথা গহ্বর মাত্র। হে সূত, যে হরিগাথা গান না করে, তাহার অসতী রসনা ভেকজিহ্বাতুলা; যাহার মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহা পট্টকিরীটশোভিত হইলেও কেবল ভার মাত্র। হস্তদ্বারা হরির যে সেবা না করে, তাহা কনককঙ্কণে শোভিত হইলেও শবের হস্তমাত্র। মানুষের নয়ন যদি বিষ্ণুমূর্ত্তি নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা ময়ূরপুচ্ছমাত্র। আর যে চরণদ্বয় হরিতীর্থে পর্য্যটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ হইয়াছে মাত্র। আর যে জন ভগবৎ-পদরেণু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব। বিষ্ণুপাদার্পিত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে নিশ্বাস থাকিতেও মৃত। হায়! হরিনাম কীর্ত্তনে যাহার হৃদয় বিকার প্রাপ্ত না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল এবং গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় লৌহময়।" অবশ্য এরূপ ভজনের জন্য ভগবান্‌ সাকার হওয়া আবশ্যক; অন্ততঃ তাঁহার ভক্তিকল্পিত মূর্ত্তি থাকা প্রয়োজন। হিন্দুদিগের ভগবানের এরূপ বহুতর কল্পিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের ইহাও বিশ্বাস যে, ভগবান্‌ মায়ার মানুষ সাজিয়া রাম কৃষ্ণ প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ ভজন ভারতবাসীর পক্ষে অসাধ্য নহে। আর ভগবান

যে একেবারেই নিরাকার তাহাও বলা যায় না। তাঁহার আনন্দময় কারণ-শরীর স্বীকার করিতেই হয়।

আর যাঁহারা ভগবান্‌কে নিরাকারও ভাবেন, তাঁহারাও বোধ হয় তাঁহার বিশ্বরূপতা, গুণাত্মকতা, এবং প্রেমময়তার অপলাপ করেন না। সুতরাং হৃষীকের দ্বারা হৃষীকেশের ভজন তাঁহাদের পক্ষেও অসম্ভব নহে। তাঁহাদেব উদ্দেশ্যে কবি বলিয়াছেন—

এ তীব্র কামনা কেন হায় মানুষের তরে ?
চাহ রূপ ? সৌন্দর্য্যে কি বিমুগ্ধ অন্তর ?
এ বিশ্ব সৌন্দর্য্যে ভরা, যাঁহার অনন্তরূপ
সেই বিশ্বরূপ চেয়ে বল কে সুন্দর ?
চাহ গুণ ? এই বিশ্ব যাঁর গুণলীলাভূমি
সেই গুণাতীত চেয়ে গুণী কে আবার ?
চাহ প্রেম ? এই বিশ্ব যাঁর প্রেম পারাবার
সেই প্রেমময় হরি হৃদয়ে তোমার !

যে ভক্তির কথা ইতিপূর্ব্বে বলিলাম, যাহার সাহায্যে ভগবানের মধুর ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়, যে ভক্তির পাঁচটী স্তর আছে; পর পর চারিটী স্তর অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্তরে পঁহুছিতে হয়। এই স্তরগুলি যথাক্রমে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও কান্তভাব। শান্ত ভাব সাধারণ ভক্তের ভক্তি—যখন হৃদয় ভগবানে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। দাস্য ভাবে ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর—যখন ভক্ত ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে। সখ্যভাব প্রীতির উন্মুক্ত উৎস—যখন ভগবানের সহিত প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বাৎসল্য ভাবে প্রীতির সহিত দয়ার অপূর্ব্ব মিশ্রণ—যখন ভগবান্ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর, জীবন অপেক্ষাও অধিক স্নেহের সামগ্রী হন। সর্ব্বশেষ কান্তভাব, যে ভাবে ভক্তি

প্রীতি দয়া ও স্নেহের মধুর সমাবেশ—যখন হৃদয় ভগবৎ-প্রেমের শতধারায় অভিষিক্ত হইয়া তন্ময়তালাভ করিয়া প্রেমাধারে বিলীন হইয়া যায়।

এই ভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে সকল প্রকার সমীহা ও সাপেক্ষতা অন্তর্হিত হইয়া ভগবান্‌কে অতি আত্মীয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। ইহাই সেই অনিমিত্ত অহৈতুকী ভক্তি, যাহার স্পর্শে লৌহও কাঞ্চনে পরিণত হয়। ইহাই সেই মহাজনোক্ত মহা ভাব, যাহার কণামাত্র লাভের জন্য ব্রহ্মাদি দেবতারও আগ্রহ হয়। এই ভাবের আস্বাদন পাইলে গোপীদিগের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—

মধু হতে মধু তুমি প্রাণ বঁধু
চরণের দাসী কর।
কিছু নাহি চাব, চরণ সেবিব
দেহ নাথ এই বর।

---

* এই মধুরভাব বিষয় ভক্তপ্রবর শ্রীযুত শিশিরকুমার ঘোষের একটী সুন্দর কবিতা আছে। কবিতাটী এই,—

মায়াতীত জ্ঞানাতীত তোমা ব'লে থাকে
তবে কি এ ক্ষুদ্র জীব পাবে না তোমাকে।
ভকতি ও স্নেহে যদি না ভুলিবে তুমি
তবে 'প্রিয়' বলি কি আর না ডাকিব আমি
প্রাণনাথ পিতা সখা সম্বন্ধ মধুর
বড় হ'য়ে সে সব কি করে দেবে দূর।
মায়া মিলাইয়া এস প্রভু ভগবান্‌
দুটা কথা কহি তবে জুড়াইব প্রাণ॥
জ্ঞানাতীত মায়াতীত হয়ে বসে রবে
কিরূপেতে বলরাম তোমা লাগ পাবে॥

এই ভাবে রুচি হইলে ভগবান্‌কে রসিকশেখর, রসময় নাগর, প্রেমময় বঁধু বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই ভাবে বিভোর হইলে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে রাধিকার প্রেমোন্মাদ, ভগবানে আত্ম-নিমজ্জন বুঝিতে পারা যায়।

যব হরি আওব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে বাজব মঙ্গল তুর।
আলিপনা দিব সখি মোতিম হার।
উপহার দিব নবযৌবন ভার॥
সেজ বিছায়ে থোব বিকচ কুসুমে।
হৃদয় পাতিয়া দিব রহিবে শয়নে॥
আঁচলে বাতাস দিব ঘুমাইবে সুখে।
সারানিশি চেয়ে রব শ্যামচাঁদ মুখে॥

ভগবানের যে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আলোচনা করিলাম, তাহার অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলায়। কুরুক্ষেত্র লীলায় (যাহা মহাভারতে বিবৃত) তাঁহার ঈশ্বর ভাব প্রকটিত এবং বৃন্দাবন লীলায় (যাহা ভাগবতে বর্ণিত) তাঁহার মধুর ভাব প্রস্ফুটিত। মহাভারতে দেখিতে পাই, তিনি অদ্ভুত কৌশলে খণ্ড ভারতে মহাভারত স্থাপন করিতেছেন, জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ় হইয়া গীতায় মহাধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, ভারত যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথে আসীন হইয়া অম্লানমুখে ক্ষত্রিয়ক্ষয় সাধন করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণ করিতেছেন। আর ভাগবতে দেখিতে পাই, তিনি ভক্তবৎসল প্রভু, করুণাময় স্বামী, প্রীতিময় সখা, স্নেহময় পুত্র এবং প্রেমময় কান্ত। মানুষের হৃদয়ে যাহা কিছু পবিত্র, সুকুমার ও উৎকৃষ্ট ভাব আছে—ভক্তি প্রীতি স্নেহ দয়া প্রেম—তিনি সকলেরই উদ্দিষ্ট। এই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের দৈব-রাসায়নিক মিশ্রণে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র।

সেই জন্যই বোধ হয় তিনি স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার ভজনা করিলে ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়বিধ ভজনের ফললাভ হয়। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, আমরা ভারতবর্ষে জন্মিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের অধিকারী হইয়াছি; কারণ কৃষ্ণভক্তি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ।